www.YaNabi.in

১ম বর্ষ ঃঃ ১ম সংখ্যা
হাদিয়া ঃ ১২টাকা

সুন্নীজগৎ

শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম এর পরিচালনায় মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র--

বফেয়াজে রুহানী

গওসুল আযম হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

সুলতানল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শাইখ আহমদ সেরহান্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুজাদ্দিদে আযম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু

সার পারাস্ত

খতিবে আযম আল্লামা তাওসীফ রেজা খান বেরেলবী মাদ্দাজিল্লাহুল আলি

কালামে রাজা

ওহি রবহ্যায় জিস্নে তুঝকো হামাতন্ করম্ বানায়া
হামে ভিক্ মাঙ্গনে কো তেরা আসতাঁ বাতায়া
তুঝে হামদ্ হ্যায় খোদায়া ।

তুমেহ্ হাকিমে বারায়া তুমেহ্ কাসেমে আত্তায়া
তুমেহ্ দাফিয়ে বালায়া তুমেহ্ শাফিয়ে আত্তায়া
কোয়ি তুম সে কোন্ আয়া ।

ওহ্ কুঁওয়ারী পাক মরিয়ম ওহ নাফাখ্তু ফিহি কাদম
হ্যায় আযিব নিশানে আযম্ মাগর আমিনা কাজায়া
ওহি সব সে আফ্জল আয়া ।

এহি বোলে সিদ্রাহ ওয়ালে চমন জাহাঁকে থালে
সাভি ম্যায়নে ছান ডালে তেরে পায়া কা না পায়া
তুঝে এক নে এক বানায়া ।

আরে আরে খোদাকে বান্দা কোয়ি মেরে দিল কো ঢুন্টো
মেরে পাশ যা আভি তো আভি কিয়া হয়া খোদায়া
না কিয়া গ্যায়া না আয়া ।

হামে আয়ে রেজা তেরে দিল কা পাতা চলা বা মুশাকিল
দর রওজা কে মুকাবিল ওহ্ হামে নজর তো আয়া
এহ্ না পুছ্ কেয়সা পায়া ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৭৮৬ / ৯২

ত্রৈমাসিক "সুন্নী - জগৎ"

শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

১ম বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা

সফর - ১৪২৫ হিঃ ঃঃ এপ্রিল - ২০০৪ ঃঃ চৈত্র - ১৪১০

❑ সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ❑
শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

❑ সহ - সভাপতি ❑
মাওলানা হাশিম রেজা নুরী
হাফিজ মোঃ মুশাকিম রেজবী

❑ সম্পাদক ❑
মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

❑ সহ - সম্পাদক ❑
মোঃ শাফিকুল ইসলাম রেজবী

❑ সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ❑
মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী, মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী, মুফতী মোঃ জোবায়ের মোসাহিব মোজাদ্দেদী, মুফতী মোঃ গোলাম ছামদানী রেজবী, মাওলানা হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওলানা কহিরুদ্দিন, মোঃ শাফিকুল ইসলাম রেজবী, ডাঃ নাসিরুদ্দিন রেজবী, মুফতি তোফাজুল হোসাইন কালিমী, আল্লামা আব্দুল হাকিম রেজবী, মাওলানা আনসার আলী।

❑ প্রধান কার্য্যালয় ❑

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
সাং + পোঃ নশীপুর বালাগাছি
জেলা মুর্শিদাবাদ, (পঃ বঃ), পিন-৭৪২১৬৯

অক্ষর বিন্যাস

মজুমদার প্রিন্টার্স
প্রোঃ প্রভাস মজুমদার
সিংহীবাগান, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ ০৩৪৮৩-২৫৫৯২

সূচীপত্র

তাফসীরুল কোরআন.....২
হাদিসে রাসুল.....৪
ফাতাওয়া বিভাগ.....৬
বে মেসল্ বাশার.....৯২
চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ.....৯৬
অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য় খন্ড প্রসঙ্গে.....৯৯
নামাজের ফজিলত ও মাহাত্ম্য.....২১
ইলমে গায়েব (গাহেবের জ্ঞান).....২২
পাগোলের মাঝে সুন্নীজগতের আলো.....২৫
মহানবীর জন্ম রহস্যের অলৌকিক প্রতিভা.....২৮
জানা অজানা (ইসলামী জ্ঞান সর্বপ্রথম).....২৯
ধনশক্তির দাপটে.....৩০
জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধন.....৩৪
খাওনাই ফাইমোসিসের মহৌষধ.....৩৬
উপকার.....৩৭
কবিতা.....৪১-৪৩
খবরা-খবর.....৪৩
আহলে সুন্নাৎ যুবকদের প্রতি.....৪৫
জ্ঞানের স্বরূপ.....৪৫

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাফসীরুল ক্বোরআন

[illegible]-ই-ক্বোরআন
[illegible] ঈমান
[illegible] ইমামে আহলে সুন্নাত
[illegible] আহমদ রেজা বেরলবী
[illegible]হি আলায়হি

তাফসীর ঃ-
খাজাইনুল ইরফান
কৃতঃ-সাদরুল আফাযিল মাওলানা
সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী
রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ ঃ আলহাজ্ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরাজী অনুবাদ ঃ প্রফেসর শাহ্ ফরিদুল হক

[illegible]

ত্রিশ পারা

সূরা বাক্বারা

[illegible] মক্কী	১ম আয়াত হ'তে ৫ম আয়াত পর্যন্ত	মোট আয়াত-১৯ রুকু-১

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।

Allah in the name of the Most affectionate, The Merciful.

[illegible] প্রতিপালকের নামে (২), যিনি সৃস্টি করেছেন । (৩)
[illegible] the name of your Lord who created.
[illegible] রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন ।
[illegible] from the clot of blood.
[illegible] ! এবং আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বড় দাতা,
[illegible] your Lord is the Most Generous,
[illegible] লিখন শিক্ষা দিয়েছেন ।
[illegible] writing by the pen.
[illegible] দিয়েছেন, যা সে জানতো না ।
[illegible] what he knew not.

[illegible] ঃ

[illegible]' এ সূরাকে সূরা আলাক্ব ও বলা হয় । এ'তে একটি রুকু, উনিশটি [illegible] নব্বইটি পদ এবং দু'শ আশিটি বর্ণ আছে ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অধিকাংশ তাফসীর কারকের মতে, এ সূরাটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরা পর্বতের গুহায় নাফিল হয়েছে। ফিরিশতা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম এসে হযরত সৈয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আরয করলেন, 'ইকরা' অর্থাৎ "পড়ুন"। হুজুর বললেন, "আমি পড়িনি"। তখন জিব্রাইল আলায়হিস সালাম তাঁকে বুকে জড়িয়ে খুব জোরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে "ইকরা" বললেন। তারপর ও ঐ উত্তর দিলেন। এভাবে তিনবার হলো তারপর তিনি সাথে সাথে " মা লাম ইয়া 'লাম" পর্যন্ত পড়লেন।

টীকা (২) ঃ অর্থাৎ পড়ার আরম্ভ আল্লাহর নাম সহকারে হওয়াই আদব, এতদ্ভিত্তিতে, আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, পড়ার আরম্ভ বিস্‌মিল্লাহ'র সাথে হওয়া মুস্তাহাব।

টীকা (৩) ঃ সৃষ্টিকুলকে

টীকা (৪) ঃ পুনরায় পড়ার নির্দেশ তাকীদ দেয়ার জন্যই। আর একথা ও বলা হয়েছে যে, পুনরায় পড়ার হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ যে, "ধর্ম প্রচার ও উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য পড়ুন।"

টীকা (৫) ঃ এ থেকে লেখার ফযীলত প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে লেখার মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে। লেখার মাধ্যমেই বিদ্যা শিক্ষাদি আয়ত্বে আসে। পূর্ববর্তী মানুষের খবরাখবর, তাদের অবস্থা এবং তাদের কথাবার্তা সংরক্ষিত থাকে। লিখা না হলে ধর্মীয় ও পার্থিব কোন কাজটিকে থাকা সম্ভব হতো না।

টীকা (৬) ঃ "মানুষ" দ্বারা এখানে হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর যা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন তা হচ্ছে—ইলমে আসমা (বস্তুসমূহের নাম সম্পর্কীয় জ্ঞান)

অন্য এক অভিমত হচ্ছে—"মানুষ" দ্বারা এখানে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথাই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সকল বস্তুর জ্ঞান দান করেছেন। (মা' আলিম ও খাযিন)

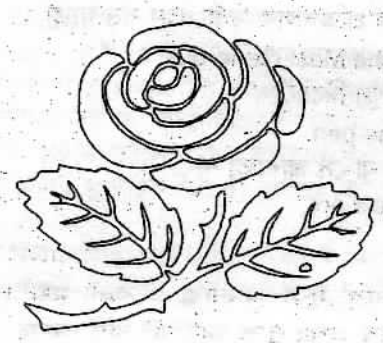

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাদীসে রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
সাঈদাপুর আরবী ইউনিফারমিটি

কিতাবুল ইলম ঃ

১) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ আসল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)। অপাত্রে জ্ঞান প্রদান করা যেন শূকরের গলায় 'জহরত, মুক্তা বা স্বর্ণ স্থাপন করা ।
ইব্নে মাজা, মেশকাত

২) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন —যে ব্যক্তি জ্ঞান অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে সে আল্লাহর রাস্তায় রহিয়াছে যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করিবে।
তিরমিজি, দারেমী, মেশকাত

৩) হযরত আবু হোরায়রাহ হইতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন— যখন মানুষ মরিয়া যায়, তখন তাহার আমল (কর্ম ও উহার সওয়ার) বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু তিনটি আমল (যাহা জীবনে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে তাহার সওয়ার বন্ধ হয় না) ঃ (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) জ্ঞান—যাহার দ্বারা লোকের উপকার হইয়াছে বা হইতেছে অথবা (৩) সু সন্তান যে তাহার জন্য দোওয়া করে । (সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদানে উপযুক্ত করা)-মুসলীম মেশ্কাত

সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ সৎকাজ, জনহিত কর কাজ করিয়া আসাযাহার দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে যেমন রাস্তাঘাট, পুল, পানীয়ের ব্যবস্থা, মাসজিদ বা মাদ্রাসা তৈরী করা বা সাহায্য করা)

৪) হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন—আল্লাহ তায়ালা যাহার কল্যাণ করিবার ইচ্ছা করেন তাহাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন । আমি বণ্টনকারী, আর আল্লাহ দান করেন।
বোখারী, মুসিলীম, মেশকাত ।

৫) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ এক ফকীহ (দ্বীনের গভীর জ্ঞানী) শয়তানের নিকট হাজার আবেদ অপেক্ষাও মারাত্মক ।
তিরমিজি, ইবনে মাজা, মেশ্কাত

৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাত্রের এক মুহূর্ত জ্ঞান চর্চা পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করা (ও এবাদত করা) অপেক্ষা উত্তম । দারেমী, মেশ্কাত)

৭) তাবেয়ী হযরত কাসীর বিন কায়স বলেন ঃ আমি দামেশকের মাসজিদে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গে বসা আছি এমন সময় তাঁহার নিকট একজন ব্যাক্তি আসিয়া পৌছিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আবু দারদা আমি সুদূর মাদিনায়ে রাসুল হইতে আপনার নিকট একটি হাদীসের জন্য (একটি হাদীস শিক্ষার জন্য) আসিয়াছি অন্য কোন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আবশ্যকে আসি নাই । শুনিয়াছি, আপনি উহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়া থাকেন । তখন আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন ঃ (হ্যাঁ) আমি রাসুলুল্লাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ তিনি বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করিয়াছে । আল্লাহ তায়ালা উহার দ্বারা তাহাকে বেশেতের পথ সমূহের একটি পথে পৌছাইয়া দেন এবং ফারেস্তাগণ জ্ঞান অন্বেষনকারীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছাইয়া দেন এবং যাহারা আলিম (জ্ঞানীব্যক্তি) তাহাদের জন্য আসমানে ও জমিনে যাহারা আছেন সকলেই আল্লাহুর নিকট ক্ষমা প্রার্থণা ও দোওয়া করিয়া থাকেন—এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থাকিয়া ও (দোওয়া করিয়া থাকে) । আলিমগণের ফযীলত আবেদদের (মূর্খ সাধক) উপর যথা পূর্ণচন্দ্রের ফযীলত অন্যান্য তারকা রাজির উপর এবং আলমগণ হইতেছেন নবীগণের ওয়ারিস । নবীগণ কোন দীনার বা দেরহাম মীরাস (উত্তরাধিকার হিসাবে) রাখিয়া যান না । তাঁহারা উত্তরাধিকার হিসাবে রাখিয়া যান শুধু জ্ঞানই । সুতারাং যে ব্যাক্তি এলম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন । আবু দাউদ, তিরমিজি, আহমদ, ইবনে মাজা, মেশকাত (মাদীনা শরীফ হইতে দামেশক্ ১৩০৩ কিলোমিটার বা প্রায় হাজার মাইলের দূরত্ব পায়ে হাঁটিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম, কেবলমাত্র জ্ঞান লাভের জন্য একটি হাদীশ শিক্ষার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এই পরিশ্রম একটি জলন্ত নিদর্শন)

৮) হযরত মুরাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন । আবু দাউদ, মেশ্কাত

৯) হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন—তোমরা ফারাজের ও কোরআন শিক্ষা করিয়া লও এবং লোকেদের ইহা শিক্ষা দিতে থাক । কেননা আমাকে তোমাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে । তিরমিজি, মেশ্কাত

১০) হযরত আবু হোররায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন যে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যাক্তিকে এলম (জ্ঞান) ব্যতিত ফাতওয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সে তদনুযায়ী কর্ম করিয়াছে তাহার গোনাহ যে তাহাকে ফাতাওয়া দিয়াছে তাহার উপরই বর্তিবে এবং যে ব্যক্তি তাহার ভাইকে এমন পরামর্শ দিয়াছে যে সম্পর্কে সে জানে যে কল্যাণ ইহার বিপরীত দিকে সে নিশ্চয়ই তাহার সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে ।

—আবু দাউদ মেশ্কাত

১১) হযরত আব্দল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন — আমার পক্ষ হইতে মানুষকে পৌছাইতে থাক যদিও একটি মাত্র 'আয়াত' হয় । বাণী ইস্রাইয়েলের নিকট হইতে বর্ণনা করিতে পার, তাহাতে কোন আপত্তি নাই । কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবে সে যেন তাহার বাসস্থান দোযখে প্রস্তুত করিয়া লয়, বোখারী, মেশকাত ।

লেখ, পড়, শিখ মূর্খ থেকো না,
অন্ধত্ব দুর কর অন্ধ হয়ো না ।।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফাতাওয়া বিভাগ

প্রশ্ন নং - (১) ঃ- জনাব মুফতী, সালাম নিবেন। আমার প্রশ্ন যে নবী পাকের পিতা, মাতা ও পিতামহ কি কাফের ছিলেন ? বিস্তারিত ভাবে দলিল সহ জানালে খুশী হব।

ইতি-দ্বীন ইসলাম গাছী, বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসা, ২৪-পরগনা

উত্তর (১) ঃ- নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানীত বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষগন ও জননীগন অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ও আমিনা হতে হযরত আদম আলায়হিস সালাম পর্যন্ত সকলেই ইসলাম ও তাওহিদ পন্থী (একাত্ববাদী) ছিলেন। (ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ৪র্থ খন্ড ৩১১পৃঃ) সমস্ত আহ্‌লে সুন্নাত এর উলামা ও মুহাক্কিকগন যেমন ইমাম জালালুদ্দিন সিউতী, আল্লামা ইবনে হাজার, ইমাম কুরতুবী, হাফিজুশ শাম ইবনে নাসিরুদ্দিন, হাফিজ শামসুদ্দিন, কাজি আবু বাকার ইবনুল আরাবী মালিকী, শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী, মাওলানা আব্দুল হক মুহাজীরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম দের ইহাই আকিদা ওমত যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পিতা মাতা নিঃসন্দেহে মুমিন ও মুসলমান ছিলেন। (সিরাতুল মুস্তাফা পৃঃ ৫০)

আলা হযরত মুজাদ্দিদে জামান ইমাম আহমদ রাজা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এই বিষয়ের উপর অকাট্য দলিল সমূহ দ্বারা "শুমুলুল ইসলাম লি আবায়েহিল কেরাম নামে পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে বিস্তারিত ভাবে দলিল দ্বারা প্রমান করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পিতা-মাতা ও পূর্ব পুরুষগন মুমিন, মুসলমান ও একত্ব বাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং - (২) ঃ- শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব, আস্‌সালামু আলায়কুম, বাদ আরজ এই যে মেয়েদের চুল কালি দিয়ে কালো করা যাবে কিনা জানালে খুশী হব।

ইতি-মোসাঃ নাসুরা খাতুন, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

উত্তর - (২) ঃ- পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য কালো খেজাব করা না জায়েজ ও হারাম। (ফাতাওয়ায়ে মানজারে ইসলাম ২১৬ পৃঃ) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং - (৩) ঃ- শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন। কি বলতে চান ওলামায়ে কেরাম নিম্নলিখিত মাসলা সম্পর্কে যে সাকিনা নামে একটি মেয়ে বলে যে বাড়ীতে অপারেশান করা কোন মেয়ে বা ছেলে থাকে তাদের বাড়ীতে বা তাদের হাতে খাওয়া চলবে না। এই কথা গুলো সে সঠিক বলেছে কিনা দলিল সহ জানালে উপকৃত হব।

ইতি--মোঃ মইনুল ইসলাম, বহড়ান, মুর্শিদাবাদ

উত্তর - (৩) ঃ- সন্তান বন্ধ করার জন্য অপারেসন করা না জায়েজ ও হারাম। ইহা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কে বাধা প্রদান ও সৃষ্টি বস্তুকে পরিবর্তন করা। কোরআন হাদীস দ্বারা না জায়েজ ও হারাম প্রমানিত। অপারেশনকারী চরম গুনহাগার। সুতরাং তার উপর তাওবা ও ইস্তিগফার করা জরুরী। (ফাতাওয়ায়ে মুস্তফবীয়া - ৫৩১ পৃঃ) অপারেশনকারী যদি তাওবা করে নেয় তাহলে নামাজ ও পড়াতে পারে আজান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ও দিতে পারে এক কথায় তার সঙ্গে চলাফেরা করা ও তার বাড়ীতে খাওয়া সমস্ত কিছুই জায়েজ। সাকিনার কথা ভূল। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড) মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং - (৪) ঃ- মাননীয় মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন। আমার পাশের বাড়ীতে একটি গরু ছিল, সে গরুটি বিক্রি করবে তা জানতাম না কিন্তু হাটে গিয়ে দেখি যে গরুটি বিক্রি করছে। জানাশুনা গরু বলে দামদর করলাম এবং বাড়ীতে এসে গরুর দাম দিলাম। সেই গরুটি কোরবানী দেওয়া হবে কিনা ?

এক দেওবন্দি মৌলবী কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে হাটে খাজনা না দিয়ে নিয়ে এসে বাড়ীতে টাকা মেটালে কোরবানী জায়েজ হবে না। সে কি ঠিক বলেছে না ভূল দলিল দ্বারা জানালে উপকৃত হব।

ইতি-মোঃ এরসাদ আলি, ডলটনপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর - (৪) ঃ- আপনার কেনা ঐ গরু দ্বারা কোরবানী করা জায়েজ। হাটে গরু ক্রয় করেন নাই। বাড়ীতে এসে গরু নিয়েছেন ও টাকা দিয়েছেন। সুতরাং কোন অসুবিধা নাই। তবে হাটে গরু কিনে হাটের মালিককে ফাঁকি দিলে তার কর্ম না-জায়েজ হবে। ক্রয়কারীর গুনাহ হবে। তায় বলে কোরবানী না জায়েজ হবে না। তবে দেওবন্দি মাওলানাকে মাসলা জিজ্ঞাসা করা হারাম। কেননা দেওবন্দিদের বহু কুফরী আক্বিদার জন্য ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাত তাদের কাফির ও মুরতাদ বলে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। (আলহুসামুল হারামাইন)

প্রশ্ন নং - (৫) ঃ- মাননীয় ওলামায়ে কেরাম আমার নিবেদন এই যে মাসজিদের ভিতরে খাওয়া, পানকরা ও ইফতার করা কি ? শারীয়াতের বিধান অনুযায়ী তার উত্তর প্রদান করে উপকৃত করবেন। আর ও জানতে চাই যে ইফতার ও সাহরীর অভিধানিক বাংলা অর্থ কি ?

ইতি-মোঃ আবু ফরিদ, হাবাসপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর - (৫) ঃ- মাসজিদের মধ্যে খাওয়া, পান করা, নিদ্রা যাওয়া ইতেকাফকারী ও বিদেশী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও জন্য জায়েজ নয়। তবে যদি পানাহার করার ইচ্ছা করে তাহলে ইতেকাফের নিয়ত করে নিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করবে এবং কিছু জিকর-আজকর ও নফল নামাজ পড়বে তারপর পানাহার করতে পারবে। (বাহারে শারীয়ত)

ইফতার শব্দের আভিধানিক অর্থ হল - উপবাস ভঙ্গ করা, অল্প আহার, রোজা খোলা। আর রমজান মাসে সূর্যাস্তের পর রোজা ভঙ্গ করা কে ইফতার বলে।

সাহর্ শব্দের অর্থ - প্রভাত, ভোর, উষাকাল। আর রোজা রাখার জন্য উষার (সোবেহ সাদেক) উদয়ের পূর্বে যে আহার করা হয় তাকে সাহরী বলে।

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং - (৬) ঃ- (ক) জনাব মুফতী সাহেব, আস্‌সলামু আলায়কুম, আপনার নিকট জানাতে চাইছে যে তারাবির নামাজ কত রাকায়াত পড়া হয় ? এখানে একজন বলছে যে আট রাকায়াত। দলিল সহ জানাবেন।

(খ) উটের কোরবানী কত ভাগে দেওয়া যায় ? কেউ বলছে যে ১০ ভাগে কেউ বলছে ৭ ভাগে সঠিক উত্তর দানে খুশী করবেন।

ইতি-মৌঃ মোঃ শাহ জাহান, সুলতাননগর, হরিশচন্দ্রপুর, মালদহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর - (৬) ঃ- (ক) পবিত্র হাদীস শরীফ, ইজমায়ে সাহাবা এবং জোমহুর ওলামাদের বর্ণনা হতে প্রমানিত যে তারাবিহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত। আট রাকায়াত তারাবিহ নামাজ নির্ভর যোগ্য কোন কেতাবে পরিস্কার ভাবে প্রমানিত নাই। যারা আট রাকায়াত তারাবিহ পড়েন তারা আসলে নামাজ চোর। মহান রাব্বুল আলামিন যেন এ ধরনের নামাজ চোর হতে আমাদের অমূল্য ঈমানকে রক্ষা করেন। বিস্তারিত সুন্নী জগৎ এ আলোচিত হয়েছে।

(খ) গরু, উটের কোরবানী সাত ভাগের বেশী জায়েজ নয়। (ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ৩য় খন্ড ৩১৩পৃঃ) সমস্ত ইমামগন একমত যে উটের কোরবানীতে সাত জনের বেশী অংশগ্রহন করা জায়েজ নয়। সাহেবে তিরমিজি ইবনে আব্বাস হতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা মানসুখ ও মাতরুক, আমালের উপযুক্ত নয়। (মিরাতুল মানাজিহ ২য় খন্ড ৩৭৪পৃঃ) যে লোক বলেছে উটে ১০(দশ) ভাগ দেওয়া চলবে সে ভূল বলেছে।

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং - (৭) ঃ- (ক) শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব, আমার সালাম নিবেন। আপনার নিকট জানতে চাই যে হাঁস, মুরগীর মাংস ঝলসিয়া রান্না করে খাওয়া কি জায়েজ ? শরীয়ত মোতাবিক উত্তর দানে বাধিত করবেন। (খ) আর ও জানতে চাই যে তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত কখন হয় এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য বেতেরের নামাজ রেখে দিতে হবে ?

ইতি-মহম্মদ শীশ মোস্তফা রেজবী, সান পাইকর, বীরভূম

উত্তর - (৭) ঃ- (ক) হাঁস, মুরগীর মাংস ঝলসীয়ে রান্না করে খাওয়া জায়েজ শরীয়তে কোন বাধা নেই। (খ) তাহাজ্জুদ নামাজের সময় হল ঈশার নামাজের পর ঘুমিয়ে জাগার পর হতে আরম্ভ করে ফজরের আগে পর্যন্ত পড়তে পারবে। যদি শেষ রাত্রে ঘুম থেকে জাগার ভরসা থাকে তবে তাহাজ্জুদ নামাজের পর বেতর নামাজ পড়া ভাল। তা না হলে ঈশার নামাজের পর বেতর পড়ে নিবে কেননা বেতর নামাজ ওয়াজিব। বাহারে শারীয়ত, ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ১ম খন্ড পৃঃ ২০০২
মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন রেজবী

প্রশ্ন নং - (৮) ঃ- কি বলতে চাই ওলামায়ে কেরাম নিম্নলিখত মাসয়ালা সম্পর্কে যে একজন একই পশুতে কোরবানী ও আকিকা দিতে চান। এখন তিনি পশু হালাল করার সময় কোরবানীর দোওয়া না আকিকার দোওয়া পড়বেন।

ইতি-মোঃ আবুল কালাম, সাং- আইড়মারী, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর - (৮) ঃ- যদি একটি পশুতে কোরবানী ও আকিকা দেওয়া হয় তাহলে হালাল করার সময় কোরবানী ও আকিকার দুটি দোওয়াই পাঠ করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ২য় খন্ড ৪৬৩পৃঃ)

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং - (৯) ঃ- জনাব মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন। আমার প্রশ্ন যে কোন মহিলা যদি অজু করার পর নিজের সন্তানকে দুধ পান করান তা হলে তার অজু নষ্ট হবে কিনা এবং নামাজ পড়া অবস্থায় যদি স্তন চুষে তবে এই অবস্থায় নামাজ ভঙ্গ হইবে কিনা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

ইতি--হাফিজ মোঃ আবু তাহের, কোলান, মুর্শিদাবাদ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তর - (৯) ঃ- ওজু করার পর সন্তানকে দুধ পান করালে ওজু নষ্ট হয় না। (আওয়ামী গালাত ফাহ্‌মিয়া আউর উনকী ইসলাহ পৃঃ ১৯)

মায়ের নামাজ পড়া অবস্থায় যদি বাচ্চা স্তন চুষে আর যদি দুধ বেরিয়ে আসে তা হলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বাহারে শারীয়ত - ৩য় খন্ড ১৫৫পৃঃ)

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং - (১০) ঃ- জনাব মুফতী সাহেব, আস্‌সালামু আলায়কুম, আপনার নিম্নের দুটি প্রশ্নের উত্তর জানাতে চাই দয়া করে উত্তর দান করবেন।
(ক) বাড়ীতে কুকুর পোষা কি ? (খ) হাতির পৃষ্ঠে আরোহন করা কি ?

ইতি-মৌঃ সৈবুর রহমান, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর - (১০) ঃ- (ক) কুকুর পোষা হারাম। কেবলমাত্র বাড়ীর হেফাজতের জন্য পোষতে পারে তবে তাকে বাড়ীর বাইরে রাখবে। (আহ্‌কামে শারীয়ত ১ম খন্ড, ৪৮পৃঃ)
(খ) হাতীর পৃষ্ঠে আরোহন করা মাকরুহ এবং ইমাম মহম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট হারাম। (এরফানে শারীয়ত ১মখন্ড, ২১পৃঃ)

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন নং - (১১) ঃ- জনাব মুফতী সাহেব সালাম ও আদাব। বাদ আরজ এই যে নিম্নলিখিত প্রশ্ন গুলির সঠিক উত্তর দানে সুখী করবেন। যথ্য- (ক) হালাল পশু যথা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ও উট ইত্যাদির নাড়ি-ভুড়ি (সিকমা) খাওয়া জায়েজ কিনা? (খ) হুজুর আলাইহিস সালামের নামে অথবা মৃত পিতা-মাতার নামে কুরবানী দেওয়া জায়েজ কিনা ? (গ) মালিকে নিসাব বা ধনী ব্যাক্তির অধীনে বসবাসকারী পরিবারের প্রতিটি সদস্য ব্যাক্তিগত ভাবে যদি মালিকে নিসাব বা ধনীর আওতায় পড়ে তাহলে কি পরিবারের প্রধানের নামে একটি কুরবানী করলেই যথেষ্ট হবে ? নাকি পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক একটি একটি কুরবানী করা ওয়াজিব হবে ? (ঘ) মহিলারা কুরবানীর পশু জবেহ (হালাল) করতে পারে কিনা ?

ইতি-মোঃ ফাইমুদ্দিন রেজবী, বক্সিগঞ্জ, কুচবিহার, উঃ বঙ্গ

উত্তর - (১১) ঃ- (ক) হালাল পশু যথা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ও উট ইত্যাদির দেহের যে সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ খাওয়া না জায়েজ। নাড়ি ভুড়ি বা সিকমা তারই মধ্যে একটি। শারীয়ত মুতাবিক উলামায়ে আহলে সুন্নাত অ জামাত নাড়ি ভুড়ি বা সিকমা খাওয়া মকরুহ তাহরিমী ও নাজায়েজ বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন। জগৎ বরেণ্য আলেম বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ইসলামের মহান মুজাদ্দিদ কলম সম্রাট ইমাম আহমদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমত তাঁর কিতাবে সিকমা খাওয়া নাজায়েজ বলে ফতওয়া দিয়েছেন। উপ মহাদেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাকিমুল উমাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান রহমতুল্লাহি আলাই তফসীরে নঈমীর ২য় খন্ডে সিকমা খাওয়া মকরুহ লিখেছেন। ভারত বিখ্যাত আলেম হজরাতুল আল্লাম মওলানা, মুফতী হাফিজ, কারী আলহাজ মোঃ আজাম সদর ও শাইখুল হাদিস সাহেব কিবলা তার কিতাব ফাতাওয়া দামানে মুস্তাফার ১ম খঃ ১১১পৃঃ সিকমা খাওয়া নাজায়েজ বলেছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ভারত বিখ্যাত লেখক ও গবেষক হজরাতুল আল্লাম আলহাজ কারী মুফতী মোঃ জালালুদ্দিন আহমাদ আমজাদী রহমা তুল্লাহি আলাই ফাতাওয়া বারকাতিয়ার ২২৭ পৃঃ সিকমা খাওয়া নাজায়েজ বলে বিস্তারিত আলোচনা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করেছেন। অতএব ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অজামাতের নির্ভর যোগ্য কিতাবাদি দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হলো যে হালাল পশুর নাড়ি ভুড়ি খাওয়া নাজায়েজ। খেলে অবশ্যই পাপ হবে।

(খ) মালিকে নিসাব বা ধনী ব্যাক্তি নিজের নামে কুরবানী দেওয়ার পর হুজুর আলাইহিস সালামের নামে অথবা মৃত মাতা-পিতা ইত্যাদির নামে কুরবানী করতে পারে।

(গ) হ্যাঁ পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে কমপক্ষে একটি একটি কুরবানী করা ওয়াজিব ও জরুরী হবে। ফাতাওয়া জামানে মুস্তাফা ১ম খঃ পৃঃ নং - ১৩৭

(ঘ) মহিলারাও কুরবানীর পশু জবেহ (হালাল) করতে পারে। মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী (জঙ্গীপুর)

প্রশ্ন নং - (১২) ঃ- জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। পরে লিখি যে, সাঁওতাল, ডোম, চামার ইত্যাদি জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে পারে কিনা ? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন। বিনীত নিবেদন

ইতি-মোঃ আসাদুজ্জামান, সাং- বাদলমাটি, পোঃ- নশিপুর বালাগাছি, মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

উত্তর - (১২) ঃ- হ্যাঁ উক্ত জাতি গুলি ইসলাম ধর্ম অবশ্যই গ্রহন করতে পারে। তাতে কোন প্রকার বাধা নিষেধ নাই। (আল্লা পাক যেন হেদায়াত করেন) মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী, জঙ্গীপুর

প্রশ্ন নং - (১৩) ঃ- মাননীয় মুফতী সাহেব, আমার সালাম গ্রহন করবেন। পরে লিখি যে, মসজিদের দাগ নম্বরের মধ্যে বা মসজিদের বাউন্ডারির ভিতরে মাদ্রাসার ঘর নির্মান করা জায়েজ কিনা মেহেরবানী করে জানাবেন।

ইতি-মওঃ ফজলে করিম রেজবী, পেশ ইমাম কয়থা বড় মসজিদ, নলহাটি, বীরভূম

উত্তর - (১৩) ঃ- মসজিদ অর্থাৎ সাজদার স্থান নামে যতটুকু জায়গা ঘিরে মসজিদের বডি (বিল্ডিং) দাড়িয়ে রয়েছে ঐ বরাবর নিচে সাত জমিন উপর সাত আসমান এর উপর পর্য্যন্ত মসজিদ এর মধ্যে মসজিদের উদ্দেশ্যে তৈরী বারান্দা ও শামিল আছে। এর ভিতরে অন্য কিছু তৈরী করা যেমন মাদ্রাসা, মকতব ও ইমামের গুজরা খানা ইত্যাদি জায়েজ নয়। তবে হ্যাঁ মসজিদ নামে তৈরী বিল্ডিং এর আশে পাশে যে সমস্ত জায়গা একই দাগে ফাঁকা রয়েছে বা বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরা রয়েছে, মসজিদ কতৃপক্ষ বা সমাজের লোক চাইলে ঐ সমস্ত জায়গায় মাদ্রাসা, মকতব ও হুজরা খানা ইত্যাদি তৈরী করা জায়েজ আছে। তাতে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু ঐ দাগের ফাঁকা জায়গা গুলি যদি ওয়াকিফ (দাতা) একমাত্র মসজিদ নির্মান করার জন্যই ওয়াক্‌ফ্‌ বা দান করে থাকে তাহলে ঐ জায়গায় মসজিদ নির্মান ছাড়া অন্য কিছু করা জায়েজ হবেনা। কারন ওয়াক্‌ফে পরিবর্ত্তন জায়েজ নয়। (আল্লাহ মহা জ্ঞানী)

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী, জঙ্গীপুর

প্রশ্ন নং - (১৪) ঃ- আস্‌সালামু আলায়কুম, কি বলতে চান নিম্ন লিখিত মসলা সম্পর্কে - যদি মাসজিদের ভিতরে জামাত সহকারে নামাজ না পড়ে মাসজিদের বারান্দায় জামাত সহকারে নামাজ পড়ে তবে জায়েজ হবে কিনা ?

আর মেহরাবের মসাল্লা উঠিয়ে নিয়ে আসা কি মাকরুহ? যদি কোন মাওলানা মসাল্লা উঠিয়ে নিয়ে আসা মকরুহ বলে তবে তার সম্পর্কে শরীয়তের ফাতওয়া কি ?

ইতি-মাওঃ আব্দুস সবুর নকশেবন্দী, আলিমাবাদ খাসকাহ শরীফ, সিউড়ী, বীরভূম

উত্তর - (১৪) ঃ- মোহরাবে হয়তো কোন কাজ চলছে, অথবা আলো নেই অন্ধকারে নামাজী জামাতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শামিল হতে গিয়ে টক্কর ইত্যাদি লাগিয়ে অসুবিধায় পড়বে অথবা প্রচন্ড গরমে ইমাম ও মুক্তাদি চরম পেরেশান অথবা পাকা মাসজিদ ভিতর প্রচন্ড ঠান্ডা বাইরে মিষ্টি রোদ্র এ সমস্ত কারনে আলো-বাতাস ইত্যাদি পাওয়ার জন্য ইমাম ও মুক্তাদিদের সুবিধার্থে মেহরাবের মসাল্লা উঠিয়ে নিয়ে এসে বা অন্য মসাল্লাতে ও বারান্দায় নামাজ পড়া না জায়েজ হওয়ার কোন কারন নেই। যে মাওলানা মেহরাবের মসাল্লা উঠিয়ে আনা "মাকরুহ" বলেছেন তাকে নিজ দাবীর জন্য দলিল পেশ করতে হবে। নচেৎ তার জন্য এ কথা "উইদ্র" করা পরে তওরা করা জরুরী। অন্যথায় গলৎ মাসলা বলার জন্য তার পশ্চাতে নামাজ পড়া না জায়েজ হবে। কেবল আমাদের কে দলিল দিতে হবে আর কাউকে দলিল দিতে হবে না এ কথা কোথায় আছে ?

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী (জঙ্গীপুর)

প্রশ্ন নং - (১৫) ঃ- জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। পরে লিখি যে, ইদুল আজহা (বকরাইদ) এর নামাজ পড়ার পূর্বে কুরবানী করা জায়েজ কিনা ? দয়া করে জানাবেন।

ইতি-মোঃ সাকিউল ইসলাম, কালিয়াচক, মালদা

উত্তর - (১৫) ঃ- দিহাত অর্থাৎ অজপল্লী গ্রামে ইদুল আজহার নামাজ পড়ার পূর্বে কুরবানী করা জায়েজ। তবে শহরে জায়েজ নয়। হ্যাঁ শহরের লোক যদি নামাজের পূর্বে কুরবানী করতে চাই তাহলে তার নিয়ম হবে যে, কুরবানীর পশু পাড়াগ্রামে পাঠিয়ে দিতে হবে। এবং সেখানে কুরবানী করে নিয়ে আসতে হবে। (ফাতাওয়া আফরিকা ৩৮পৃঃ)

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

প্রশ্ন নং - (১৬) ঃ- জনাব মুফতী সাহেব সালাম রইল। বাদ আরজ এই যে, কোন কাফের কে কুরবানীর মাংস দেওয়া জায়েজ কিনা জানালে সুখী হইব।

ইতি-মোঃ সালেক আলী, কাঠালবাড়ি, কালিয়াচক, মালদা

উত্তর - (১৬) ঃ- শুধু কুরবানীর মাংস-ই নয় হারাবী কাফের কে কোন দান-ই দেওয়া জায়েজ নয় হ্যাঁ জিমী ও মুস্তামিন কাফেরের হুকুম আলাদা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ফাতাওয়া আফরিকা (৩৯পৃঃ)

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী (জঙ্গীপুর)

প্রশ্ন নং - (১৭) ঃ- জনাব হুজুর মুফতী সাহেব সালাম রইল। দয়া করে জানাবেন যে কুরবানীর সাথে আকিকা দেওয়া জায়েজ কিনা ? এবং আকিকার মাংস নানা-নানী খেতে পাবে কিনা ?

ইতি--মোঃ সাহাবুল শেখ, করাতীপাড়া, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর - (১৭) ঃ- কুরবানীর সাথে আকিকা দেওয়া জায়েজ আছে। এবং আকিকার মাংস নানা-নানী সকলেই কেতে পাবে। তাতে কোন বাধা নিষেধ নাই।

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বে — মেসল্ বাশার

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ। অদ্বিতীয়, লা শরীফ আল্লাহ। জনক ও জাতক থেকে চির পবিত্র বে-মেসল্ আল্লাহ। তিনি একক। নাই, আর কিছু নাই। নাই বিশ্ব জাহান, জমিন আসমান, আরশ্ কুরশী লৌহ কলম, নাই নুরের ফারিস্তা হুর গেলেমান, নাই বেহেস্ত দোযখ জ্বীন ইনসান, নাই নবী রাসুল ওলি আওলিয়া জ্ঞানী মহাজন, নাই হাওয়া পানি পাহাড় পর্বত রাত্রি দিন। একমাত্র আল্লাহ তাঁর পবিত্র জাত ও সেফাতে কাদিম নিয়ে বিরাজমান। তিনি বে-মেসল, উদাহারণ হীন, তুলনা বিহীন একম অদ্বিতীয়ম চির মহান।

আল্লাহ তায়ালার শান ও মর্যাদা, জাত ও সেফাত, পরিচয় ও রবুবিয়াত লুকায়িত অপ্রকাশিত। তিনি তাঁর পূর্ণ পবিত্র নাম ও গুনাবলী ও তাঁর পরিচয় বাস্তব জগতে প্রকাশিত করার মানসে সৃষ্টি করেন তাঁর পবিত্র জাতী নুর হতে এক পবিত্র নুর। তাহাই সর্ব প্রথম ও আদি সৃষ্টি, নুরে মহম্মদী। অনাদি অনন্ত কাল ধরে বর্ষিত হউক আদি সৃষ্টি নুরে মহম্মদীর উপর দরুদ ও সালাম। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

এই পবিত্র নুরই স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি, খাল্‌কে আওয়াল। এই সৃষ্টি হতেই সমগ্র সৃষ্টি। তিনিই সকল সৃষ্টির মাধ্যম, সকল সৃষ্টিই তাঁরই মুখাপেক্ষী। এই নুরে মহম্মদী হতে রাব্বুল আমানীন সৃষ্টি করেন সমগ্র সৃষ্টি। আরশ কুরশি লৌহ কলম জ্বীন ফেরেস্তা সব ইনসান, জমিন আসমান সমগ্র জাহান। এক প্রদীপের আলো হতে যেমন কোটি কোটি প্রদীপ প্রজ্বলিত হলেও আসল প্রদীপের আলোর কোন কমতি পড়ে না। এক সূর্য্যের আলোয় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত ও দৃষ্টি পথে আসলে ও সূর্য্যের আলোয় কোন ঘাটতি পড়ে না। সে রকমই আদি সৃষ্টি নুরে মহম্মদী হতে সমগ্র বিশ্ব আকৃতিতে প্রকাশিত হতে থাকল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন - "ওমা আরসালনাকা ইল্লা ....." (সূরা আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত) অর্থাৎ - "হে আমার মাহবুব, আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির রহমত (দয়া) করে প্রেরন করেছি।"

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির রহমত। আল্লাহ তায়ালা যে মাখ্‌লুকের রব, নুর নবী সেই মাখলুকের রহমত। রহমত ছাড়া কোন সৃষ্টি নিজ আকৃতিতে প্রকাশিত হয় না, অবস্থান করতে পারেনা স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনা। সমগ্র সৃষ্টি নবী পাকের রহমতে পুষ্ট ও সজীবতা লাভ করে। সৃষ্টি তাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী। ইহা হতেই হয় প্রমানিত যে সৃষ্টির আদি নুর নবী, রহমতের নবী। তাঁরই পবিত্র নুর হতে ও রহমতে করেছেন আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলেমের উসতাদগনের উসতাদ ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উসতাদ মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক আবু বাকার বিন হুমাম হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে পবিত্র হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

"আমি (হযরত জাবির) একবার নিবেদন করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার মা বাপ আপনার প্রতি কোরবান হউক দয়া করে আমাকে বলুন, আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম কোন জিনিষ সৃষ্টি করেন ? হুজুর বললেন, - হে জাবির, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির প্রথমে তোমার নবীর নুরকে নিজ পবিত্র নুর হতে সৃষ্টি করেন। তারপর সেই নুর ইলাহীর কুদরতে খোদা যেখানে ইচ্ছা করেন ভ্রমন করাইতে থাকেন। সেই সময় না লৌহ ছিল না কলম, না জান্নাত না জাহান্নাম, না-ফারেস্তা, না-জমিন না-আসমান, না সূর্য্য না চন্দ্র, না জ্বীন না ইনসান না বিশ্ব জাহান কিছুই ছিলনা। তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন সেই নুরকে চার ভাগ করলেন। প্রথম অংশ হতে কলম, ২য় অংশ হতে লৌহ, ৩য় অংশ হতে আরশ্ তৈরী করলেন। ৪র্থ অংশকে চার ভাগ করলেন - ১ম ভাগ হতে আরশ বহন কারী ফারেস্তা, ২য় ভাগ হতে কুরশি, ৩য় ভাগ হতে বাকী ফারেস্তা, তারপর ৪র্থ অংশকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আবার চার ভাগে বিভক্ত করলেন। ১ম ভাগ হতে আসমান, ২য় ভাগ হতে জমিন, ৩য় ভাগ হতে বেহেস্ত ও দোযখ তারপর ৪র্থ অংশকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করেন" ..... হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া - ১ম খন্ড ৯পৃঃ, সিরাতুল হালাবিয়া ১ম খন্ড ৫০পৃঃ, (মিসরী), জুরকানী আলাল মাওয়াহিব ১ম খন্ড ৪৬পৃঃ উক্ত হাদীস সহীহ ও তার সত্যতা সম্বন্ধে বহু মুহাদ্দেসীন ও উলামায়ে দ্বীন আলোচনা করেছেন ও নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। যথাঃ-

ইমাম আবু বাকার বিন আল হোসাইনুল বায়হাকী "দালাইলুন নবুওয়াত" পুস্তকে।
ইমাম আহমদ কেসতালানী - "মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া" - পুস্তকে।
ইমাম জুরকানী - "শারাহ মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া" পুস্তকে।
ইমাম মহম্মদুল মাহদীল ফাসী - "মুতালেউল মুসাররাত শারাহ দালায়েলুল খায়রাত" পুস্তকে।
আল্লামা দিয়ার বিকরী - "তারিখুল খুমাইস" পুস্তকে।
ইমাম ইবনে হাজার মাক্কী - "ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়া" পুস্তকে।
ইমাম আব্দুল গনী নাবলেসী - "আল হাদিকাতুল নাদিয়া শারাহ তারিকায়ে মহম্মদীয়া" পুস্তকে।
শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলবী - "মাদারেজুন নবুওয়াত" পুস্তকে।
হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলবী-"তাফ্হিমাতুল ইলাহিয়া" ছাড়াও অন্য আর ও পুস্তকে।
শাহ ইসমাইল দেহলবী - "রেসালায়ে এক রোজা" পুস্তকে।
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী - "নাশরুতত্বীব" পুস্তকে।

ইমাম হাকিম নিশাপুরী এই হাদীস বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে এই হাদীসের সমস্ত সনদ সহীহ। (আল মুসতাদ রেকুলিল্হাকিম) ইহা ছাড়াও আরও বহু হাদীস এই হাদীসের মরমার্থে বর্নিত হয়েছে ঃ-

হযরত আরইয়াদ বিন সারিয়াহ "দালায়েলুন নুবুওয়াত লিল বায়হাকী পুস্তকের ১ম খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ননা করেছেন - "আমি নাবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন - আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট উম্মুল কিতাবে ঐ সময় খাতেমুন নাবিয়ীন ছিলাম যখন হযরত আদম নিজ মাটির মধ্যেই ছিলেন।

এই বর্ণনাকে সাহেবে মেশ্কাত ঐ শব্দের সঙ্গে শারাহ সান্নাহ ও মসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হতে বর্ননা করেছেন - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - "আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐ সময় খাতেমুন নাবীয়ীন হিসাবে লিখিত ছিলাম যখন হযরত আদমের মাটির পুতলা তৈরী করা হচ্ছিল।" (বাবে ফাযায়েলে সাইয়েদিল মুরসালীন)

এই বর্ননা হতে ইহা জানা যায় যে হুজুর পাককে কেবল নবুয়তই দান করা হয় নাই বরং তাঁকে খাতেমুন নাবীয়ীন হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যখন হযরত আদম আলায়হিস সালাম আকৃতিতেই আসেন নাই।

তিরমিজি শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ হতে হাদীস বর্ননা করা হয়েছে - সাহবায়ে কেরাম হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আবেদন করলেন - ইহা রাসুলল্লাহ, কখন নবুয়ত আপনার জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে ? তিনি বললেন - যখন আদম রুহ ও জিসিমের মধ্যে অবস্থান করছিল। মেশ্কাত - ৫১৩পৃঃ

মুল্লা আলী কারী মেশ্কাতের শারাহ তে বর্ননা করেছেন - যখন আদম আলায়হিস সালামের রুহ ও জিনিসের মধ্যে সম্মন্ধই সৃষ্টি হয় নাই। (মেশ্কাত, ৫১৩পৃঃ হাসিয়া)

ইমাম ইবনে জাওজী "মিলাদুন নাবী" পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় এক পবিত্র হাদীস বর্ননা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - "সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নুরকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সৃষ্টি করেন তারপর আমার নুর থেকে সমস্ত বিশ্ব জাহানকে সৃষ্টি করেন।"

হযরত শাহ ওলি উল্লাহ দেহবলী নিজ পুস্তক তাফহিমাতুল ইলাহিয়ার মধ্যে বর্ননা করেছেন - যখন আমি হুজুরে এই হাদীস পড়ি যে হুজুর বলেছেন - "আমি ঐ সময় নবী ছিলাম যখন হযরত আদমের সৃষ্টিই হয় নাই।" তখন আমার মনে জানার এ ইচ্ছা জাগরিত হল যে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টির প্রথমে হুজুর নবী ছিলেন সে সময় হুজুরের কি শান ও মর্যাদা ছিল। আমি আত্মিক জগতে দো-জাহানের আক্বার নিকট নিবেদন করলাম - হে আল্লাহর হাবিব গোলামকে এ হাদীসের তফসীর দয়া করে বুঝিয়ে দেন। হযরত শাহ ওলি উল্লাহ দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন - আমি দিলে তাঁর খেয়ালকে জমিয়ে প্রার্থনা করছি হঠাৎ হুজুরের পবিত্র রুহ ঐ অবস্থায় আমার নিকট প্রকাশিত হয় যে অবস্থায় তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রথমে ছিলেন এবং সমস্ত নবী রাসুল গনের রুহুগন হুজুরের নবুয়তের ফায়েজ গ্রহন করেছিলেন। মুরাকাবার অবস্থায় নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দয়া করে আমাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রথমে যে অবস্থায় ছিলেন তা দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন।

ইনসানুল ওউন আল মারুফ সিরাতুল হালবিয়ার মধ্যে আল্লামা আলী ইবনে বুরহানুদ্দিন হালাবী এক বর্ননা উদ্ধৃত করেছেন হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন হতে তিনি তাঁর পিতা ইমাম হাসান হতে তিনি তাঁর পিতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম হতে, বলেছেন -

নাবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - "আমি হযরত আদমের সৃষ্টির চোদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আমার পরওয়ার দেগারের নিকট নুরের অবস্থায় মাওজুদ ছিলাম।"

আশরাফ আলী থানবী লিখিত নাশরুত্ তীব পুস্তকের প্রথম বাবে এ রকম হাদীসের প্রায় সমস্ত বর্ননা একত্র করার পর উক্ত হাদীসের আলোচনায় ইহা বর্ননা করেছেন - এই হাদীসের বর্ননায় সময় চোদ্দ হাজার এর অর্থ এই যে ইহার অপেক্ষা বেশী হবে কম হবেনা। ঐ সময় নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে সেই মাজলিসে কোন আলোচনা হচ্ছিল সেই পরিপেক্ষিতে হুজুর বলেন তোমরা চৌদ্দ হাজারের কথা বলছ আমি ঐ সময় ও আল্লাহর নিকট উপস্থিত ছিলাম।

নুরে মহম্মদী সৃষ্টির সময় নির্দিষ্ট করা অসম্ভব -

এ সম্মন্ধে বিভিন্ন ইমামগন এক রওয়ায়েত নকল করেছেন যেমন আল্লামা হালাবী তাঁর ইনসানুল ওউন কিতাবে নকল করে লিখেছেন -

"হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্নিত হয়েছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত জিবরাইল আমীন কে জিজ্ঞাসা করলেন - হে জিবারাইল, বল তোমার বয়স কত ? তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার বয়স কত তা আমার জানা নাই তবে এতটুকু আমার মনে আছে সমস্ত সৃষ্টির প্রথমে হেজাবাতে আজমতে (চতুর্থ শ্রেষ্ঠ পরদায়) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আলোকিত হত এবং ঐ নক্ষত্র সত্তর হাজার বৎসর পর একবার রৌশন করত। আমার জীবনে সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বাহাত্তর হাজার বার দর্শন করেছি। হুজুরে পাক বলেন, হে জিবরাইল, আমার রবের ইজ্জতের কসম, আমিই ঐ রৌশন নক্ষত্র।"

সিরাতুল হালাবিয়া ১ম খন্ড ৪৯পৃঃ
তফসীরে রুহুল বয়ান - ৩য় খন্ড, ৫৪৩পৃঃ

আল্লাম মহাক্কীক আরিফ বিল্লাহ সাইয়েদী আব্দুল গনী নাবলাসী হাদিকায়ে নাদিয়া শারাহ তরিকায়ে মহম্মদীয়া পুস্তকে বর্ননা করেছেন -

নিঃসন্দেহে প্রতিটি জিনিষ নবী পাকের পবিত্র নুর হতে সৃষ্টি হয়েছে।

উপোরুক্ত কোরআন হাদীস এর আলোকে ও ইমামগনের ফয়সালাতে স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যে মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের পবিত্র নুরই খোদার সর্ব প্রথম সৃষ্টি, খালকে আওয়াল। প্রথম সৃষ্টি এই নুরে মহম্মদীকেই সমস্ত সৃষ্টির রহমত করে পয়দা করেন। তাঁর সৃষ্টিতেই তামাম সৃষ্টি। তিনিই অন্য সমস্ত সৃষ্টির মূল। আল্লাহর হাবিব নুরে মহম্মদীর ইজ্জত ও সম্মান কত উচ্চে তা সৃষ্টি জগৎকে, মানুষকে প্রদর্শন করাইবার জন্যই সমগ্র সৃষ্টি, মানব কুলের সৃষ্টি। বাশারিয়াতে মানুষের সৃষ্টি হযরত আদম আলায়হিস সালামের মাধ্যমে। তিনি মানুষের আদি পিতা, আবুল বাশার। আর নুর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম আলায়হিস সালাম হতে আরম্ভ করে সমস্ত মানুষের রুহের পিতা, আবুররুহ।

মাওয়াহিবুল লাদুননিয়া পুস্তকের ১ম খন্ড ৮২ পৃষ্ঠায় হযরত ওমরবিন খাত্তাব হতে বর্ননা করা হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - "যখন আদম প্রার্থনা করেছিলেন, হে আমার পরওয়ার দেগার মহম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ওসিলায় আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন - হে আদম, যাকে আমি বাস্তবে রুপায়িত করি নাই তাঁকে কেমন করে জানলে ? তিনি বললেন - হে রব, যখন আমাকে আপনার পবিত্র হস্তে তৈরী করেন এবং পবিত্র রুহ দান করেন, আমি উঠে মাথা উত্তোলন করলে আরশের উপর লিখিত দেখি, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ।" তখন আমি জ্ঞাত হয়, যে নাম আপনার পবিত্র নামের সঙ্গে লিখিত নিঃসন্দেহে তিনি সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা আপনার প্রিয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, - হে আদম তুমি সত্য বলেছ। নিঃসন্দেহে তিনি সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা আমার প্রিয়। যখন তুমি তাঁর ওসিলা নিয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করেছো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মহম্মদকে সৃষ্টি না করলে তোমার ও সৃষ্টি হতো না।"
- বায়হাকী, তিবরাণী, হাকিম

এরকম বহু হাদীসে নবী পাক যে খালকে আওয়াল তা বর্ণিত, আলোচিত ও প্রমানিত। তাঁর সমকক্ষতা প্রদর্শনের বে-আদবীতে নয় তাঁর গোলাম হওয়াতে আমরা গর্বিত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগন পৃথিবীতে মোট ১০৫টি মৌলিক পদার্থ আবিস্কার করেছেন। এই মৌলিক পদার্থ ছাড়া যত পদার্থ আছে তা হয় যৌগিক না হয় মিশ্র পদার্থ। এই সব পদার্থের সমষ্টি তেই সমগ্র পৃথিবী। যে পদার্থকে বিশ্লেষন করলে মূল পদার্থ ছাড়া (অর্থাৎ সেই পদার্থ ছাড়া) পৃথক ধর্ম বিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না সেই পদার্থকে মৌলিক বা মৌল পদার্থ বলে। আসলে মৌলিক পদার্থের সমষ্টিতেই সমগ্র পৃথিবী। যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ মৌলিক পদার্থ হতেই তৈরী।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডালটন বলেন - প্রতিটি মৌলিক পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনা দ্বারা গঠিত। এই কনাগুলিকে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ভাঙ্গা যায় না বা সৃষ্টি করা যায় না। পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম কনাগুলিকে পরমানু বলে।

কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিকগন পরমানু ভেঙ্গে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন নাম দিয়েছেন। যা রশ্মি বা জ্যোতি। এ রকম রশ্মি বিভিন্ন রকম সঙযোগ ও বিন্যাসের ফলেই বিশ্বে বিভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট বিভিন্ন রকম মৌলের সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক গনের গবেষনায় ইহাই প্রমানিত হয় যে সমগ্র জগৎ জ্যোর্তিময়। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ জ্যোতি, রশ্মি বা নুরের তৈরী। এই নুর বা জ্যোতিই হল আদি সৃষ্টি নুর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সাল্লাম এর নুর। কেন্না আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র নুর হতে তৈরী করেন তাঁর হাবিব নুর নবীর নুর এবং এই নুরে মহম্মদী হতেই সৃষ্টি করেন সমগ্র জগৎ। হাকিকাতে সমগ্র জগৎই নবীর নুরে নুরময়, জ্যোর্তিময়। তিনিই সৃষ্টির আদি, সৃষ্টির মূল, খোদার প্রথম সৃষ্টি খালকে আওয়াল।

"মহম্মদ না হোতে তো কুছ ভি না হোতা"
না হলে মহম্মদ কিছুই হতো না সৃষ্টি
লৌহ কলম, জমিন আসমান না রহমতের বৃষ্টি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ

মুফতী মোঃ নঈমুদ্দিন রেজবী

"মুলকে সুখান কি শাহি তুমকো রাজা মুসাল্লাম
জিস সমত্ আ গায়ে হো সিক্কে বেঠা দিয়ে হো।"

নায়েবে সাইয়েদিল মুরসালীন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত ও দ্বীন, মহাসীনে কান্‌জুল ইমান, ফাকিহে হিন্দুস্থান, এশিয়া মহাদেশের মহাব্বিকে আযম, তারজুমানে ইমামে আযম ইমামে আহলে সুন্নাত জামেউল উলুম ইমাম আহমদ রাজা খান, বেরেলী শরীফ, জ্ঞান ভান্ডারের গভীর সমুদ্র ছিলেন। নতুন ভাবে তাহকীকে জানা যায় আলা হযরত একশত প্রকার বিদ্যার বিষয় বস্তু ভাল ভাবে জ্ঞাত ছিলেন। (আলা হযরত এক আলমগীর শাখসিয়াত - পৃঃ ৩)

আলা হযরত এক হাজারের ও বেশী কিতাব বিশ্ববাসীকে দান করেছেন। বিশ্ববাসী বিস্ময়ে অভিভূত যে এত ইলম একজনের মধ্যে কি করে একত্রিত হয়েছে। তিনি এক আশেকে নবী আলায়াহিস সালাম ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ইলম বন্টন কারী নবী পাকের মাধ্যমে তিনি লাভ করেছেন। ইলমের যে নিয়ামত তিনি দান হিসাবে অর্জন করেছিলেন, সমসাময়িক কোন পন্ডিতের মধ্যে তা পাওয়া দুস্কর ছিল। শারীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাতের গভীর জ্ঞানের কামেল পীর হওয়া সত্তে ও জেনারেল শিক্ষার ও মহা পন্ডিত ছিলেন। সরওয়ারে কাও নাইন মাদিনাতুল ইলম হুজুর আলায়হিস সালাম তাঁকে নিজের ফাইজানে নবুওয়াতে ইলম জ্ঞান করেছেন। দ্বীনের জ্ঞান ছাড়াও ফিলোসাফী, ফিজিক্স, কিমিয়া, রিয়াজী অংক, আলজেব্‌রা জ্যামিতি, ট্রিকোনোমিতি, জোতিষবিদ্যা, জাফর, হায়াত ইত্যাদির উপর পূর্ণ যোগ্যতা ছিল। প্রতিটি বিষয়ের উপর বই পুস্তক ও লিখেছেন।

ইলমে রিয়াজী এবং ডাঃ সার জিয়াউদ্দিন সাহেব ডাঃ সার জিয়াউদ্দিন সাহেব মিরাঠের জুবাইরী খান্দানে জন্ম গ্রহন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা মিরাঠেই সমাপ্ত করেন পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলন্ডে গমন করেন।

তিনি স্পষ্ট ভাষী, খোদাভীরু, শিক্ষানুরাগী, ন্যায্যবাদী এবং প্রচুর মনোবলের মানুষ ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ এম. আই. ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজকে ইউনিভারসিটিতে রুপ দেওয়ার জন্য তিনি প্রান পন চেষ্টা করেছিলেন তা ভূলার নয়। অবশেষে তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯২০ খ্রীঃ আলীগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁকে ভায়েস চ্যানসেলার নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তিতে তিনিই চ্যানসেলার পদে উন্নীত হন। ডাঃ সাহেব সে যুগে পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত রিয়াজী বিদ্যায় পারদর্শি ছিলেন। (অর্থাৎ অংক শাস্ত্রে) সেই কারনে বৃটিশ সরকার বারবার তাঁকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আলীগড় মুসলীম ইউনিভারসিটির খেদমত কেই মর্যাদা দেন এবং বৃটিশ সরকারের আবেদন উপেক্ষা করেন।

১৯৩৮ খ্রীঃ কায়েদে আজম মিষ্টার জিন্নার ইশারায় মুসলীম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয়বার আলীগড় মুসলীম ইউনিভারসিটির ভায়েস চ্যানসেলার নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৪৭ খ্রীঃ ২৩ শে ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন এবং ইউনিভারসিটির এলাকার মধ্যেই দাফন করা হয়।

ইমাম অহমদ রাজা ও ডাঃ জিয়াউদ্দিন সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ পূর্বে একটি ঘটনার কারনে আলা হযরতের সঙ্গে ডাঃ জিয়াউদ্দিনের সাক্ষাৎ হয়। ডাঃ সাহেব ইলমুল মবাব্বিয়াতে একটি প্রশ্নের সম্মীখীন যার সমাধান তিনি করতে না পারায় রামপুরের খবরের কাগজ দাবদাবায়ে সেকেন্দারী পত্রিকায় প্রশ্ন ছাপালেন এবং পত্রিকায় ইহা ও প্রকাশ করলেন যদি কেউ পারেন তবে এই চর্তুভূজ জ্যামিতির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সুখী করবেন। দাবদাবায়ে সেকেন্দারী পত্রিকা ইমাম আহমদ রাজা নিয়মিত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাঠ করতেন। তিনি প্রশ্নটি পাঠ করে তার সমাধান লিখে পত্রিকায় পাঠালেন এবং তার সঙ্গে আর একটি প্রোবলেমের সমাধান করার জন্য পত্রিকায় ছাপালেন। ডাঃ সাহেব নিজের প্রশ্নের সমাধান পাওয়ার পর আর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। প্রশ্ন দেখে ডাঃ সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে একজন আলেমে দ্বীন এই বিষয়ের উপর এত পান্ডিত্য রাখেন। ডাঃ সাহেব অবশ্য উল্লিখিত কাগজে ইহার সমাধান লিখে পাঠালেন।

আলা হযরত উত্তর দেখে ঐ পত্রিকাতে লিখলেন যে সমাধানে ভূল হয়েছে। ডাঃ সাহেব পত্রিকা পাঠে আরও আশ্চর্য্য হলেন। এ রকম বিখ্যাত ডাঃ সাহেবের উত্তর ভূল প্রমানিত হওয়ায় তিনি জ্ঞাত হলেন যে আলা হযরত ইলমে রিয়াজীর একজন পারদর্শি সু-পন্ডিত। এভাবে পত্রিকার মাধ্যমে দু'জনের পরিচয় ছিল। সামনা সামনি সাক্ষাৎ হয় নাই।

পরবর্তি সময়ে একবার ডাঃ জিয়াউদ্দিন সাহেব একটি জটিল প্রশ্নে আটকে গেলেন। শত চেষ্টা করেও ইহার সমাধান করতে ব্যর্থ হলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন ইহার সমাধানের জন্য আমাকে জার্মান যেতেই হবে। তা ছাড়া ইহার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি জার্মান যাওয়ার মনোস্থির করলেন।

মাজিস্ট্রেট হাশমোতুল্লা বেরেলী এবং মুসলীম ইউনিভারসিটির দ্বিনিয়াত বিভাগের প্রফেসর মাওলানা সাইয়েদ সোলায়মান আশরাফ বিহারী ইহা জানতে পেরে ডাঃ সাহেবকে পরামর্শ দিলেন যে এত দূর সফর না করে আলা হযরতের দরবারে যান সম্ভবতঃ তিনি ইহার সমাধান আপনাকে দিয়ে দিবেন। ভাইস চ্যানসেলর সাহেব বললেন - মাওলানা সাহেব আপনারা কি বলছেন, আমি কত জাগায় শিক্ষালাভ করে এ পর্যন্ত পৌছেছি, আর তোমরা যার নাম করছো তিনি তো নিজের শহরেরই কলেজে পড়েন নাই। তিনি কি ভাবে ইহার সমাধান করবেন। ভাইস চ্যানসেলর সাহেব এ ভাবে পেরেশানী অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলেন এবং তাঁর প্রশ্নের সমাধান এখানে কোথাও হবে না সিদ্ধান্তে জার্মান যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাঁর পেরেশানী অবস্থা দেখে মাওলানা সোলায়মান আশরাফ আবার তাঁকে পরামর্শ দিলেন - ডাঃ সাহেব আপনি সুদূর জার্মান যাবেনই, এখান হতে বেরেলী খুব বেশী দূর নয়, আলীগড় হতে ট্রেন যায়, একবার আলা হযরতের সঙ্গে দেখা করলে আমার বিশ্বাস যে আপনার সমাধান হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত বেরেলী যাবার মনোস্থির করে আলা হযরতের পীরজাদা সাইয়েদ মাহদী হাসান সাজ্জাদানাশীন কে সঙ্গে নিয়ে বেরেলী শরীফ পৌছিলেন। আলা হযরত সর্ব প্রথম পীরজাদা সাইয়েদ সাহেবের উপযুক্ত সম্মান ও তাজিম করলেন। তারপর সাইয়েদ সোলায়মান আশরাফের সম্মান করলেন এবং ভাইস চ্যানসেলর সাহেবের সঙ্গে কথা বার্তা বললেন এবং তাঁর নিকট আসার কারন জিজ্ঞাসা করলেন। ভাইস চ্যানসেলর সাহেব বললেন - রিয়াজীর এক প্রশ্নের সমাধানে আমি মুশকিলে এসেছি, তার সমাধান করতে পারছি না। আলা হযরত বললেন - আপনি বলুন। ডাঃ সাহেব বললেন ইহা সাধারন বিষয় নহে যে তাড়াতাড়ি বলা যাবে আর সমাধান হবে। তিনি বললেন - কিছু বলুন। ডাঃ সাহেব মৌখিক ভাবে প্রশ্ন উৎথাপন করলেন। আলা হযরত শুনার সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর ও সমাধান বলে দিলেন। ভাইস চ্যানসেলর ইহা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, যেন তাঁর চোখের পরদা উঠে গেছে। তিনি উচ্ছাসে বলে উঠলেন - আমি শুনে ছিলাম ইলমে লাদ্দুনী নামে এক প্রকার জ্ঞান আছে, তা আমি স্বচক্ষে দর্শন করলাম। যে প্রশ্নের সমাধান নিজে করতে না পারায় ভারতবর্ষে হবে না চিন্তায় জার্মান যেতেছিলাম, তার সমাধান অল্প সময়ে এক মুহূর্তে লাভ করলাম। তারপর ভাইস চ্যানসেলর সাহেব খুব সন্তুষ্ট চিত্তে খুশী হয়ে আলীগড় ফিরে আসলেন।

আর একবার ডাঃ জিয়াউদ্দিন সাহেব আলা হযরতের দরবার আর এক প্রশ্নের জন্য গমন করেন। রিয়াজী বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর আলা হযরত নিজ লিখনী ডাঃ সাহেবের নিকট পেশ করলেন যাতে ত্রিভূজ, কোন ইত্যাদির নকশা ছিল। ডাঃ সাহেব সমস্ত ভালোভাবে দেখার পর আশ্চর্য হয়ে বললেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

- এই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বিদেশে সফর করেছি কিন্তু কোথাও পাই নাই। এখন আমি নিজেকে আলা হযরতের নিকট মকতবের বাচ্চা মনে হচ্ছে। তিনি আলা হযরত কে জিজ্ঞাসা করলেন - এ বিষয়ে আপনার শিক্ষক কে? তিনি উত্তর দিলেন - এ বিষয়ে আমার শিক্ষক কেউ না, ইহা হুজুর আলায়হিস সালামের করুনা। আমি আমার পিতার নিকট চারটি বুনিয়াদী কাঠামু শিক্ষা করেছিলাম, ইলমে ফারায়েজের জন্য, যোগ বিয়োগ গুন ভাগ। শারাহ জুগমনি শুরু করে ছিলাম, আব্বাজী বললেন - কেন সময় নষ্ট করছো, দ্বীনের কাজ করো। নবী পাক এর পবিত্র দরবার হতে এই বিদ্যা শিখে নিবে।

তারপরে কিসোর আশয়ারীয়া মুতাওলিয়ার শক্তি সম্বন্ধে বর্ননা হতে লাগল। ডাঃ সাহেব বললেন - তিন শক্তি পর্যন্ত আছে। আলা হযরত নিজ ছাত্র সাইয়েদ আইয়ুব আলী এবং সাইয়েদ কানায়াত আলীর দিকে ইশারা করে বললেন - আমার দুই বাচ্চা বসা আছে যে শক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করার আছে প্রশ্ন করুন। ডাঃ সাহেব আরও আশ্চর্য হলেন কোথায় ডাঃ জিয়াউদ্দিন আর কোথায় এই দুই বাচ্চা ছাত্রের সঙ্গে তুলনা। ডাঃ সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন - ইহার কি কারন যে আসলে সূর্য্য উদয় হয় নাই অথচ মনে হচ্ছে যে উদয় হয়ে গেছে। আলা হযরত পানি ভর্ত্তি একটি গ্লাসে একটি সিকি পয়সা নিক্ষেপ করে প্র্যাকটিকালি ইহার প্রমান করে দেখালেন। ডাঃ সাহেব আলা হযরত লিখনীকে আরবী হতে ইংরাজীতে অনুবাদ করার অনুরোধ করলেন।

ডাঃ জিয়াউদ্দিন সাহেব চিন্তা করলেন তিনি যদি ইংল্যান্ড, জার্মান না গিয়ে আলা হযরতের নিকট পড়াশুনা করতেন তবে অল্প সময়ে আরও বেশী জ্ঞান লাভ করতে পারতেন। ইংল্যান্ড ও জার্মানের পন্ডিতগন যে ভাবে শিক্ষাদান করতেন তার চেয়েও উন্নত মানের জ্ঞান আলা হযরতের। সঠিক বলতে গেলে তিনি একজন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হায়াত দীর্ঘায়ূ করুন।

অবশ্য ডাঃ সার জিয়াউদ্দিন একজন রিয়াজী বিদ্যার বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। সমস্ত জীবন এই বিষয়েরই উপর পরিচর্যা করেন। কিন্তু ইমাম আহমদ রাজার জ্ঞানের জন্য চিরকাল তাঁর শুকরিয়া আদায় করেন। যে কোন জাগায় রিয়াজীর আলোচনা আসলে আলা হযরতের স্মরন করতেন এবং তাঁর উদ্ধতি দিতেন। ইহা হতে বুঝা যায় মুসলমানদের ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সহ আধুনিক বিদ্যা অর্জন করা, পান্ডিত্য লাভ করা অবশ্য কর্তব্য তবে শারীয়ত পালন অবশ্য জরুরী।
(মাহনামায়ে আলা হযরত, সাওঅনেহ আলা হযরত)

আমেরিকার বিখ্যাত মেট্রোলোজিষ্ট (Metrologist) আলবারট্ পোর্টা জোতিষ বিদ্যার জ্ঞানে এক ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ১৯৬৯ খ্রীঃ ১৭ ডিসেম্বর তারা একত্রিত হয়ে ধ্বসে পড়বে এবং তা পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীর কিছু কিছু এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইহা শুনে আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে হৈ চৈ পড়ে যায়। যখন ইমাম আহমদ রাজা এ খবর শুনলেন তিনি জোতিষ বিদ্যায় পারদর্শি হওয়ার কারনে বৈজ্ঞানিক আলবারট্ এর ভবিষ্যত বানী ভূল প্রমানিত করলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মঙ্গনে মুবীন দাওরে শামস্ ও সুকু জমিন নামক একটি পত্রিকা বের করে প্রচার করলেন। অবশেষে আলবারট এর ভবিষ্যত বানী মিথ্যায় পরিণত হল।

ইহা হতে প্রমাণিত হয় আলা হযরত একজন বৈজ্ঞানিক ও বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। সারা পৃথিবীর আলা হযরতের সমতূল্য সে সময় কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন না। আলা হযরতের এ সমস্ত জ্ঞান নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দান। তিনি এ বিষয়ে তিন খানা পুস্তক রচনা করেন - (১) আল কালেমাতুল মুলহিমা (২) সূর্য্য ঘোরে পৃথিবী স্থির - ফওজে মোবিন দর হরকাতে রদ্দে জমিন ১৯১৯ খ্রীঃ (৩) নুজুলে আয়াতে ফুরকান বেসুকুনে জমিন ও আসমান।

(চলবে)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য় খন্ড প্রসঙ্গে

এম. এম. এ. আলী আল মোজাদ্দেদী

জনাব মোঃ আজিজুল হক কাসেমী প্রনীত – অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য় খন্ড পুস্তকের প্রতিবাদে

জনাব আজিজুল হক সাহেব উল্লখিত তার পুস্তকের ৮ পৃঃ হতে ৯ পৃঃ পর্যন্ত লিখেছেন, - "উপরন্তু উক্ত বঙ্গানুবাদে দেখা যাইতেছে - যে শাহ আবুল খায়ের সাহেব (দিল্লি মোজাদ্দেদীয় খানকাহ শরীফের, জামে মাসজিদের নিকট টিতলী কবর মহল্লায়, গদ্দিনাশীন হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি যিনি মোজাদ্দিদে আলফে সানীর বংশের সন্তান) ১২ রবিউল আওয়াল রাত্রিতে নিয়মিত ভাবে ধুম ধামের সহিত মীলাদ কেয়াম করতেন। অথচ মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁহার 'মাকতুবাদ' কেতাবের ৩য় খন্ডের ৭২ নং পত্রে প্রচলিত মীলাদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ..... অতএব তাঁহারা মোজাদ্দেদ সাহেবের আওলাদ হইলেও তাঁহার মত ও পথের বিপরীত চলিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা তাঁহাদিগকে গুরত্ব দিতে পারি না।"

জনাব কাসেমী সাহেব এ স্থলে উল্লিখিত মাকতুব শরীফের হু-বাহু বঙ্গানুবাদ না দিয়ে তার নিজ ভাষায় বলেছেন, - "মোজাদ্দিদ সাহেব প্রচলিত মীলাদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন।"

প্রচলিত কথার সাথে সাথে অপ্রচলিত কথা এসে যায়। কাসেমী সাহেবের উক্তিমত - মোজাদ্দিদ সাহেব প্রচলিত মীলাদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন কিন্তু অপ্রচলিত আসল মীলাদের বিরুদ্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করে নাই। এই কথায় বুঝা যায় তৎকালে আম সাধারন জন মীলাদের নামে নানান অশুদ্ধ কর্মে লিপ্ত ছিল। তাই তিনি তৎকালিন প্রচলিত অশুদ্ধ মীলাদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ কাসেমী সাহেবের উক্তি মত মোজাদ্দিদ সাহেবের নিকট বিশুদ্ধ মওলুদ শরীফ জায়েজ ছিল।

জনাব কাসেমী সাহেব তাঁর উক্ত পুস্তকের ২০৭ পৃঃ হতে ২০৯ পৃঃ পর্যন্ত উক্ত মাকতুব শরীফ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার আলোচনা মতে মাকতুবটি প্রশ্নোত্তরের মাকতুব। কসেমী সাহেবের উক্তি মত মাওলানা রুহুল আমিন ও রেয়াসাত আলী মীলাদ জায়েজ করতে উক্ত মাকতুবের প্রশ্নাংশ তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন, উহা কাসেমী সাহেব তার পুস্তকের ২০৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন, "তিনি (মোজাদ্দেদ সাহেব) নিজে মীলাদ শরীফ সম্বন্ধে তৃতীয় খন্ডের ৭২ নং মাকতুবে (১৬পৃষ্ঠায়) বলিতেছেন ইহা মিলাদ পাঠ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে মিষ্টি স্বরে কেবল কোরআন পাঠ ও প্রশাংসা সূচক কবিতা পড়াতে কি দোষ আছে ? কোরআন শরীফের অক্ষর গুলি পরিবর্তন ও তরিফ (তহরিফ) করা সঙ্গীতের রাগ রাগিনীর নিয়ম পালন লাজেম করিয়া লওয়া, রাগ রাগিনীর ভাবে উহার আওয়াজ ঘুরান (মোয়াফেক) অনুকূল ভাবে হাতে তালি দেওয়া সহ নিষিদ্ধ, ইহা কবিতাতে ও না জায়েজ। যদি এ রুপ ভাবে মিলাদ পাঠ করে যে উহাতে কোরআন শরীফের শব্দগুলি পরিবর্ত্তন না হয় এবং কবিতা পাঠে উল্লিখিত শর্তগুলি পাওয়া না যায় এবং তাহার জায়েজ উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা দেন তবে কি নিষিদ্ধ হইবে।" (কিশোরগঞ্জ - ৮২, ৮৩, ৮৪পৃঃ) কাসেমী সাহেব উক্ত তার পুস্তকের ২০৮ পৃষ্ঠায় তাঁর অনুদিত উদ্ধতি দিয়েছেন – হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর উত্তর "যথা ..... ফারসী এবারত ..... " অর্থাৎ আমার বুজর্গ। অধমের মতে এই (মীলাদের) লাইনকে কোন মতেই যেন খোলা না হয়। কারন মনের বশীভূত লোকেরা বিরত থাকে না। যদি সামান্য পরিমান জায়েজ রাখা হয়, তারা ঐ জায়েজ টাকে আগে পর্যন্ত পৌছে দেয়। আরবী প্রবাদ বাক্য আছে, অল্প বেশীর দিকে নিয়ে যায়।" ইতি ..... (৩য় খন্ড ৭২ নং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাকতুব)

উল্লিখিত প্রশ্নে মীলাদের দু-টি রুপ প্রকাশ পেয়েছে, দোষযুক্ত ও নির্দোষ এবং প্রশ্ন করা হয়েছে দোষমুক্ত মীলাদ জায়েজ উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা দিলে উহা কি নিষিদ্ধ হবে ? প্রশ্নে দোষমুক্ত এবং দোষযুক্ত মীলাদের কথা উল্লিখিত হওয়ার দোষযুক্ত মীলাদের প্রচলন থাকার কথাও প্রকাশ পায়।

মোজাদ্দেদ সাহেবের উত্তর হচ্ছে মীলাদের লাইনকে যেন কোন রপেই খোলা না হয়। কারন দোষযুক্ত মীলাদ কারীরা আমাদের দোহাই দিয়ে তাদের সেই দোষযুক্ত মীলাদ কেই চালাতে থাকবে। খাম-খেয়ালী লোকেরা সামান্য জায়েজের সুত্র পেলে, তাকেই বাড়িয়ে দিবে।

আমাদের কথা হচ্ছে - শুদ্ধের সাথে অশুদ্ধতার মিশ্রন হওয়ার সম্ভাবনার উপর শুদ্ধ কোন বিষয়কে রোধ করা যায় না। কেননা এবাদত - বন্দেগী, দ্বীন দুনিয়ার এমন কিছুই নাই যাতে গর্হিত, অশুদ্ধতা মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনার আশংকায় বিশুদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করা হলে, এবাদত - বন্দেগী দ্বীন - দুনিয়ার সকল কিছুই পরিত্যাজ্য হতে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হতে দেখা যায় না। গর্হিত, অশুদ্ধতা মিশ্রনের সম্ভাবনার কথা অগ্রাহ্য করেই সকল কিছু সচল।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার নাম মীলাদ। সেই মীলাদে সহীহ রেওয়ায়াতের বর্ণনা না করা, নায়াত আদি পাঠ কালে হাতে তালী বাজানো, বাদ্য যন্ত্রসহ কওয়ালী গাওয়া, মাজলিসে নারী পুরুষ একত্রে বসা ইত্যাদি কার্যময় মীলাদকে দোষযুক্ত মীলাদ এবং উহার বিপরীত কার্য্যময় মীলাদকে নির্দোষ মীলাদ বলা হয়। বাদশাহ আকবরের দ্বীনে এলাহীর প্রভাবে দোষযুক্ত মীলাদের বহুল প্রচলন হয়ে পড়েছিল। তৎকালে মোজাদ্দেদ সাহেব ও তাঁর ভক্ত মুরীদেরা মীলাদ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন মাত্র। যার জন্য তিনি উত্তরে মীলাদ কে না জায়েজ বলেন নাই। সুতরাং না জায়েজ বলতে না পারায় পরোক্ষ ভাবে নির্দোষ মীলাদ জায়েজ বলা হয়েছে। বিশুদ্ধ নির্দোষ মীলাদ মোজাদ্দেদী সাহেবের মতে জায়েজ ছিল এবং চিরদিনই জায়েজ থাকবে। কাজেই মীলাদ বিষয়ে হযরত শাহ আবুল খায়ের ফারুকী মোজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং মোজাদ্দেদি সাহেবের আওলাদগন ও মোজাদ্দেদীগন মোজাদ্দেদ সাহেবের মত ও পথের বিপরীতে চলে যান নাই।

জনাব কাসেমী সাহেব তার পুস্তকের ৯পৃঃ হতে ১০পৃঃ পর্যন্ত তাজকিরাতুর রশীদ হতে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। তাতে দেখা যায় জনাব মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী সাহেব তার নিজ ওহাবী মতের দিকে তার মোজাদ্দেদী উসতাদ দ্বয়ের মীলাদ ক্বিয়ামের অভিমতকে ঢালিয়ে প্রকাশ করতে উদতাদ দ্বয়ের মূল ঘটনা ও কথাকে রাঙিয়ে নিজ মন মত সাজিয়ে হযরত আহমদ সাঈদের মোজাদ্দেদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির কিয়াম, আনুষ্ঠানিক জাক জমক, শিরনী বিবর্জিত মীলাদ করার কথা রশীদ আহমদ সাহেব বর্ণনা করেছেন। (তাজকিরাতুর রাশীদ ১ম খঃ ৩২-৩৪পৃঃ)

রশীদ পন্থী কাসেমী সাহেবদের অভিমতে মোজাদ্দেদীদের মীলাদ রশীদ সাহেব বর্ণিত তার উদতাদদের মীলাদ ছিল - কিয়াম, আনুষ্ঠানিক জাক-জমক শিরনী - বর্জিত মীলাদ।

রশীদ সাহেব বর্ণিত মতে মোজাদ্দেদী মীলাদ না করে হযরত শাহ আবুল খায়ের রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১২ই রবিউল আওয়ালের রাত্রিতে নিয়মত ভাবে জাক জমক ধুম ধামের পাথে মীলাদ - "মোজাদ্দিদ সাহেবের মত ও পথের বিপরীতে চলে গিয়েছেন।" তাই (মাজাদ্দিদ সাহেবের তাঁরা আওলাদ হলেও তাঁদের কে গুরুত্ব দিতে তারা (কাসেমীগন) পারেন না।" বলে ওহাবী রশীদ পন্থী কাসেম অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাজকিরাতুর রশীদে - রশীদ সাহেব আরও বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে - রশীদ সাহেবের হাদীসের উদতাদ হযরত মাওলানা শাহ অঃ গনি মোজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও হযরত মাওলানা শাহ আহমদ সাঈদ মোজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর কিয়াম, আনুষ্ঠানিক জাক জমক, শিরনী-বিহীন মীলাদে ও যোগদান করতেন না।

জনাব কাসেমী সাহেব উর্দ্ধত - তাজ রশীদ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বর্ণিত রশীদ সাহেবের বর্ণনায় দেখা যায় - "মুফতী সাদরুদ্দীন-সাহেব কিয়াম জায়েজ প্রমান করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শাহ আহমদ মোজাদ্দেদী সাহেব কে শুনাইলেন, শাহ সাহেব বলিলেন-"ঠিক আছে।" সেই মাজলিসে ..... মোটেই প্রকাশ করেন নাই" তাজ - রাশীদ ১ম খন্ড ৩১-৩১পৃঃ

কিয়াম প্রমানের দলিলের প্রবন্ধটি "ঠিক আছে" রায় দেওয়ায় বুঝা যায় হযরত শাহ আহমদ সাঈদ রহমাতুল্লাহি সাহেবের মীলাদ কিয়াম করার পক্ষেই মত - সমর্থন ছিল। কাজেই আঃ রশীদ গাংগুহী সাহেব, হযরত আহমদ সাঈদের মীলাদ বলে যে ঘটনাকে নিজ ওহাবী মতের সমর্থনে চালিয়ে দিয়ে বর্ণনা করেছেন, উহা আসলে তাঁর দু-চার জন ভক্তকে তাঁর লিখিত "সাইয়েদুল বায়ান ফি মাওলুদিন সাইয়েদুল ইনস ওজান।" পাঠ করে শুনানোর ঘটনা। উহা আদৌ মীলাদ ছিল না। তাই মোহদ্দিস হযরত শাহ আঃ গনি মোজাদ্দেদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত কেতাব পাঠে যোগদান করার কোন প্রয়োজন মনে করতেন না এবং যোগদান ও করতেন না।

দ্বিতীয়তঃ- হযরত শাহ আব্দুল গনী মোজাদ্দেদী সাহেব ঐ রুপ কিয়াম আনুষ্ঠানিক জাঁক জমক শিরনী বিবর্জিত বিশুদ্ধ যিকরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন না বর্ণনা করে আঃ রশীদ গাঙ্গুহী সাহেব - তার নিজ ওহাবী মতে মীলাদ নাম মাত্রই না জায়েজ ফাতাওয়ার সমর্থন সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছেন।

আঃ রশীদ সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী নাবী পাকে জন্মবৃত্তান্ত এর বর্ণনা কে তার হাদীসের উদতাদ শাহ আঃ গনি মোজাদ্দেদী সাহেব অপছন্দ করতেন, ইহা কখনোই হতে পারে না। অদ্যাবধী ওহাবী পন্থী ব্যতিত আর কোন আলেম ঐ রুপ মত প্রকাশ করেন নাই। আঃ রশীদ গাংগুহী সাহেব অন্যায় ভাবে হযরত শাহ আঃ গনী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর উপর কলঙ্ক আরোপ করেছেন, ইহা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

(চলবে)

নামাজের ফযীলত ও মাহাত্ম্য

শায়ফুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

ইমানের পরে ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ। নামাজ রাসুলে আরাবীর সুপষ্ট মোজেজা নভো ভ্রমন তথা আরশ ভ্রমনের অকাট্য দলিল। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের ও নবী পাক যে নুরের বাস্তব প্রতীক তার সুস্পষ্ট প্রমান মিরাজের পবিত্র রাত্রে ফরজ হওয়া এবং মোমেন দের উপহার স্বরুপ পাওয়া মিরাজ, নামাজ। নামাজের মাধ্যমেই মোমেন পবিত্র লাভ করে, আল্লাহ তায়ালার সর্বাপেক্ষা নৈকট্য অর্জন করে ও কথোপকথনে লিপ্ত হয়।

নামাজের আরবী শব্দ স্বালাত। এ শব্দের প্রচলন নবী পাকের আবির্ভাবের পূর্বে অজ্ঞতার সময়েও ছিল। তাহারা বিভিন্ন অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিতেন। যেমন - কাষ্ঠ বা যষ্ঠি - আগুনে সেঁকিয়া সোজা করিলে তাহারা বলিতেন - স্বালায়তুল উদা আলান্নার - অর্থাৎ কাষ্ঠ সেঁকিয়া সিধা করিয়াছি। স্বালাত, স্বলা শব্দ হইতে আসিয়াছে যাহার অর্থ মানুষের পিছনের অস্থি। এই জন্য ঘোড় দোড়ে মাঠে দৌড়ন্ত অবস্থায় যে ঘোড়া আগে থাকে তার পিছনের ঘোড়াকে মুস্বাল্লী বলা হয়। কারণ আগের ঘোড়ার পিছনের অস্থির নিকট পিছনের ঘোড়ার মুখ থাকে বলিয়া। স্বালাতের আভিধানিক অর্থ দোওয়া, দরুদ, তসবিহ, রহমত, ক্ষমা। শারীয়তের আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট ক্রিয়ার সহিত যে উপাসনা করা হয় তাহাই স্বালাত বা নামাজ।

নামাজের ফযীলত সম্বন্ধে হাদীসে পাক :-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হইতে বর্নিত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যখন মুসলমানগন কোরআন পাকের আয়াত পড়িয়া সাজদা করেন তখন শয়তান দূরে সরিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে থাকে - হায় দুভাগ্য আমার। মুসলমান সাজদার আদেশ পাইয়া সাজদা করিয়া বেহেস্তবাসী হইল আর আমি সাজদার আদেশ পাইয়াও অমান্য - করিয়াছিলাম বলিয়া চির নরকবাসী হইয়াছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে অমর হইতে বর্নিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন যে মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পূর্ন দ্বায়িত্বের সহিত আদায় করিবে নামাজ তাহার পূর্ন হেফাজত করিবে এবং তাহার অন্ধকার কবরে আলাকদান করিবে ও হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার নিকট দলিল হইয়া পরিত্রান ও স্বর্গে প্রবেশ করিবার উপায় হইবে। কিন্তু যে মুসলমান দ্বায়িত্বের সঙ্গে নামাজ আদায় করিবে না, তাহার জন্য কবরে কোন আলো হইবে না এবং পরিত্রান লাভের কোন উপায় হইবে না। উপরন্ত কিয়ামতের দিন কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সহিত ঠিকানা হইবে।

হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিফল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন - আচ্ছা বলত, যদি তোমাদের কাহারো দরজায় একটি নহর থাকে যাহাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তাহার শরীর কোন ময়লা থাকিবে ? সাহাবা কেরামগন উত্তর করিলেন - না, শরীরের কোন ময়লা বাকি থাকিবে না। হুজুর বলিলেন - ইহাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহারন। ইহাদের বিনিময়ে আল্লাহ অপরাধ সমূহ মুছিয়া দেন।

ইলমে গায়েব [গায়েবের জ্ঞান]

মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী

তাফসীরে বায়জাবীতে ইমাম বায়জাবী গায়েব সম্মন্ধে লিখেছেন - "আল মুরাদু বেহিল খাফিয়ুল লাজি ইয়ুদ রিকহুল হিস্‌সু ওলা তাকতাদিহি বাতহাতুল আকলে।" অর্থাৎ গায়েব এমন একটি জ্ঞানের নাম যাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বুঝতে পারে না জাহেরী জ্ঞান যার নাগাল পায় না।

তাফ্‌সীরে কাবীরে আছে - বিখ্যাত মুফাস্‌ সীর গনের মতে - গায়েব যা বিবেক হতে গায়েব (অপ্রকাশ্য)

গায়েব দু'প্রকার - (১) যার দলিল নাই - ইহা আল্লাহর জন্য খাস (নির্দিষ্ট) (২) যার দলিল আছে - ইহা সৃষ্টির জন্য খাস।

আল্লাস তায়ালা সাইয়েদে কাও নাইন নবী মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে সমস্ত জিনিষের অর্থ্যাৎ (মুমকিনাত) যা হওয়া সম্ভব, যা হয়েছে এবং যা হবে তার জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন - (হে আমার হাবিব) "আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না।" (সুরা নেশা - ১১৩ সায়াত) তাফসীরে জুমাল ১ম খন্ড ৪০৮ পৃঃ আছে আল্লাহ নিজের রাসুল গনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন গায়েবের জ্ঞান দান করেন।

আল্লাহ তায়ালা আলেমুল গায়েব (গায়েব জ্ঞাতা, ইহা যাতী) কোরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছেঃ- (১) "তিনি কাহাকো ও নিজের গায়েব প্রকাশ করেন না কিন্তু তাঁর পছন্দনীয় রাসলগন ছাড়া .....।" সুরয় জ্বীন, ২৯ পারা "The knower of unseen reveals not His secret to any one" (Jinn - 26Act)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাফসীরে রহুল বয়ান চতুর্থ খন্ড উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তায়ালা নিজের খাস গায়েব যা নিজের জন্য নির্দিষ্ট সেই গায়েব নিজের পছন্দনীয় সম্মানীত রাসলগন ছাড়া কাকে ও জানান না। কিন্তু যে গায়েব আল্লাহর জন্য খাস নয় তা রাসলগন ব্যতিত জনকে ও জানিয়ে দেন।

(২) "এবং এ নবী গায়েব বলতে বখিল (কৃপন) নয়। (সুরা তাকবির - ৩০পারা)

"And he is not niggardly as to the disclosing of unseen."

(৩) "এবং আল্লাহর শান এ নয় যে, হে সর্ব সাধারন। তোমাদের কে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দিবেন। তবে আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তার রসুলগনের মধ্য থেকে যাঁকে চান।" সুরা ইমবান, ১৭৯ আঃ

"And it is befitting to the dignity of Allah that o geneal people. He let you know the unseen. Yes, Allah chooses from arnongt His messengers whom He pleases."

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে হুজুর আলায়হিস সালামের জন্য ইলমে গায়েব আতায়ীর (প্রদান) পরিস্কার বর্ণনা আছে। অর্থাৎ হযরত মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তায়ালা গায়েবের সমস্ত খবর জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং নবী পাক হচ্ছেন আলেমে গায়েব। তিনি সৃষ্টি জগতের প্রারম্ভিব অবস্থা হতে জান্নাত ও দোযখ যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত অবস্থার জ্ঞানে জ্ঞানী।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন - "আররহ মানু আল্লামাল কোরআন।" হক সুবহানাহু তায়ালা - সরওয়ারে কায়েনাতকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিয়েছেন। কোরআন শরীফে সমস্ত বস্তুর বর্ণনা আছে। নবীয়ে দোজাহান কোরআন শরীফের আলেম। তা হলে বুঝা গেল হুজুর পাক সমস্ত বস্তুর আলেম।

ইবনো সুরাকা কিতাবুল ইজাজে আবু বাকর বিন মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে তিনি একদিন বলিলেন এমন কোন বস্তু পৃথিবীতে নাই যার বর্ণনা পবিত্র কোরআনে নাই। সুতরাং হুজুরে পাক সমস্ত বস্তু সম্মন্ধে জ্ঞাত।

"খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান" সুরা রহমান, (৩,৪আরা) অর্থাৎ মানবতার প্রান মহম্মদকে সৃষ্টি করেছেন; যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সব কিছুর সপ্রমান বর্ণনা তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন।

ইনসান হতে এ আয়াতে সাইয়েদে আলম মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং বায়ান হতে যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে সমস্ত জিনিষের শিক্ষা বা জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। কেননা নবী পাক প্রথম হতে শেষের সমস্ত খবর দান করতেন। (তফসিরে খাজেন)

মুয়ালিমুত তানজীল কিতাবে আছে হুজুর আলায়হিস সালামকে "মা কানা ওমা ইয়াকুন" এর জ্ঞান (অর্থাৎ যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে) দান করা হয়েছে।

তাফ্সিরে হুসাই নিতে ও অনুরুপ আলোচনা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান যাতী, কাদিমী (আসল) আর নবী পাকের জ্ঞান আতায়ী (আল্লাহ তায়ালার দান)। আল্লাহর জ্ঞান গায়ের মুতা নাহী (যার শেষ নাই) আর নবী পাকের জ্ঞান মুতানাহী (সীমাবদ্ধ, যার শেষ আছে)। আল্লাহ খালেক (স্রষ্টা) নবী পাক মাখলুক (সৃষ্টি)। স্রষ্টা শ্রেষ্ট সৃষ্টি নবী কে ইলমে গায়েব দান করে চরম সম্মানীত করেছেন।

হাদীস পাকে বর্ণিত হয়েছে - "হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত আছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাজলিসে খাড়া হয়ে সৃষ্টির প্রথম হতে জান্নাতী ও দোযখীদের আপন আপন স্থানে প্রবেশ করা পর্যন্ত সমস্ত খবর দিলেন। যারা মুখস্থ রাখল তারা রাখল আর যারা ভূলে গেল তার গেল।"

বোখারী শরীফ; মেশকাত ৫০৬পৃঃ

"আমরা বিন আখতাব হতে বর্ণিত যে হুজুর আলায়হিস সালাম একদা ফজরের নামাজ পড়াইলেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং তারপর মিম্বারে উঠে খোতবা পড়লেন এবং জোহর পর্যন্ত ওয়াজ করলেন। তারপর মিম্বার হতে অবতরন করে জোহরের নামাজ পড়ার পর মিম্বারে উঠে আসর পর্যন্ত ওয়াজ করলেন, আবার মিম্বার হতে অবতরন করে আসরের নামাজ পড়লেন তারপর মিম্বারে উঠে ওয়াজ করতে লাগলেন অবশেষে সূর্য্য অস্ত গেল। সারা দিন আমাদের শুনালেন কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে। অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কথা এবং বিস্তারিত বিবরন দিলেন। আমারা মুখস্থ করে নিলাম।"

(মুসলীম শরীফ, মেশাকাত ৫৪৩পৃঃ)

"হযরত সাওবান হতে বর্ণিত যে রাসুলে খোদা বলেছেন - নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য পৃথিবীকে ছোট করে আমার হাতের তালুতে দেখাইয়াছেন। তখন আমি পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত জমিন দর্শন করিলাম।" মাজাহারে এক ৫০৩পৃঃ, মেশকত ৫১২পৃঃ

(আলকালেমাতুল উলাইয়া - সাইয়েদ নঈমুদ্দিন মুরাদবাদী)

ইহা হতে প্রমানিত হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আলেমে গায়েব। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত জ্ঞানে জ্ঞানী। কোন মুসলমান আল্লাহ তায়ালার ইলমের সমতূল্য তো দূরের কথা মনের মধ্যে এ ধারন ও করেন না যে নবী পাকের জ্ঞান আর আল্লাহর জ্ঞান একই।

আল্লাহর জ্ঞান যাতী, আজালী, সারমাদি, কাদিম, হাকিকী। আর সৃষ্টি জগতের জ্ঞান আতায়ী, মুমাকিন, ধংসশীল। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি হয়, ইহা কাহারও কুদরতে নাই, ইলমে ইলাহী সদা সর্বদা ওয়াজেব।

ইহা হতে বুঝা য়ায় আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির কোন দিক দিয়া তুলনা হয় না। যারা তুলনা করে তাদের উপর লানত বর্ষিত হউক। আমরা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রোজে আজল হতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত অতীত ভবিষ্যতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন বা জ্ঞাত ইহা বিশ্বাস করি। ইহা শির্ক বা কুফর নয়।

(আদ দাওলাতুল মাক্কিয়া পৃঃ ২২০)

জুরাকানী শারাহ মাওাহিবে লাদ্দুনিয়াতে হযরত ইমাম মহম্মদ গেজালী হ'তে নকল করা হয়েছে যে নবীগনের এমন একটা গুন আছে যার দ্বারা আগামী গায়েবের খবর জানতে পারেন।

মীরকাতুল মাফাতীহ প্রথম খন্ড ৫৪ পৃষ্ঠায় আছে যে ইলাহীর জ্যোতির ফায়েজে নবীগন লৌহে মাহফুজের খবর দিতে পারেন। ইহা আল্লাহর দান।

আল্লামা জুরকানী শারাহ মাওাহিবে বলেছেন আখবারে মুতাওয়াতির হতে প্রমানিত এবং একমত যে আমাদের নবী মুকাররাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গায়েবের সংবাদ জানেন।

তাফ্সীরে রুহুল বায়ানে আছে - ইহার উপর ইজমা হয়ে গেছে (একমত) যে নবী করীম সমস্ত সৃষ্টি জগৎ হতে বেশী জ্ঞানী ও সম্মানী।

তাফ্সীরে আহমদীতে আছে - আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন, নিজের প্রিয় আওলিয়া গনকে ও পঞ্চ খাস ইলমে গায়েব জানিয়ে দেন।

শারাহ শেফা ১ম খন্ড ২৭৭পৃঃ মুল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাগি আলায়হি বলেছেন - হুজুর আলায়হিস সালাম বর্তমান ভবিষ্যত গায়েবের সংবাদ দিতে পারেন।

লেখ, পড়, শিখ মূর্খ থেকো না,
অন্ধত্ব দুর কর অন্ধ হয়ো না ।।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাগোলের মাঝে সুন্নী জগতের আলো

মঈজউদ্দিন আহমদ

একদিন একজন আলেম, একজন পাগোল বেশী দরবেশ ও এক অবিশ্বাসী আলোচনায় বসেছে।

আলেম হঠাৎ বলে উঠল একজন পাগোল ও একজন অবিশ্বাসী কাকেই আমি ধর্মের কথা শুনাই। অবিশ্বাসী শুনে উত্তর দিল - আমাকে অবিশ্বাসী বলছ কেন ? আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নাই। আর তুমি সৃষ্টিকর্তা আছে তা বিশ্বাস কর। আমি যা বিশ্বাস করি তা তুমি করনা। সুতরাং আমার দিক হতে তুমিও অবিশ্বাসী। তোমার সৃষ্টিকর্তা আছে তার প্রমান দেখা ও। আরবী ভাষায় আলেম শব্দের অর্থ বিদ্যান বা শিক্ষিত। আমি বাংলায় এম. এ পাশ করেছি, তবে আমি কি অশিক্ষিত ?

পাগোল এ সব শুনে বলে উঠল - তোমাদের কথায় বুঝতে পারছি মানুষ মাত্রই পাগোল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে পাগোল রয়েছে।

শুন গান শুনাই -

আপন কাজে আপনী পাগোল
দেখপাগোল কুল - জাহান।.....

পাগোল আলেমকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল - ইসলাম মানে শান্তি। যা ধারন করে মানুষ শান্তি পায়। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে তাই দ্বীনে ইসলাম।

আরবী পড়া আলেম বলল - ও পাগোল শুন, তোমার তো জ্ঞান গরিমা নাই, তোমাকে আর কি বুঝায়। কিন্তু শুন দোযখ হতে মুক্তি পেতে ইবাদত কর। ইবাদত ব্যতিত কোন মানুষ, কোন নবী ওলির ওসিলা তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। কবর হাশরের আযব হতে মুক্তি পেতে ইবাদত করো, কোরআন পড়। কোন পীর ওলির দরবার যেয়ো না। তাতে কোন কাজ হবে না।

পাগোল উত্তর দিল - আলেম কেবলই হয়েছে ধর্মের মর্ম্ম উপলব্ধি কর নাই। সুরা মায়েদার ৩৫ আয়াতে এরশাদ হয়েছে - "হে বিশ্বাসীগন, আল্লাহ কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা অনুসন্ধান কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমারা সফল কাম হতে পারবে।"

বেহেস্তা পাওয়ার জন্য ওসিলা খোজ কর এ কথা বলা হয় নাই। আমাকে পাওয়ার জন্য কোরআন ও হাদীসের ওসিলা খোজ কর তাও বলা হয় নাই। শরীয়তের হুকুম বা আদেশ নিষেধ বা আইন কানুন শিখার ওসিলা পবিত্র কোরআন, আল্লাহর পথে চলার রাস্তা শিক্ষার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীস। কিন্তু যার ওসিলায় (মাধ্যমে) আল্লাহর সাক্ষাৎ পাওয়ায় যায়, নৈকট্য অর্জন হয় তিনি আল্লাহর রাসুল মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাঁর জাহেরী বেশালের পরে তাঁর খলিফা মাশায়েখ গন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। ওলি আল্লাহ মাশায়েখগনের তাবেদারী না করলে রাসুলের তাবেদারী করা হয় না আর রাসুলের তাবেদায়ী না করলে আল্লাহর তাবেদারী করা হবে না। সুরা নেশা ৫৯ আয়াতে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে - "হে বিশ্ববাসী গন, তাবেদারী কর আল্লাহর এবং তাবেদারী কর রাসুলের এবং তোমাদের মধে মাশায়েখ গনের...।"

উক্ত হুকুম বা শরীয়তী আদেশ পালন যারা করেনা তারা নিশ্চয়ই পথ ভ্রষ্টদের দলে পড়ে। আর সুরা মোমিনের ৩৩ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন - "আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য কোন ওসিলা বা মুর্শিদ নাই।"

আল্লাহ পাকের রাসুল তাঁর উম্মতকে তাঁর শাফায়াতে উদ্ধার করবেন। তাঁর সাহাবীগন সকলেই তাঁরই বায়াত বা মুরিদ। এমনকি হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান গনী, হযরত আলী, মা খাদিজাতুল কোবরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম সকলেই বায়াত হয়ে মুসলীম হয়েছিলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুসলীম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পন কারী।

আলেম উত্তর দিলেন - সমস্ত কালেমাসহ আল্লাহ ও রাসুলের হুকুম মান্য করার নাম আত্মসমর্পন করা। তাতে পীরের নিকট মরিদ হতে হবে তার কোনই দরকার নাই।

পাগোল উত্তর দিল - কোরআন মাযীদের সুরা মুয়াযাম্মিলের ৮ আয়াত পড়ে দেখ, এরসাদ হয়েছে - "এবং আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং সমস্ত কিছু হতে বিছিন্ন হয়ে তাঁরই প্রতি আত্ম সমর্পন করুন।" তা ছাড়া ও সূরা ফাত্হে এর ১০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে - "ঐ সব লোক, যারা আপনার নিকট বায়আত গ্রহন করছে, তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়আত গ্রহন করছে। তাদের হাত গুলোর উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে নিজেরই অনিষ্টার্থে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। আর যে কেউ পূরন করেছে ঐ অঙ্গীকারকে যা সে আল্লাহর সাথে করেছিল, তবে অতি সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।" অর্থাৎ যারা নবী পাকের হাতে বায়আত গ্রহন করেছেন তারা আল্লাহর হাতেই বায়আত গ্রহন করেছেন। নবী পাকের হাতের মাঝেই আল্লাহর হাত। নবী পাকের হাতখানা একমাত্র অসিলা।

এই জন্যই একমাত্র ওসিলার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্ম-সমর্পন না করা পর্যন্ত কেউই মুসলীম হতে পারে না। মুক্তি পেতে পারে না। মানুষ ইহা জগতে যে মহা পুরস্কার প্রাপ্ত হয় তা হলে হিকমত। আল্লাহ যাকে হিকমত দান করেছেন তিনিই ধন্য।

আলেম বলতে - প্রথম অবস্থায় নতুন সমাজ গড়ার জন্য শপথ বা মুরিদ হতে হয়েছে। কিন্তু রাসুলে পাক যখন বেশাল করেন তার আগে এরশাদ করে যান যে তিনি আল্লাহর কোরআন ও তাঁর পবিত্র আদর্শ বা হাদীস রেখে গেলেন। যারা ইহার অনুসরণ করবে তারা পথ ভ্রষ্ট হনে না। সুতরাং আমাদের জন্য কোরআন ও হাদীসই যথেষ্ট, ইহাই আমাদের অসিলা আর মানুষ অসিলার কোন দরকার নাই।

পাগোল উত্তরে বলল - লেখাপড়া শিখে আলেম হয়োছো, আসলে দেখছি তুমি কিছুই বুঝা নাই। কোন জ্ঞানই অর্জিত হয় নাই। বই পত্রে তো সব লেখা আছে, কিন্তু তা পড়বার বা শিখবার জন্য উসতাদের কেন দরকার হয় ? চিকিৎসা শাস্ত্রে সমস্ত কিছুইতো লেখা আছে তবে কেন অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট যেয়ে চিকিৎসা কর ? কোরআন হাদীসে সমস্ত কিছুই আছে কিন্তু তা থেকে তোমার ঔষধ, পথ বা মুক্তি লাভ করার জন্য - অভিজ্ঞ উসতাদ বা কামেল মুর্শিদের প্রয়োজন যিনি তোমাকে পথ দেখাবেন, পথ-প্রদর্শক হয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। না হলে শয়তানের দলভুক্ত হয়ে গর্তে পতিত হবে।

এ সব কথা শুনে অবিশ্বাসী বলে উঠল - তোমরা অনেকক্ষন থেকে তর্ক বিতর্ক করছো, আসলে শোন - আত্মা বলে কোন জিনিষ নাই। আত্মা বলতে হৃৎপিন্ড বা একটি যন্ত্র যা বিকল হলে তখনই তাকে মরা বলে। প্রকৃতি থেকে আসে আবার প্রকৃতিতেই মিশে যায়। আর হিসাব নিকাশ দোযখ বেহেস্তে বলে কিছু নাই।

পাগোল ইহা শ্রবনে হাঁসাতে হাঁসতে বলতে লাগলো - শুন, একবার গাছ ও বীজের মধে ঝগড়া বেধেছিল। গাছ বলে, আমি আসল, আমা হতে বীজের সৃষ্টি। বীজ বলে, আমি আসল আমা হতে গাছের সৃষ্টি। কিন্তু আসল রহস্য আল্লাহর নিকট যিনি সমস্ত জাহানের স্রষ্টা, তিনি ইহার ফয়সালা করবেন। স্রষ্টা কে অমান্য করে বেকার ঝগড়া করছো।

পাগোল অবিশ্বাসীকে বলল - আচ্ছা তুমিকি কখনো স্বপ্ন দেখেছো যেমন ভয়ের বা আনন্দিত হওয়ার ?

অবিশ্বাসী উত্তর দিল - হাঁ, আমি একদিন স্বপ্ন দেখছিলাম যে বাঘ আমাকে তাড়া করেছে, আমি ভয়ে চিৎকার করছি, কেউ সাহায্যকরছে না। সেই স্বপ্নে আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গার পর ও শরীর কাঁপছিল।

আর একদিন দেখছি - আমি চাঁদের দেশে যাচ্ছি। আনন্দে মন ভরে উঠল। সুন্দর সুন্দর খাবার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খেয়ে চাঁদের দিকে পাড়ি দিচ্ছি। কি আনন্দ! আনন্দে চিৎকার করে হাঁসতে লাগলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল।

পাগোল বলল - তোমার চোখ তো বন্ধ ছিল। কোন চোখে ইহা দেখলে ? চর্ম্মচক্ষে না জ্ঞান চক্ষে না আত্মিক চক্ষে?

অবিশ্বাসী বলল - সত্যই তো, ইহা তো কোন দিন চিন্তাও করি নাই। আমি তো চোখ বন্ধ করেই ঘুমিয়ে ছিলাম, যে চোখে বাঘকে দেখলাম, চাঁদের দেশে গেলাম আবার নিজ শরীরকে ও দেখতে পেলাম। ইহা কোন চোখ ? আর যে শক্তি বলে চাঁদে গেলাম সেই শক্তি বা কি ? জাগ্রত অবস্থায় সেই শক্তি পেলে চাঁদে, এখনই চাঁদে বা দিল্লি আগ্রা ঘুরে আসতাম। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। সুতরাং যে চক্ষে স্বপ্ন দেখি তা নিশ্চয়ই আত্মার শক্তি, আত্মিক চক্ষু। শরীরটাও নিশ্চয়ই আত্মার। আত্মার যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ইহার পরিচালক। এই মহা শক্তি একমাত্র আল্লাহর। আজ আমি আল্লাহকে, আত্মাকে ধর্মকে মেনে নিলাম। পাগোল তুমি ঠিকই বলেছ।

পাগোল আবার বলল - তুমি যা স্বপ্নে দেখেছো তা অতি সামান্য ক্ষন। বাঘ দেখে চিৎকার করেছো, ভয়ে প্রান শুকিয়ে গেছে ইহা অতি অল্প সময়। এই সময় যদি এক হাজার বৎসর হয়। তবে তোমার কি অবস্থা হতো ? ইহা আত্মার উপর কঠিন আযাব হতো কিনা ?

অবিশ্বাসী বলল - আজ আমি বুঝতে পারলাম। আত্মার সাস্থির জন্যই সুক্ষ জগতে দোযখ আছে সেরূপই মহা সুখের জন্য বেহেস্ত সৃষ্টি হয়েছে। আমি আজ ঈমান আনলাম।

পাগোল এবার বে-মুরিদ আলেমকে বলতে লাগলো - ওহে আলেম চিন্তা করো এত ফেরেস্তা থেকে ও কেন তোমার সৃষ্টি হলো ? আল্লাহকে পাওয়ার আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা করো। আল্লাহর নেক বান্দার সঙ্গ লাভ করো। সুরা ইনশিক্বাক্বে এরশাদ হয়েছে - "হে মানব! নিশ্চয়ই তোমাকে আপন প্রতি পালকের প্রতি অবশ্যই দৌড়াতে হবে। অতঃপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।" আঃ (৬)

হে আলেম শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি যার সার্থে আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন না থাকে, তা গ্রহন যোগ্য নয়। এতে মানুষ মুমিন হয় না। প্রকাশ্যে ও গোপনে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে, মুনাফেকী পরিহার করে বিশ্বাসই মুমিন মুসলমান।

হৃদয়ের প্রথম স্তরের ঈমানকে ইলমুল ইয়াকিন, ইহাই মুমিন স্বরের ঈমান। ইহাদের ঈমানকে সালেহীনদের ঈমান বলে। তৃতীয় স্তরের ঈমানকে হাক্কুল ইয়াকিন। এই স্তরের ঈমান যার হৃদয়ে তাঁরাই ওলি আউলিয়া।

নবী ও ওলিগনের অসিলা ব্যতিত মানুষের মুক্তি নাই। ইহা অন্ধকারে অন্ধের পথে চলা। যারা পথ চিনেন, তাঁদের হাত ধরে অসিলা নিয়ে চললেই অজানা অচেনা পথের সন্ধান মিলে লক্ষে পৌছান যায়। কোরআনে ভাষায় - "হে ঈমান দারগন! আল্লাহ কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"

(সুরা - তাওবা, ২৮১ আয়াত)

বিশ্ব বিখ্যাত মাওলানা, মাওলানা রুম বলেছিলেন যে - যতক্ষন না আমি শামসির তাবরিজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মুরিদ না হয়েছি ততক্ষন আমি মৌলবীই হতে পারি নাই।

আলেম বললেন - ভাই দরবেশ, আমি বুঝেছি আমার জ্ঞান হয়েছে। আমার সৃষ্টি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। অসিলা ব্যতিত, মুরিদ হওয়া ব্যতিত ধর্ম পথে চলা যায় না আল্লাহ পাওয়া যায় না। শয়তানের ফেরেব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। আমি ওলি আওলিয়ার অসিলা গ্রহন করব। আমি কামেল পীরের নিকট মুরিদ হয়ে আল্লাহ ও রাসুলের পথে চলবো। তুমি আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়েছো। তোমার শুকরিয়া। আমি বুঝলাম দরবেশের মধ্যে ও আছে সুন্নি জগতের আলো।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"মহানবীর জন্ম রহস্যের অলৌকিক প্রতিভা"

মোঃ ফারুক হোসেন, কাকড়শিং, হেমতাবাদ, উত্তর দিনাজপুর

অন্ধকারময় যুগ সন্ধিক্ষনের অসাময়িক পরিস্থিতির মাঝামাঝি পর্যায়ে একটি নূতন আলোক রশ্মির আবিভাবে বিশ্ব প্রকৃতি নূতন সাজে সজ্জিত। শুক্লা দ্বাদশীর অপূর্ণ চন্দ্র যখন সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে, তখন এই বিশ্ব প্রকৃতির রুপলাবণ্য নীরব, নিশ্চল ও নিদ্রাবিভূতা সেই নীরব-নিশ্চল যুগসন্ধিক্ষনে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির অন্তরতলে কি যেন একটা অতৃপ্তিত অপূর্নতার বেদনা অবিচল রহিয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্ব প্রকৃতির আশা আকাঙ্খা ও সাধ স্বপ্ন আজো যেন তাঁহার অন্তরের বাসনাকে দূরীভূত করিতে পারে নাই। যুগ-যুগান্তরের সেই পুঞ্জীভূত নিরাশার জ্বালা, যন্ত্রনা ও বেদনার লেলিহান শিখা আজ যেন জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সুবিশাল আরবের মরুপ্রান্তরের বিখ্যাত মক্কা নগরীর এক সম্ভ্রান্ত কোরাইশ বংশের এক নিভৃত কুটীর প্রাঙ্গনে একটি আসন্ন সন্তান সম্ভবা নারী ঠিক সেই সময়ে কি যেন এক মাধুর্য মন্ডিত, রুপলাবণ্য মিশ্রিত সুখ-স্বপ্ন অনুভব করিতেছিলেন। সেই মহীয়সী ভাগ্যবতী মহিলাটি হইলেন বিশ্ব রসুল পাকের গর্ভধারিনী মাতা আমিনা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহা। গর্ভাবস্তার প্রারম্ভিক পর্যায় হইতেই আরম্ভ করিয়াই তিনি নানারকম অদ্ভুৎ ও আশ্চর্য্য সুখ-স্বপ্ন তথা অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। আজো ঠিক তেমনি ভাবে স্বপ্নে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন এক মহা অনন্ত আলোক রশ্মির বিচ্ছরণ।

ভাগ্যবতী সেই মহীয়সী রমণীটি দেখিতেছিলেন অসীম অনন্ত গগনের ওপার হইতে জ্যোতিময় তথা আলোকময় রুপলাবণ্য মন্ডিত ফিরিস্তাগন অবতরন করিতেছেন। তাঁহাদের সেই আনন্দ লহরী পরিপূর্ণ মিছিল সমাবেশ আকাশ-পাতাল আন্দোলিত করিয়া অগ্রসর হইয়া শিহরণ জাগিয়া তুলিতেছে। তাঁহাদের নুরানী জ্যোতিময় মুখ-গহ্বরে অপূর্ব আনন্দের উল্লাস এবং কন্ঠে সুমধুর "মারহাবা" ধ্বনির সুর-ঝংকার লহরীতে সমগ্র বিশ্ব-ভূষন যেন নূতন রুপলাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। কোন অনাগত সুখ-সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ পথিকের আগমন মূর্হুত যেন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র বিশ্ব নিখিল ধরণী যেন অনিমেষ নয়ণে তাই তাঁহার আগমন পথ চাহিয়া-চাহিয়া ব্যকুল হইয়া রহিয়াছো । দিকে দিকে পুলক-স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে। মহাসুখ লাবণ্য পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশীল বিহিশতের দ্বার প্রান্ত আজীবন খোলা। হুরপরীরা মহা আনন্দ সমারোহে তথায় পুস্প বৃষ্টি করিতেছে। হযরত নুহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুসা, হযরত ইসা প্রভৃতি পয়গম্বর গন যাঁহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া তাঁহার আগমণের আশায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছিলেন। সেই পরম-আকাঙ্খিত সৌভাগ্য মন্ডিত নূরে ভরপুর রাহমাতুল্লিল আলামীন মহামানবেরই আজ যেন শুভ আর্বিভাব। সেই মহামানবকে দেখিবার নিমিত্তে বিশ্ব ব্রম্ভান্ডের সকল জীব জগৎ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের সেই নয়ন যুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিবার মানসে ব্যকুল, ব্যগ্র, ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে।

সমস্ত আকাশ পরিভ্রমন করিয়া সেই আনন্দ লহরী পূর্ণ-মহামিছিল অবশেষে আরব গগনে আসিয়া উপনীত হইল। অবলীলাক্রনে মৃদু মন্দ ভাবোচ্ছাস ও মন্থর গতিতে সেই মহামিছিল ধীরে ধীরে মহীয়সী সার্থক জননী আমিনার কুটির প্রঙ্গনে অবতরন করিল। এক আর্শ্চয্য অপূর্ব আলোক জ্যোতিতে কুটির প্রাঙ্গন খানি আলোকিত হইয়া মুগ্ধ হইল। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ বিহিশ্তি খুশাবৃতে সমগ্র আলয় প্রাপ্ত রঙ্গীন ও আমোদিত হইয়া আনন্দে উছল-পাছল করিতে লাগিল। সেই মহীয়সী মহিলা জননীটি অবাক ও বিস্ময় হইয়া আপন নেত্র যুগল দ্বারা চাহিয়া রহিলেন। এক অপূর্ব রুপলাবণ্য মন্ডিত নুরানী শিশুর সরল স্নিগ্ধ হাসি-পরিপূর্ণ মুখ অবলোকন করিয়া তাঁহার মানস নয়নে আনন্দ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সহসা সেই ভাগ্যবতী রমণী আমিনার তন্দ্রাছন্ন্য অবস্থা দূরীভূত হইল। জাগ্রত হইয়া দেখিতে লাগিলেন তিমির রাত্রির অবসান হইয়াছে। প্রাচীর উদয় পেড়নে নবপ্রভাতের রক্তরাঙা দিবাকরের আভাস যৎসামান্য প্রস্ফুভিত হইয়া আলোক বিকিরণ করিতেছে। দিকে দিকে পুলক শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে। কুলায়ে কুলায়ে পক্ষীর কুজন কুহুরিত হইতেছে। শরৎ ঋতুর অপূর্ব রুপলাবণ্যময় উষালোকে শিশির সমৃদ্ধ মৃদুমন্দ সমীরণ অন্তরের বাসনাকে তৃপ্তি প্রদান করিতেছে। সেই মহিমামন্ডিত সন্ধিক্ষনে প্রথম আলোকের চরণধ্বনি কত মধুর! কত সুন্দর! ও কত লাবণ্যময়!

কি একটা অভাবনীয় বিস্ময়কর মধুমাখা হৃদয় স্পন্দিত কান্ত আজ যেন সংঘটিত হইবে। সেই বিস্ময় বিমোহিত আশার আলোকে উজ্বাসিত হইয়া বিশ্ব ধরণী যেন উন্মুখ হইয়া বাহিরে মহাসমারোহে অপেক্ষা করিতেছে। ইহার সামান্যতম মূর্হুত পরেই ভাগ্যশ্রী আমিনা এক নূর পরিপূর্ণ এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। আঁখি মেলিয়া নূর নবী বিশ্ব রসুলের প্রতি নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অঙ্কদেশে তাঁহার পূর্ণিমার চন্দ্রের আভা অর্নিবান আলোকের ন্যায় রশ্মি বিচ্ছরণ করিতে লাগিল এবং সূচী সুভ্র হাসি পদান প্রদত হইতে লাগিল। অন্ধকার জাহেলিয়াৎ পরিপূর্ণ বিশ্বভূবনে এক নুতন যুগের সূচনা হইল।

সেই আলোক পরিপূর্ণ যুগের সন্ধিক্ষন হইতে আরম্ভ করিয়া আজো পর্যন্ত বিশ্ব নিখিল ধরনীর সমগ্র জীবাত্মা সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া কালাতিপাত করিতেছে। সেই মহান রাহমাতুলিল আলামীন বিশ্ব নবীর প্রতি অবতীর্ন হউক লাখো লাখো দরুদ ও সালাম।

আসসালাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ
আসসালাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া হাবিবাল্লাহ
আসসালাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া নুরাম মিন নুরাল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

জানা - অজানা

ইসলামী জ্ঞান - সর্ব প্রথম

মোঃ ইসমাইল

১) সর্বপ্রথম মসজিদের মেহরাব ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তৈরী করেছিলেন সেই মসজিদের নাম মসজিদে নাববী।

২) সর্বপ্রথম সুফির লাক্বাব ঐ গোত্রকে দেওয়া হয় যারা আই ইয়ামে জাহেলিয়াত এর সময় কাবা শরিফের খেদমত করতেন।

৩) "নবী আমার মত" সর্ব প্রথম ইবলিশ শয়তান বলেছিল।

৪) সর্ব প্রথম পৃথিবীতে আজান শুনান হয় হজরত আদম আলাইহিস সালামকে।

৫) সর্ব প্রথম ওরস হজরত আবুবাকার সিদ্দিক্ব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর অনুষ্ঠিত হয়।

৬) সর্ব প্রথম আল্লাহর রাস্তায় তালওয়ার ধারণ করেছিলেন হজরত জুবাইর ইবনে আওয়াম রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু।

৭) সর্ব প্রথম আলহামদুলিল্লাহ উচ্চারন করেছিলেন হজরত আদম আলাইহিস সালাম।

৮) সর্ব প্রথম জান্নাতুল বাক্বির মধ্যে হজরত ওসমান ইবনে মাজউন রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু কে দাফন করা হয়েছিল।

৯) সর্ব প্রথম হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে ঈমান এনেছিলেন হজরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম।

১০) সর্ব প্রথম কবর কাবিল হাবিল কে দেয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১১) সর্ব প্রথমে কোরানের মধ্যে আদম আলাইহিস সালামের নাম আছে।
১২) সর্ব প্রথম হজরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে এসে আঙ্গুর ফল খেয়েছিলেন।
১৩) সর্ব প্রথম টুপি এবং জুতা হজরত শিশ আলাইহিস সালাম আবিস্কার করেছিলেন।
১৪) সর্ব প্রথম দাড়ির লোম হজরত শিশ আলাইহিস সালামের এসেছিল।
১৫) সর্ব প্রথম কলম এবং সুই হজরত ঈরীস আলাইহিস সালাম আবিস্কার করেছিলেন।
১৬) সর্ব প্রথম মাপা এবং ওজন করার যন্ত্র হজরত ইদরীস আলাইহিস সালাম আবিস্কার করেন।
১৭) সর্ব প্রথম নৌকা হজরত নূহ আলাইহিস সালাম আবিস্কার করেছিলেন।
১৮) সর্ব প্রথম পৃথিবীর বুকে রাসুল হজরত নূহ ছিলেন। (আলাইহিস সালাম)
১৯) সর্ব প্রথম শাবান হজরত সালেহ আলাইহিস সালাম আবিস্কার করেছিলেন।
২০) সর্ব প্রথম চিরুনী হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আবিস্কার করেন।
২১) সর্ব প্রথম ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এবং নিজের ছেলের খাতনা দেন।
২২) সর্ব প্রথম হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের চুল সাদা হয়েছিল।
২৩) সর্ব প্রথম কোরাণের অনুবাদ ফাবসী ভাষায় হজরত শাইখ শাদী আলাইহির রাহমাহ্ করেছিলেন।

N.B. পবিত্র কোরআন মাজীদে মোট অক্ষর ৩,২৩,৭৬০টি (৬,২৩,৭৬০টি অক্ষর ভূল ছাপার মিসটেক)

ধন – শক্তির দাপটে

বি. ইসলাম

শিবপুর গ্রামের সর্দার মোঃ করীমবক্স সন্ধার সময় গ্রামের গরীব চাষী আব্দুল আজিজের বাড়ী গিয়ে বলল - ওরে, ও আজিজ বাড়ীতে আছিস ? আঃ আজিজ সর্দারের কণ্ঠ শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ী হতে বেড়িয়ে এসে বলল - এই যে সর্দারজী বাড়ীতেই তো আছি। তাড়াতাড়ি বসবার জাগা এনে দিলে সর্দারজী আসন গ্রহন করে বলতে লাগলেন - তোর ছেলেটার জন্য এসেছি। বাড়ীতে দুজন চাকর আছে তাদের দ্বারা আমার কাজ সমাধা হচ্ছেনা। শুনলাম তোর একটা ছেলে আছে তায় আসলাম। আমার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করবে আর মাসে ৫টাকা মাহিনাও দিব। আমার ছেলে মেয়েগুলো আছে তাদের তো কাজ করতে বলতে পারছি না, পড়া-শুনার ক্ষতি হবে। তা কই তোর ছেলেটা ?

আঃ আজিজ বলল - তা আর বলেন না সর্দারজী। আমার ও খুব ইচ্ছা আর ছেলেটার ও পড়াশুনার প্রতি খুব আগ্রহ। আমাদের পীর সাহেব তাঁর খানকাহ শরীফে একটা মাদ্রাসা খুলেছেন, সেখানে পড়াশুনার জন্য কোন খরচ লাগেনা, বিনা পয়সায় থাকা খাওয়ারও ব্যবস্থা। সেই মাদ্রাসায় আমার ছোট ভাই আরিফ আজ সকালেই ভর্তি করে এসেছে। গরীবের ছেলে যদি কিছু শিখতে পারে। সর্দারজী বললেন - করেছিস কি ? ছেলেটার ভবিষ্যতটাই নষ্ট করেছিস। গরীবের ছেলে লেখা পড়া শিখে কি করবে ? আর কতটাই বা শিখতে পারবে ? কোন কাজেরই হবেনা, না হবে হালের না মইয়ের। আর তা ছাড়া মাদ্রাসা, ওতে আর কি হয় ? কেবল ভিক্ষা করা শিখায়। ছেলেদের পঙ্গু করে দেয়। ভাল চাস তো ফিরিয়ে নিয়ে আয়। কাজ কর্মও শিখবে আর মাসে ৫টা টাকাও পাবে।

আঃ আজিজ বলল - না সর্দারজী, আমার লেখা-পড়া শিখতে পারি নাই। মূর্খ, অন্ধ হয়ে আছি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিছু পড়তেও পারিনা আর জানতেও পারিনা। ছেলেটাকে অন্ধ করে রাখবো না। আপনাদের বাড়ীতে মজুরী খেটে খেটে ছেলেটাকে পড়াব। আর অন্য জাগায় পড়ান আমার মত গরীবের পক্ষে যখন সম্ভব নয় তখন মাদ্রাসাতেই পড়ুক, মূর্খ তো আর থাকছে না। সর্দারজী ক্ষুন্নমনে বাড়ী ফিরে আসলেন।

বংশ পরম পরায় গ্রামের নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট করীমবক্স সাহেব বিশেষ বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি দেশের অঞ্চলের সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে হাল ধরেন। ভাটার টানেই নৌকা চালান। সারা জীবন কংগ্রেসের নেতৃত্ব করে আসলেও আজ তিনি সি. পি. এম. এর একজন কমরেড। গ্রামের সমস্ত মানুষ তার অধীনে, তার কথা মত চলতে বাধ্য। জমিজমা, টাকা-পয়সা, লোকজনের কোন অভাব নাই। কি ভাবে কাকে অধীনস্ত রাখতে হয় তার নখদর্পনে। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন - ঠিক আছে, আমার সামনে আমার বিপরীত কথা, দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।

পরের দিন সর্দারজী আঃ আজিজকে ডেকে বললেন - শুন, তোকে যে দু'বিঘা জমি আধা ভাগে দিয়েছিলাম। সে জমিতে আর যাবি না। সে জমি আমি শামসের কে চাষ করতে বলে দিয়েছি। সেই জমি করবে। আঃ আজিজ বলল - কেন, কি হয়েছে সর্দারজী, কি দোষ পেলেন ? আমার তো কোন জমি নাই, আপনার জমি চাষ করেই তো খায়। কেমন করে ছেলে মেয়েদের খাওয়াবো। দয়া করুন, আপনি আমাদের নেতা। সর্দারজী গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন - যা, যা, মায়া কান্না করিস না। তোর তো বুদ্ধি এখন বেশী, বুদ্ধি নিয়ে খা, খবরদার ঐ জমিতে নামবি না। আঃ আজিজ বলল - জমি তো আমি চাষ করেছি, কেবল বীজ ফেলতে বাকী, তবু ও কেড়ে নিবেন। সর্দারজী বললেন - শুন, আমি শামসের কে কথা দিয়েছি, আমার কথার খেলাফ হবেনা। তুই এখান থেকে যা, জমিতে আর যাবিনা। আঃ আজিজ নিরুপায় হয়ে বিষন্ন মনে সংসারের বিশাল বোঝা টানতে টানতে বাড়ী ফিরে আসল।

গওসে ওরাহারী হযরত মাওলানা আলিমুদ্দিন মোজাদ্দেদী একজন কামেল মোকাম্মেল পীর। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার ওরাহার গ্রামে খানকাহ শরীফ তৈরী করেন। তিনি নিজের জীবনের অভিক্ষতায় বাস্তব উপলব্দি করেছিলেন যে অজপাড়া গ্রামে যেখানে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই সেখানে গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা লাভে কি কষ্ট, কি যন্ত্রনা। অধীকাংশ গরীব ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার সুযোগই হয় না। তায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন এক মাদ্রাসা, যেখানে মাতৃভাষা সহ ধর্মীয় জ্ঞান ও লাভ করতে পারবে, গরীব ছেলে-মেয়েদের পড়ার সুযোগ হবে। দূর-দুরান্ত হতে বিভিন্ন এলাকার ছেলেরা বিনা পয়সায় থেকে খেয়ে পড়াশুনা করতে পারবে।

সেই পীর কেবলার মাদ্রাসায় আঃ আজিজ তার ছেলে হাফিজুদ্দিন কে ভর্তি করে এসেছে। হাফিজুদ্দিন পড়াশুনায় খুব মনোযোগী ও পরিশ্রমী। আবাসিক মাদ্রাসায় সব সময় শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে খুব অল্প সময়ে পড়াশুনায় উন্নতি করতে লাগল। ছয় বৎসর কোর্স চার বৎসরে সমাপ্ত করে। ওরাহার মাদ্রাসার পড়া শেষ হয়।

ওরাহারের পীর কেবলা তাঁর মাদ্রাসার পড়া সমাপ্ত হলে ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার জন্য উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহর পাঠিয়ে দিতেন। সেখানে তাঁর একজন খলিফাও আছেন এবং মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত আহমদ রেজা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রতিষ্ঠিত সুন্নী সহীহুল আকিদার মাদ্রাসাও বিদ্যমান। বেরেলী শহর আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের একটি মারকাজ। সেই মাদ্রাসায় ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে বড় বড় আলেম, হাফেজ, ক্বারী হয়ে দ্বীনের খেদমতে বিভিন্ন দেশ-বিদেশে গমন করছে।

হাফিজুদ্দিন এবার বিশেষ অসুবিধায় পড়ে যায়। বাবার তো কিছু নাই। কি নিয়ে সুদূর বেরেলী পড়তে যাবে। বাবা তো দিন মজুরী খেটে খেয়ে না খেয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কোনরকমে দিন কাটায়। বাবা সব শুনে ছেলেকে সান্তনা দিয়ে বলে - কোন চিন্তা করিস না, আমরা গরীব মানুষ, খায় না খায় দিন চলে যাবে, কিন্তু তোর পড়া বন্ধ করব না। আমার ছোট থেকে পোষা একটা গরু আছে, সে গরু বেচে তোকে টাকা দিচ্ছি। ঐ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে বেরেলী চলে যা। সেখানে আল্লাহ নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করে দিবে। তুই চলে যা। ছেলে হাফিজ সেই টাকা নিয়ে আল্লাহ রাসুলের নাম স্মরণ করে পীর ওস্তাদদের দোওয়া নিয়ে আল্লাহর পথে বেরেলীর উদ্দেশ্যে রওনা হল।

উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে তিনটি বিখ্যাত মাদ্রাসা ও বহু মাসজিদ অবস্থিত। দেশ-বিদেশের অধিকাংশ ছেলেরা এই সব মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে বিভিন্ন মাসজিদে স্থান গ্রহন করে। কেউ নামাজের ইমামতী করে কেউবা মুয়াজ্জিন হয়ে আজান দেয়। তাতে থাকা খাওয়ারও ব্যবস্থা হয়। আর কিছু টাকা ও পাওয়া যায়। গরীব ছেলেরা এই সুযোগ গ্রহন করে পড়া শুনা সমাপ্ত করতে পারে।

ওরাহার মাদ্রাসা হতে পড়া সমাপ্ত করে ২৪-পরগনার আঃ মান্নান নামে একটি ছেলে বেরেলীর একটি মাসজিদে ইমামতী করছিল এবং মাদ্রাসায় পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল। সে এ শহরে পুরাতন।

হাফিজুদ্দিন বহু কষ্টে ও বহু অনুসন্ধানের পর পূর্ব-পরিচিত আঃ মান্নার নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। আঃ মান্নান সব শুনে তাকে সান্তনা দিয়ে বলল - কোন চিন্তা নাই। তুই আমার কাছেই থাকবি। এখন আজান দে, আর আমি ৬ মাস পর পড়া শেষ করে বাড়ী যাব। তোকেই এ মাসজিদের ইমামতীর দায়িত্ব দিয়া যাব। থাকা, খাওয়া এবং কিছু টাকাও পাওয়া যাবে। তোর কোন অসুবিধা হবেনা। কোন চিন্তা করিস না। নতুন এসেছিস, প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

হাফিজুদ্দিন বেরেলীর মানজারে ইসলামে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করল। দিনের বেলায় মাদ্রাসায় গিয়ে এবং রাত্রে উসতাদ গনের বাড়ীতে অধিক পরিশ্রম করে জ্ঞান অর্জনের পবিত্র কর্মে লিপ্ত থাকল। সে উসতাদ গনের নিকট শিখেছে রাত্রে এক ঘন্টা জ্ঞান অর্জন সারা রাত্রি ইবাদত করার চেয়েও বেশী পূণ্য। পড়াশুনায় লিপ্ত থাকা ছাত্রদের ইবাদত। হাদীসের কথা মনে রেখে বেকার সময় নষ্ট না করে বই পত্র নিয়েই থাকে। মনে করে এসেছি সুদূরে জ্ঞান লাভের জন্য রঙ তামাসা বা বেকার ঘুরে বেড়াবার জন্য তো আসি নাই। বাবা-মা বড় কষ্ট করে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে জ্ঞান লাভ করতেই হবে। জ্ঞানী জনই তো নবীর ওয়ারিস। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধন।

দীর্ঘ ছয় বৎসর বেরেলী শহরে জ্ঞান অর্জনে অতিবাহিত করে আরবী, উর্দূ, ভার্ষী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করে আলিম, ফাযিলের সারটিফিকেট নিয়ে হাফিজুদ্দিন মুর্শিদাবাদে নিজ গ্রামে ফিরে আসল। এখন সে হাদীস কোরআনের অভিজ্ঞ পারদর্শি আলিম। গরীব আঃ আজিজের আজ খুশীর অন্ত নাই। সে গরীব কিন্তু ছেলেকে তো একজন আলিম করতে পেরেছে। আল্লাহর নিকট হাজার হাজার শুকরিয়া। আলহামুদ লিল্লাহ।

মাওলানা হাফিজুদ্দিন বাড়ী এসে প্রথম গ্রামের জুম্মা মাসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছেন। মাসজিদের ইমাম অল্প শিক্ষিত, কিন্তু পরহেজগার ভাল মানুষ। তিনি উপযুক্ত একজন আলিমকে পেয়ে সেদিন মাসজিদে ইমামতী করার জন্য অনুরোধ করলেন। নতুন মাওলানা খোতবার পূর্বে ১৫ মিনিট কোরআন হাদীসের আলোকে ইসলামের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার পর খোতবা ও নামাজ সমাধা করলেন।

নামাজ শেষে গ্রামের সর্দার করীম বক্স নতুন মাওলানাকে ডেকে পরিচয় নিলেন। জিজ্ঞাসান্তে বিষন্ন মনে বাড়ী ফিরে আসলেন। মনে করলেন - এ সেই ছেলে যাকে আমি চাকর রাখতে চেয়েছিলাম। পড়াশুনা যাতে না হয় তার জন্য তার বাবার নিকট থেকে জমি কেড়ে নিয়েছিলাম। দিন মজুরের সেই ছেলে, তার পিছনে আমাকে নামাজ পড়তে হবে। মজুরী না খাটলে যাদের ভাত জোটে না, তার ছেলে হবে ইমাম ? আমাকে তার পিছনে থেকে মান্য করে নামাজ পড়তে হবে। তা হতেই পারে না। শিক্ষিত না হয়েছি তো কি হবে। আমার কি কিছু কম আছে। দেখি কি করতে পারি।

সন্ধ্যাবেলায় মাসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে বললেন, - শুনুন, ইমাম সাহেব, যাকে তাকে নামাজ পড়াতে হুকুম দিবেন না। আপনি আমাদের ইমাম, আপনিই নামাজ পড়াবেন। ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন - সর্দারজী তিনি বড় মাওলানা, তাকে অসম্মান করি কি করে। তাকে পিছনে রেখে আমি নামাজ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কি করে পড়ি, আর নামাজই বা হবে কেমন করে। সর্দারজী বললেন - আমি যা বলছি তা শুনুন, না হলে হিতে বিপরীত হবে। ইমাম সাহেব নিরিহ মানুষ চুপ করে গেলেন।

সর্দারজী গ্রামের আরও কিছু নয়া নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মাওলানা হাফিজুদ্দিনকে ডেকে বিভিন্ন কুট প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে পাওয়াতে মন আর ও খারাপ হয়ে গেল। নিজের ছেলেদের বহু চেষ্টা করেও ম্যাট্রিক পাশ করাতে পারলেন না। আর গরীবের ছেলে আলিম, সম্মানীত হয়ে থাকবে ?

মাওলানা হাফিজুদ্দিনের এক চাচা দেওবন্দি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। সর্দারজী তাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। শুনছেন, আপনার ভাতীজার কথা ? সে বলছে যে দেওবন্দি পন্থী পাঁচ জন নেতৃত্ব স্থানীয় আলিমকে কাফির ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে। যারা ঐ পাঁচজন কে মান্য করে চলে, তাদের মত অনুসারে চলে তারাও কাফের। দেওবন্দি পন্থী নেতারা ইংরেজের টাকা খেয়ে ইসলামের, ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে, অসম্মান করেছে। এর ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

মাষ্টার কামালুদ্দিন দেওবন্দি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তারা মিলাদ ক্বিয়াম করেন না, ওরস ফাতেহায় যোগ দেন না। নবী পাক তাদের নিকট সাধারন মানুষের মত, তাদের বড় ভাই আর নবী পাকের পবিত্র স্ত্রীগন মা। জন্তু জানুয়ার পাগলের যে জ্ঞান সেরকম জ্ঞান নবী পাকের। গায়েবের কোন জ্ঞানই তাঁর নাই। তাঁর সম্মানে দাঁড়ান বা ইজ্জত করা না জায়েজ ইত্যাদি ইত্যাদি মত প্রকাশ করেন এবং সেমত চলেন।

মাস্টার কামালুদ্দিন সব জেনে নিজ মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারা সকলে মিলে পরামর্শ করে মাঃ হাফিজুদ্দিনকে বলে পাঠালেন - আমরা কালকেই তার সঙ্গে বাহাস করব। দেখি, সে কি শিখেছে ? একদিনেই তার মাথা নীচু করে দেব। দু'পাতা শিখে বড় বড় কথা।

মাওলানা হাফিজুদ্দিন নতুন। এলাকার কোন আলিম মাওলানাদের সঙ্গে তার পরিচয় নাই। আর হঠাৎ কার নিকটেই বা যাবেন, দু'জন সাথী মাওলানাদের নিয়ে দেওবন্দি মাওলানাদের সঙ্গে বাহাসের জন্য উপস্থিত হলেন।

গ্রামের বহু লোকজন বাহাসের মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন। একদিকে প্রবীন অভিক্ষ দেওবন্দি আলিমগন অন্য দিকে কম বয়সি তরুন তিন জন সুন্নী আলিম। কিন্তু আল্লাহর কি অসীম কুদরত ২/৩ ঘন্টার মধ্যেই দেওবন্দি আলিমগন তরুন মাওলানা হাফিজুদ্দিনের জ্ঞানের নিকট পরাজয় বরন করে মাহফিল হতে পলায়ন করেন। গ্রামেও তাদের প্রভাব কমে যায়। মাওলানা হাফিজুদ্দিনের প্রশাংসায় গ্রাম ভরে যায়।

কিন্তু সর্দারজী সমস্ত আয়োজন বিফলে যেতে দেখে বড় দুসচিন্তায় পড়ে যান। তার নিজ নয়া নেতাদের নিয়ে শলা-পরামর্শ করতে থাকেন। কি করে তাকে জব্দ করা যায়।

মাওলানা হাফিজুদ্দিন মাসজিদে, মিলাদ মাহফিলে ওয়াজ নসিহত ও হাদীস কোরআনের ব্যাখা করতে লাগলেন। কুপ্রথা যা সমাজে প্রচলিত হয়ে আছে তার সংশোধনের চেষ্টা করতে লাগলেন, বিভিন্ন সভায় আলোচনা করতে লাগলেন - গরীব হও, ধনী হও, মেয়ে হও, পুরুষ হও শিক্ষা লাভ করতেই হবে। মূর্খ থাকা অন্ধতা, মহাপাপ। ইসলামে জ্ঞান অর্জনের জন্য খুব বেশী তাগিদ দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কেউ মূর্খ থেকো না। শিক্ষার অভাবে সমাজে বহু কু-সংস্কার প্রচলিত হয়ে আছে। শিক্ষা ছাড়া মানুষ সভ্য হবেনা, সমাজের কু-সংস্কার দুর হবেনা। বহু জাগায় দেখা যায় মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করে। ইহা ও কুসংস্কার। মেয়ে-পুরুষ সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ। আজকাল সমাজে এক ভীষন কু-প্রথার প্রচলন হয়ে গেছে। ছেলেরা বিবাহ করার সময় গরু, ছাগল কেনা বেচার মত পন নিয়ে বিক্রি হচ্ছে। ইহা মেয়েদের প্রতি ও মেয়েদের বাবাদের প্রতি অত্যাচার ইহা ইসলাম বর্হিভূত প্রথা। ইহা দুর করতেই হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গ্রামে আমাদের মায়েদের দেখা যায় মাটির ঘর-বাড়ী গোবর দিয়ে লেপাপুছা করেন। ইহা একটা খারাবী। কেননা গোবর গরুর পায়খানা, ইহা অপবিত্র। শরীরে জামা কাপড়ে পরিমান মত লেগে গেলে পরিস্কার করা ব্যতিত নামাজ পড়া যায় না। ইহা হতে দুগন্ধের সৃষ্টি হয়। ইহা খারাব প্রথা।

মাসজিদে আজান দেওয়া হয় নামাজ পড়ার জন্য, নামাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য, নামাজের সময় জ্ঞাত করার জন্য। কেউ যদি মাসজিদে ঘরের মধ্যেই চুপে চুপে আজান দেয় তাহলে আজান দেওয়ার উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বানীতে বা কোন সৎ যুক্তিতেই মাসজিদের মধ্যে আজান দেওয়া সিদ্ধ নয়। এ ভাবে বিভিন্ন আলোচনা, ওয়াজ নসিহত করতে লাগলেন। ইহাই হল তার জীবনের কাল্।

সর্দারজী গ্রামের লোকজনকে ডেকে মিটিং করলেন। তিনি জোরালে কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে লাগলেন - ভাইসব, আর সহ্য করা যায় না। মনে করে ছিলাম দেশের ছেলে দেশেই থাকবে, গ্রামের সম্মান বাড়বে। কিন্তু না, যে ভাবে সে আরম্ভ করেছে আর সহ্য করা যাবে না। আমাদের বাপ, দাদা যা করে এসেছে তা এ নতুন মাওলানা তুলে দিতে চাচ্ছে। আমি অনেক আগেই বলেছিলাম - গরীবের ছেলে পেটে ভাত জোটে না, তাদের লেখা আবার পড়া ? এরা সমাজকে নষ্ট করে দিবে। নেতাদের মান সম্মান থাকবে না। এ আমরা সহ্য করব না।

মিটিং এ সর্দারের নেতৃত্ব মেনে পরামর্শ হল কি করতে হবে। তারপর এক সপ্তাহ ও অতিবাহিত হয় নাই। মাওলানা হাফিজুদ্দিনের বাড়ী দিনে দুপুরে চড়াও হয়ে সমস্ত লুট করে নেওয়া হল। আর শাসিয়ে দেওয়া হল যে ১০ দিনের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, না হলে মাল গেল, জীবন ও দিতে হবে।

মাওলানা হাফিজুদ্দিন জানে ধন-জন যার, শক্তি ক্ষমতা যার থানা-পুলিশ বিচার-ব্যবস্থা সবই তার। ন্যায় নীতি বিচার আজ পদদলিত। একেবারে নিচে থেকে রাষ্ট্র সংঘ পর্যন্ত। নিরুপায় দেখে গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। গ্রামে একটি মাসজিদের স্থানে দুটি মাসজিদ হয়েছে। ইমামকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। বিদেশী শক্তির মদদপুষ্ট দেওবন্দি, তাবলিগের প্রভাব গ্রামে বেড়ে গেছে। সর্দারজীর প্রভাব পূর্ববৎ বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

কিন্তু জ্ঞান এমন এক ধন যার সম্মান সর্বত্র। মাওলানা হাফিজুদ্দিনের গুনে জ্ঞানে মানুষের নিকট প্রশাংসিত। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীস কোরআনের আলোকে ওয়াজ ও নসিহত করে চলেছেন। ধর্ম, জাতীর খেদমত করে চলেছেন।

জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধন

মো: বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

পবিত্র হাদীসের ইমাম হযরত ইমাম মালিক ও বিখ্যাত ওলি হযরত হাসান বাসরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সম্মানীত উসতাদ হযরত রাবিউর রায়ে রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ বাড়ী মাদিনায় অবস্থান করেছেন। এমন সময় বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। হযরত রাবিউর রায়ে দরজা খুলে দিলেন। দেখেন দরজায় সামনে একজন সৈনিক ঘোড়া থেকে নেমে বল্লম হাতে নিয়ে দন্ডায়মান। অপরিচিতি সৈনিক সালাম করেই বাড়ীতে প্রবেশ করতে উদ্দোত হচ্ছেন। ইমাম রাবি ধমক দিয়ে বলেন, আপনি কে ? কেন এ বাড়ীতে প্রবেশ করেছেন ? আপনার এখানে কি কাজ ? বল্লম হাতে সৈনিক বলেন - কেন, ইহা আমার বাড়ী। আমার বাড়ীতে আমি প্রবেশ করছি, তাতে তোমার কি ? আমার এ বাড়ীতে তোমার কি কাজ ? তুমি কেন আমার বাড়ীতে ? এ রকম ভাবে দুপক্ষের কথা বেড়ে যায়। লোকজন জমা হয়ে যায়। উপস্থিত ইমাম মালিক সৈনিককে নম্রভাবে বুঝাতে থাকেন - যদি আজকে আপনার আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় তবে সে কথা বলুন অথবা অন্য জাগায় আশ্রয় গ্রহন করুন। এ ভাবে একজন ইমামুল হাদীসের গৃহে কেন প্রবেশ করেছেন ? আপনি একজন অপরিচিতি লোক অন্য অপরিচিতি বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা কি সঠিক হচ্ছে ? তখন সৈনিক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আরও উচ্চস্বরে বলে উঠেন - তুমি কি বলছো ? ইহা আমার বাড়ী। আমার বাড়ীতেই তো প্রবেশ করছি। আমার নাম আব্দুর রহমান ফারুখ। ইমাম রাবীর আম্মজান নাম শুনে ভিতর থেকে লক্ষ্য করে চিনে নেন যে ঐ সৈনিকই তার স্বামী। তিনি নিজ পুত্রকে ডেকে বলেন - হে রাবি, ঐ ব্যক্তিই তোমার পিতা।

ছেলে বাবাকে দেখে নাই, বাবা ছেলেকে দেখে নাই। প্রথম পরিচয়ে পিতাপুত্র দুজনেই গলাগলি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সুযোগ্য পুত্র পিতার নিকট ক্ষমা নিয়ে পিতাকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন।

সাতাশ বৎসর পূর্বের কথা। জেহাদের ডাক এসেছে। ইসলামের জন্য, কোরআন হাদীসের ইজ্জত রক্ষার জন্য, মুসলমানদের জান মাল রক্ষার জন্য রড়াই। এ লড়াই ঈমানী কর্তব্য। এ রড়াই এ মৃত্যু অমরত্ব লাভ। মহান আল্লাহ পাকের ফরমান - "তাঁদের মৃত্যু বলিও না যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু বরন করে বরং তারা জীবিত তারা তাদের রবের নিকট হতে রুজি পেয়ে থাকেন।" নবী পাকের মহানগরী মাদিনাতুন্নাবীর ঈমানদার মুসলমান হযরত আব্দুর রহমান ফারুখ স্থির অবস্থায় বাড়ীতে বসে থাকতে পারলেন না। ঘরে স্ত্রী ছাড়া কেউ নাই, স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। কিন্তু জেহাদের ডাক। আল্লাহর পথে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার ডাক। ঘর সংসার এবং একমাত্র আদরের স্ত্রীকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে বেরিয়ে পড়লেন জেহাদে। চলে গেলেন সুদূর খোরাসানে। লাগাতার সাতাশ বৎসর জেহাদে আর ঘরে ফেরা হয় নাই। আজ সাতাশ বৎসর পর ফিরে এসেছেন আপন গৃহে। নিজ সন্তান সম্ভবা স্ত্রী প্রসব করেছেন এক সুপুত্র। সেই পুত্র আজ জ্ঞান অর্জন করে হয়েছেন হাদীসের ইমাম, হয়েছেন বহু জ্ঞানী-গুনি ইমাম ও আওলিয়া গনের উস্তাদ, হযরত রাবিউর রায়ে।

পিতা পুত্রের প্রথম সাক্ষাতে দুজনেই আন্তরিক ভাবে কথাবার্তায় মাশগুল হয়ে যায়। দুজনেই আজ চরম আনন্দিত। বাক্যা লাভের পর পুত্র আপন কর্মে গমন করেন। আব্দুর রহমান ফারুখ খাওয়া-দাওয়া সমাপ্তে শান্ত হয়ে নিজ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন - আমি জেহাদে যাবার পূর্বে আমার গচ্ছিত ত্রিশ হাজার আশরাফী তোমার নিকট আমানত রেখে গিয়ে ছিলাম। আমার সেই ধন কোথায় ? বুদ্ধিমতী রমনী উত্তরে বলেন - তুমি চিন্তিত হইও না, তোমার ধন আমি নষ্ট করি নাই।

ইহার মধ্যে শায়ফুল হাদীস হযরত রাবিউর রায়ে মাসজিদে নাবুবীতে উপস্থিত হয়ে হাদীসের শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন। জ্ঞানী-গুনী বহু ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপবেসন করে হাদীসের শিক্ষা গ্রহন করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ইমাম মালিক ও হযরত হাসান বাসরী ও উপস্থিত থেকে শিক্ষা লাভ করছেন। সেই সময় নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুর রহমান ফারুখ মাসজিদে উপস্থিত হয়ে এই নুরানী জামায়াত ও জ্ঞান চর্চার সভা পরিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে আগ্রহ সহকারে উপভোগ করতে থাকেন। ইমামুল হাদীস হযরত রাবিউ উঁচু টুপি পরিধান করে মাথা নীচু করে ছিলেন। তাঁকে চিনতে না পেরে আব্দুর রহমান উপস্থিত পার্শবর্তী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করেন - এ মহান শায়খুল হাদীস কে ? তাঁর পরিচয় কি ? উপস্থিত ব্যক্তি গন বলেন - আপনি জানেন না ! তিনি আব্দুর রহমান ফারুখের পুত্র হযরত রাবিউর রায়ে। আব্দুর রহমান তাঁর ও তাঁর পুত্রের নাম শ্রবনে এবং নুরানী দৃশ্য দর্শনে অতীব আনন্দিত হলেন। মন মধ্যে এক বেহেস্তী সুখ অনুভব করলেন। পুত্রের ইজ্জতে তাঁর এই খুশী, এ খুশী তিনি জীবনে লাভ করেন নাই। আল্লাহ পাকের দরবারে হাজার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলেন - আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ। খুশী মনে আনন্দিত চিত্তে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে নিজের ছেলের মর্যাদা ও সম্মান এবং মাসজিদের সমস্ত ঘটনা বর্ননা করতে লাগলেন। বুদ্ধিমতী রমনী সেই সময় বলেন - আপনার ছেলের এই মর্যাদা ও সম্মান বেশী না আপনার গচ্ছিত আশরাফীর মূল্য ? মুজাহিদ বলেন - খোদার কসম লাখ আশরাফীর চেয়ে ও এ সম্মান ও মর্যাদার মূল্য বেশী। এ জ্ঞান, এ মর্যাদা অক্ষয়, যার ধ্বংস নাই। আল্লাহ পাক জ্ঞানী পুত্রের পিতার মস্তকে নুরানী টুপি পরিধান করাবেন যার জ্যোতি সূর্য্যের জ্যোতির চেয়েও উজ্জ্বল। ছেলের ইজ্জতে পিতার ইজ্জত। জ্ঞানীর মর্যাদা ইহকালে, পরকালে, পৃথিবীর সব জাগায়। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত শেষ হয়, ধ্বংস হয়, নষ্ট হয় কিন্তু জ্ঞানের ধ্বংস নাই, শেষ নাই, চুরি হয় না। তা চিরকালীন উপকারী চক্ষুদানকারী, বিপদে উদ্ধারকারী। বিবি সন্তুষ্ট চিত্তে আবেদন করেন - আপনার সেই গচ্ছিত ৩০ হাজার আশরাফী আপনার সম্মানীত পুত্রের জ্ঞান অর্জনে খরচ করেছি। আপনার পুত্রের জ্ঞানই আপনার ধন।

জিন্দাদিল মুজাহিদ আশিকে নাবী দ্বীন ইসলামের খাদিম লাফিয়ে উঠে বলেন - খোদার কসম তুমি আমার ধন নষ্ট করো নাই, আমার ধনকে আশরাফীকে চিরন্তন, অমরত্ব দান করেছো। ইহকালে পরকালে আমার ও আমার পুত্রের সম্মান দান করেছো। আমি সন্তুষ্ট, আনন্দিত। আমার মনকে খুশীতে ভরে দিয়েছো। তুমি ধন্যা। তুমি পূন্যময়ী, সম্মান বৃদ্ধি কারিনী রমনী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খাতনাই ফাইমোসিসের মহৌষধ

মাওলানা ডাঃ নাসিরুদ্দিন রেজবী
মুরারই, বীরভূম ।

মানব জাতী বিশ্বের সেরা সৃষ্টি । সাংসারিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার একান্তই প্রয়োজন। শরীর সুস্থ্য রাখিতে হইলে একদিকে যেমন কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন অপর দিকে তেমনি প্রয়োজন সুচিকিৎসার । বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা অতি উন্নত । মানব জাতীর সুস্থ জীবন যাপনের অন্যতম আবাহন ঔষধ । প্রতিটি মানব দেহে কোন না কোন রোগ জীবানু বিরাজ করিতেছে। তন্মধ্যে "ফাইমোসিস" নামক ব্যাধি একমাত্র পুরুষ দেহেই হইয়া থাকে । এই রোগ (প্রিপিউস) Prepuce অর্থাৎ পুংজননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগের আলগা চর্ম মধ্যে সুপারির উপরি ভাগে প্রস্রাবের তলানি জমিয়া এক প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি হইয়া থাকে । ইহারই নাম "ফাইমোসিস" ।

এই রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ সম্বন্ধে ডাঃ এন. কে ব্যানার্জি মন্তব্য করিয়াছেন, 'রোগ সংক্রামণের এক-দুইদিন পরেই মূত্র মার্গের বহির্মুখ বা মিয়েটাস চুলকায়, লাল হয় এবং জ্বালা বোধ হইতে থাকে । মুত্র মার্গ প্রদাহান্বিত, স্ফীত হইয়া উঠে : সমগ্র মূত্রমার্গ, কুঁচকি, উরু ও অণ্ডকোষ আড়ষ্ট হয় । প্রিপিউস অধিক দীর্ঘ হইলেই ইহা অধিকতর সংঘটিত হয় । ইহার ফলে প্রিপিউস প্রদাহান্বিত হয় ও তন্মধ্যে পূঁজ সঞ্চয় হইয়া লিঙ্গমুন্ডের প্রদাহ বা Balanitice (ব্যালানাইটিস) সৃষ্টি হয়। ইহার সুচিকিৎসা না হইলে লিঙ্গ মুণ্ডের সহিত প্রিপিটস সংলগ্ন হইয়া অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয় । কখন কখন লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত রাখিয়া প্রিপিউস তাহার পশ্চাতে সংকুচিত হইয়া স্ফীত ও কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাকে "প্যারা ফাইমোসিস" বলে ।

বর্তমান যুগের অভিজ্ঞ ফিজিসিয়ানগণ Antibiotic ঔষদ ব্যবহার করিয়া এবং বহু পরীক্ষা নিরিক্ষা করিয়া ও উক্ত রোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করিতে পারেন না । অবশেষে এ্যালোপ্যাথিক সার্জেন্ট দ্বারা অপারেশান করিয়া " ফাইমোসিস বা প্যারাফাইমোসিস" ব্যাধি নির্মূল করিয়া থাকেন ।

প্রতিটি মানুষের কর্তব্য রোগ আক্রামণের পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন করা । কারণ সংক্রামক রোগে একবার আক্রান্ত হইলে উহা নির্মূল করা অতি দুঃসাধ্য ।

এই রোগ যেন কস্মিন কালে ও আক্রমণ করিতে না পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন মহা বৈজ্ঞানিক ও মহা ডাক্তার হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লালা–আল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যাঁহার থিয়োরি গ্রহণ করিয়া বর্তমান বিজ্ঞান এত উন্নত । নাবী কারিম সাল্লাল্লাহো ওয়া সাল্লাম

উক্ত ফাইমোসিস সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকিবার সুব্যবস্থা হিসাবে প্রায় ১৪২৪ বৎসর পূর্ব্বে খাতনা বা মোসলমানি দেওয়ার পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছেন । যে অপারেশান করিলেই সম্পূর্ণ ভাবে ফাইমোসিস রোগমুক্ত হইয়া চির জীবন সুস্থভাবে নিঃসন্দেহে জীবনযাপন করিতে পারে ।

খাতনা ঃ

খাতনা দেওয়া সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহো ও আলাইহে ওয়া সাল্লাম । সহি বোখারী শরীফে, হজরত হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমিয়াছেন যে হজরত ইব্রাহিম আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৮০ বৎসর বয়সে নিজেই আপন খাতনা করিয়াছিলেন।

খাতনা এর অর্থ লিঙ্গাগ্রের বর্ধিত চর্ম ছেদন করা । ১২ বৎসর বয়স-এর পূর্বেই খাতনা দেওয়া উচিত । কোন কোন ওলামা বলিয়াছেন, ভূমিষ্ট হওয়ার ৭দিন পরে হইলেই খাতনা দেওয়া যায় । (আলমগীরী)

বদ্ধিত চামড়ার অর্দ্ধেকের বেশী ছেদন করা হইলেই খাতনা হইয়া যাইবে । নচেৎ খাতনা হইবে না । অর্দ্ধেকের কম ছেদন করা হইলে পুনরায় খাতনা দিতে হইবে । (বাহারে শরিয়ত)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খাতনাই ফাইমোসিসের মহৌষধ

মাওলানা ডাঃ নাসিরুদ্দিন রেজবী
মুরারই, বীরভূম ।

মানব জাতী বিশ্বের সেরা সৃষ্টি । সাংসারিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার একান্তই প্রয়োজন। শরীর সুস্থ্য রাখিতে হইলে একদিকে যেমন কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন অপর দিকে তেমনি প্রয়োজন সুচিকিৎসার । বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা অতি উন্নত । মানব জাতীর সুস্থ জীবন যাপনের অন্যতম আবাহন ঔষধ । প্রতিটি মানব দেহে কোন না কোন রোগ জীবানু বিরাজ করিতেছে। তন্মধ্যে "ফাইমোসিস" নামক ব্যাধি একমাত্র পুরুষ দেহেই হইয়া থাকে । এই রোগ (প্রিপিউস) Prepuce অর্থাৎ পুংজননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগের আলগা চর্ম মধ্যে সুপারির উপরি ভাগে প্রস্রাবের তলানি জমিয়া এক প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি হইয়া থাকে । ইহারই নাম "ফাইমোসিস" ।

এই রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ সম্বন্ধে ডাঃ এন. কে ব্যানার্জি মন্তব্য করিয়াছেন, 'রোগ সংক্রামণের এক-দুইদিন পরেই মূত্র মার্গের বহির্মুখ বা মিয়েটাস চুলকায়, লাল হয় এবং জ্বালা বোধ হইতে থাকে । মুত্র মার্গ প্রদাহান্বিত, স্ফীত হইয়া উঠে : সমগ্র মূত্রমার্গ, কুঁচকি, উরু ও অণ্ডকোষ আড়ষ্ট হয় । প্রিপিউস অধিক দীর্ঘ হইলেই ইহা অধিকতর সংঘটিত হয় । ইহার ফলে প্রিপিউস প্রদাহান্বিত হয় ও তন্মধ্যে পূঁজ সঞ্চয় হইয়া লিঙ্গমুন্ডের প্রদাহ বা Balanitice (ব্যালানাইটিস) সৃষ্টি হয়। ইহার সুচিকিৎসা না হইলে লিঙ্গ মুণ্ডের সহিত প্রিপিটস সংলগ্ন হইয়া অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয় । কখন কখন লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত রাখিয়া প্রিপিউস তাহার পশ্চাতে সংকুচিত হইয়া স্ফীত ও কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাকে "প্যারা ফাইমোসিস" বলে ।

বর্তমান যুগের অভিজ্ঞ ফিজিসিয়ানগণ Antibiotic ঔষদ ব্যবহার করিয়া এবং বহু পরীক্ষা নিরিক্ষা করিয়া ও উক্ত রোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করিতে পারেন না । অবশেষে এ্যালোপ্যাথিক সার্জেন্ট দ্বারা অপারেশান করিয়া " ফাইমোসিস বা প্যারাফাইমোসিস" ব্যাধি নির্মূল করিয়া থাকেন ।

প্রতিটি মানুষের কর্তব্য রোগ আক্রামণের পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন করা । কারণ সংক্রামক রোগে একবার আক্রান্ত হইলে উহা নির্মূল করা অতি দুঃসাধ্য ।

এই রোগ যেন কস্মিন কালে ও আক্রমণ করিতে না পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন মহা বৈজ্ঞানিক ও মহা ডাক্তার হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লালা-আল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যাঁহার থিয়োরি গ্রহণ করিয়া বর্তমান বিজ্ঞান এত উন্নত । নাবী কারিম সাল্লাল্লাহো ওয়া সাল্লাম

উক্ত ফাইমোসিস সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকিবার সুব্যবস্থা হিসাবে প্রায় ১৪২৪ বৎসর পূর্ব্বে খাতনা বা মোসলমানি দেওয়ার পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছেন । যে অপারেশান করিলেই সম্পূর্ণ ভাবে ফাইমোসিস রোগমুক্ত হইয়া চির জীবন সুস্থভাবে নিঃসন্দেহে জীবনযাপন করিতে পারে ।

খাতনা ঃ

খাতনা দেওয়া সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহো ও আলাইহে ওয়া সাল্লাম । সহি বোখারী শরীফে, হজরত হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমিয়াছেন যে হজরত ইব্রাহিম আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৮০ বৎসর বয়সে নিজেই আপন খাতনা করিয়াছিলেন।

খাতনা এর অর্থ লিঙ্গাগ্রের বর্ধিত চর্ম ছেদন করা । ১২ বৎসর বয়স-এর পূর্বেই খাতনা দেওয়া উচিত । কোন কোন ওলামা বলিয়াছেন, ভূমিষ্ট হওয়ার ৭দিন পরে হইলেই খাতনা দেওয়া যায় । (আলমগীরী)

বদ্ধিত চামড়ার অর্দ্ধেকের বেশী ছেদন করা হইলেই খাতনা হইয়া যাইবে । নচেৎ খাতনা হইবে না । অর্দ্ধেকের কম ছেদন করা হইলে পুনরায় খাতনা দিতে হইবে । (বাহারে শরিয়ত)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যে বাচ্চার ভূমিষ্টের সময় দেখা যায় পেটেরই মধ্যে খাতনা হইয়াছে ; যেমন নাবী মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহো ওয়া সাল্লাম জন্মগত ভাবেই খাতনা কৃত ছিলেন । (বোখারী শরীফ বঙ্গানুবাদ, উদ্ধৃতি যাদুলমায়াদ)

ঐ রূপ বাচ্চার খাতনা দেওয়া কোন প্রয়োজন নাই । যদি ঐ চামড়া পুনারয় বৃদ্ধি পাইয়া বা হইয়া হাশফা অর্থাৎ সুপারি ঢাকিয়া থাকে তাহা হইলে পুনরায় খাতনা দিতে হইবে ।

এক কথায় সমগ্র বিশ্বের মহান ডাক্তার হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রবর্তিত খাতনা করিবার সময় যে অপারেশান করিবার সুব্যবস্থা ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে একদিকে যেমন ফাইমোসিস ব্যাধির আক্রমণ হইতে চির পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তেমনি অপরদিকে আকস্মিকভাবে কোন মোসলমানের পরদেশে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে অপরিচিত মানুষদের নিকট, মোসলমান কি না তাহার পরিক্ষায় এই খাতনাই সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে । যাহার সাক্ষতায় চিতাগ্নীতে দগ্ধিত না হইয়া ইসলামের বিধান মোতাবেক জানাজা প্রাপ্ত হইয়া সমাধিস্ত হইয়া থাকে । এই মহা ডাক্তার ও মহা বৈজ্ঞানিকের প্রতি জানাই কোটি-কোটি সরূদ ও সালাম ।

জ্ঞান অর্জন কর যদিও সুদূর ওচীন যেতে হয় ।

উপকার

মোঃ ফারুক হোসেইন
কাকড়শিং, হেমত্যাবাদ, উঃ দিনাজপুর

রাত বারোটা।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে লাফিয়ে উঠল ইনাজ। এরকম একটা সময়ে দরজা ধাক্কানোর আওয়াজে আতঙ্কিত হওয়ারই কথা। এক লাফে উঠে বসলো ইনাজ। কান পেতে রইলো। যে দরজা ধাক্কাচ্ছে তার গলার ফিসফিস শব্দ ওর কানে আসছে। ডাকাত, বদমাশ, গুন্ডা নয়তো ? ইনাজ দরজাটা খুলতে গেল । সোয়েলী ওকে বাধা দিল। লোকটার গলা এখন একটু স্পষ্ট হয়েছে। - ঘরে কে আছেন দাদা ? দরজাটা একটু খুলে দিন। দরজায় ও প্রান্তে থেকে লোকটি বলল।

দরজার এপ্রান্তে তখন ইনাজ আর সোয়েলী দোটানায় পড়ে গেছে। খুলবে কি খুলবে না ? সোয়েলী ইনাজকে বলল, আজকালকার লোকেদের তুমি চেননা। শহরে যে এত লোকজন গিজ গিজ করছে সবাই কি চাকরী কিম্বা অন্য কোন সৎপথে রোজগার করছে ? - তা হোক। লোকটি মনে হয় খুব বিপদে পড়েছে। ওকে আশ্রয় দেওয়া

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাদের উচিৎ। সোয়েলী ফিসফিস করেই বলল, আমাদের তো অনেক কিছুই করা উচিত। কিন্তু কটা কাজ আর আমরা করি ?

ইনাজ আর কথা বাড়ালনা। ভাবল লোকটার "উপকার" ও করবেই। আজকাল কেউই কারো "উপকার" করেনা। "উপকার" পাবার আশাত তাই কেউ করেনা। ইনাজ শেষবারের মতো ভেবে নিল। উপকার সংক্রামক ব্যাধির মতো নয়। লোকটি ঘরে ঢুকে ইনাজের গলাও টিপে ধরতে পারে। ইনাজ তা জানে। আবার দরজা ধাক্কানোর শব্দ। জোরে। ইনাজ সোয়েলীর বাধা উপেক্ষা করে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলতেই লোকটি বিদ্যুৎ বেগে ঘরে ঢুকল। ইনাজ দরজা বন্ধ করে দিল। লোকটির চেহারা দেখে, ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। কান না থাকলেও লোকটির অসুবিধা হতোনা। চুলে ওসব ঢাকা পড়ে গেছে। প্রায় চিবুক পর্যন্ত বিশাল লম্বা চওড়া চিপ। গোঁফ দুটো তার সাথে সোজা করা। চোখ দুটো রক্তবর্ণ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছ-ফুটের উপর। লোকটি ঘরে ঢুকেই পাশের জিনিস পত্রের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ইনাজ ভাবল ও নিজেই বুঝি ওর সর্বনাশ ডেকে আনল।

আবার দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ। এবার আর একজনের নয়, অনেক জনের। ইনাজ ভয়ে দুপা পিছিয়ে গেল। দরজাটা খুলুন। না খুললে ভাঙতে বাধ্য হবো। ইনাজের চোখ এবার বড়ো হয়ে উঠলো। এগিয়ে গেল ও। দরজাটা খুলে দিল। দৃশ্য দেখে ইনাজের বুক লাফাচ্ছিল। লাব্‌ডাব্ শব্দটা যেন নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে। একদল পুলিশের মধ্যে কয়েকজন দরজার সামনে আর কয়েকজন পাশের ঘরটিতে ঢুকে পড়ল। অফিসার মতোন পুলিশটি ইনাজের সামনে দাঁড়াল। বলল, ঘরে কেউ ঢুকেছে ?

ইনাজ আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, কেউ না তো। পুলিশের ঝামেলা সবাই এড়িয়ে চলতে চায়। এই ঝামেলায় পড়া মানেই থানা, জেল, আদালত ঘুরে আসা। অর্থদন্ড মানসিক অশান্তিতো আছেই। ইনাজের মুখ শুকিয়ে গেলো। সোয়েলী পুলিশ দেখেই একটু নিশ্চিন্ত হলো। বদমাশ লোকটি অন্ততঃ কিছু করতে পারবেনা তাদের। পাশের ঘর থেকে পুলিশ গুলো ফিরে আসলো। ওদের অফিসারকে কানে কানে কি যেন বলল। তারপর সবাই চলে গেল। একটু পরে পাশের ঘর থেকে লোকটি বেরিয়ে আসলো।

ইনাজ বলল, কোথায় ছিলেন যে পুলিশ খুঁজেও পেলনা। ওদের ঘরে অনেক গোপন জায়গা আছে ভেবে সোয়েলীর বুকটা একটু ফুলে উঠলো। লোকটি ইনাজের কথা শুনে বলল, পুলিশের চোখে ধুলো দিতে দিতে ওসব অভ্যাস হয়ে গেছে। তারপর একটা ছোট প্যাকেট বের করে লোকটি বলল, এর সবটাই হেরোইন।

আঁতকে উঠলো ইনাজ। হেরোইনের নামও ইদানিং খবরের কাগজে অনেক দেখেছে। কিন্তু চোখে দেখেনি। - প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার টাকার জিনিস আছে, লোকটি বলল। মালিক পঞ্চাশ হাজার আর বাকিটা আমার। পেটের দায়ে এ সব করা, জানি ইহা অন্যায় কিন্তু কি করব ? লোকটি ইনাজকে একটি সিগারেট দিতে চাইল। ইনাজ নিলনা। হেরোইনকে ও খুব ভয় করে। এখন নাকি সিগারেটেও হেরোইন মেশানো হচ্ছে। একটা হেরোইন স্মাগলারকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে ইনাজ নিজেকে আপরাধী মনে করলো। আসলে "উপকার" জিনিসটাই বুঝি এরকম। তবে কে কখন যে কার "উপকারে" লাগবে, সেটা বলা যায়না।

লোকটি ইনাজের সামনে এসে বলল, আজ আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। কোনদিন কোনো কাজে আটকে গেলে জানাবেন। লোকটি চলে যাচ্ছিল। ইনাজ ডাকলো ওকে। আপনার নাম কি ? - বিক্রম। রাসবিহারী রোডে বাড়ী। সেদিনের সেই রাতের পর আরো অনেক রাত কেটে গেছে ইনাজদের। কাজের চাপে পূর্বের অনেক কথাই মানুষ ভূলে যায়। বিশেষ বিশেষ কতকগুলো ঘটনা অবশ্য মানুষের হৃদয়ে চির সঞ্চিত থাকে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সেগুলি মানুষ ভূলে না। যেমন ইনাজ সোয়েলীকে এখনো বলে, তোমার ঐ জুতোটা কেন রেখে দিলেনা ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সোয়েলী লজ্জায় লাল হয়ে যায়। অনেক দিন আগের কথা। তখন সোয়েলী আর ইনাজ এ স্কুলে পড়তো। স্কুলে যাওয়ার পথে আসার পথে ইনাজ সোয়েলীর পিছু নিত। এক বন্ধুকে দিয়ে সোয়েলীকে প্রেমপত্রও দিয়েছিল। সোয়েলী এসব পছন্দ করেনা। পড়াশুনো নিয়েই থাকতেই ভালো বাসে। ইনাজ সোয়েলীকে খুব ক্ষেপাত। অবশ্য ওরা কেউ কারো সাথে কথা বলত না। ইনাজ প্রায়ই ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতো। একদিন ইনাজ সোয়েলীর দিকে তাকাতেই সোয়েলী ওকে পায়ের জুতো খুলে দেখিয়েছিল।

এরপর ইনাজ বেশ কয়েকদিন স্কুলে যায়নি। অনেকদিন পরে স্কুলে এসেও সোয়েলীর দিকে একবার ও তাকায়নি। এক সপ্তাহের মতো এভাবে চলছিল। হঠাৎ সোয়েলী একদিন ইনাজকে ডাকলো। এরকম মুখ ভার করে থাকা কেন? পায়ের থেকে জুতোটা হাতে নিলেই কি তোমাকে দেখানো হলো? ইনাজকে দেখলে সোয়েলী ক্ষেপে যায় ঠিকই কিন্তু এই ক্ষেপে যাওয়ার মধ্যেই হয়ত কোনো আনন্দ খুঁজে পেত ও। হঠাৎ ছন্দ পতন হওয়াতেই বোধহয় সোয়েলী টের পেয়েছে এটা।

এরপরে আর কোন ছন্দপতন হয়নি ওদের জীবনে। এখন সোয়েলী ইনাজের স্ত্রী। পেটে ইনাজের সন্তানও ধরেছে। ইনাজ এখানে নতুন এসেছে। আকবরের সাথে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা। খুব মিশুকে ছেলে। একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করে আকবর। সোয়েলীকে ও বৌদি বলে ডাকে। সোয়েলীও খুব ভালোবাসে আকবরকে। ভালো কোন খাবারের আয়োজন করলেই ইনাজকে দিয়ে আকবরকে খবর দেয়। সামনে বসে থেকে আকবরকে খাওয়ায়।

হঠাৎ সোয়েলী অসুস্থ হয়ে পড়লো। একটা পুরনো মারাত্মক রোগ চাড়া দিয়ে উঠলো। ইনাজ চিন্তিত হয়ে পড়লো। আর কটা দিন বাদেই সোয়েলীর সন্তান ভূমিষ্ট হবে। এরকম অবস্থায় সোয়েলীর শরীর খারাপ, একটা অমঙ্গলের চিহ্নই বটে। সোয়েলীকে নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করানো হলো। সোয়েলী নার্সিং হোমে যাবার সময় ইনাজকে বলল, আমি হয়তো আর ফিরে আসবোনা। তুমি আবার বিয়ে করে ঘরসংসার করবে। আকবরকে নিজের ভাইয়ের মতোন দেখবে।

নার্সিং হোমের ওয়েটিং রুমে বসে একটা সিগারেট ধরালো ইনাজ। এই বাড়তি খরচটা ও ছেড়েই দিয়েছিল কিন্তু আজ এক প্যাকেট কিনেছে। টেন্‌শন্ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বোধ হয়। ডাক্তার ইনাজকে বলল, কাল অপারেশন হবে। রক্ত লাগতে পারে। ইনাজের রক্ত সোয়েলীর সাথে মিললো না। আকবরের রক্ত মিলে গেলো। আকবর রাজী হলো। সোয়েলীর রক্ত লাগলে ও দিবে।

ইনাজ একটু নিশ্চিন্ত হলো। সোয়েলীর জীবন হাতের মুঠোয়। অপারেশন সাকসেস্ হলে ওর জীবনও সাকসেস্। ডাক্তার বলল, সোয়েলীকে বাঁচাতে হলে অনেক রক্ত চাই। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে দুই বোতল রক্ত নিয়ে নিল। দুর থেকেই লক্ষ্য করল আকবর আসছে। ইনাজ বলল, আকবর রক্তের দরকার। আকবর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, ইনাজদা আমাদের শরীরের রক্তনাকি কোন নারীদেহে প্রবেশ করাতে হয়না।

ইনাজের কাঁন্না পাচ্ছিল। ও জানে "উপকার" করাটা খুব সহজ নয়। আসল কথা আকবর রক্ত দেবে না। ওর শরীরের রক্তের পরিমান ও একবিন্দুও কমাবেনা। আকবর বলল, টাকা নিয়ে এসেছি কত লাগবে বলুন। ইনাজের খুব ঘৃনা আসলো আকবরের প্রতি। বেইমান, অকৃতজ্ঞ। আকবর অনেক গুলো টাকা বের করলো। ইনাজ এবার মনের দাড়ি পাল্লায় একধারে "উপকার আর অন্যধারে টাকা রাখলো। দেখলো উপকারের পাল্লাটাই ভারি।

এরপর ইনাজ আর এক মুর্হুতও দেরী করেনি। সোজা এল ওর অফিসে। ইনাজ সবাইকে জানিয়ে দিল যে, 'বি' গ্রুপের রক্ত এক্ষুনি দরকার। ব্লাড-ব্যাঙ্কে ঐ গ্রুপের রক্ত আর নেই। কিন্তু কেউ রাজী হল না। রক্ত চুষে নেবার বেলায় একজনও নেই। আজ এমন অসময়ে ইনাজের মনে পড়লো বিক্রমের কথা। ট্যাক্সি নিয়ে বিক্রমের বাড়ীতে গেলো। অনেক ডাকার পর পাশের বাড়ীতে গেলো।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অনেক ডাকার পর পাশের বাড়ীর একজন বলল, বিক্রম নেই। কিছুদিন হল ও মারা গেছে।

ইনাজ রক্তের খোঁজে আর কোথাও গেলনা। সোজা চলে আসলো নার্সিং হোমে। অবাক হয়ে গেল ইনাজ। যে আকবর একটু আগেই রক্ত দিতে অস্বীকার করছিল, সেই আকবর এখন রক্ত দিচ্ছে ? ইনাজের ইচ্ছে হচ্ছিলো যে, আকবরের দেওয়া রক্তের বোতল ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। বেইমানত। ওর রক্ত সোয়েলীর শরীরে গেলে সোয়েলীও হয়তো এই প্রকৃতির হয়ে উঠবে। সামনেই যেতেই চমকে উঠলো ইনাজ। এ যে বিক্রম ! ওনা মারা গেছে তবে ও কোথেকে এলো ?

বিক্রম কোথা থেকে খবর পেল ইনাজ জানেনা। মানুষ এরাই। উপকারীর "উপকার" এরা মনে রাখে। আমাদের মতোন ভূলে যায়না। ওদের ভালোবাসার বন্ধন চির অটুট। ডাক্তার বিক্রমকে প্রশ্ন করলো - আরো রক্ত দেবে ? বিক্রম দাঁতে দাঁত চেপে বললো, যতো লাগে নিয়ে নিন এই শরীর থেকে। আমার শরীরে এ রক্ত থেকেও কোন দাম নেই। সবটুকুই ভরে দিন আমার সোয়েলী বোনটার শরীরে। না। আর বেশী রক্ত নিতে হয়নি। অনেক রক্ত পেয়ে বোধহয়, সোয়েলীর শরীরে রক্তের নেশা কমিয়ে দিয়েছে।

ডান হাতটা ম্যাসেজ করতে করতে বিক্রম ইনাজকে বলল, আমি আশে পাশেই আছি। দরকার হলেই ডাকবেন। বাড়ীতে গিয়ে লাভ নেই। অসৎ মানুষদের এভাবেই বেঁচে থাকতে হয়। আপনি তো অনেক রক্ত দিলেন। ইনাজের কথা থামিয়ে দিল বিক্রম। বলল, এই রক্ত অনেকদিন আগেই আপনাদের ঘরেই শেষ হয়ে যেতো। বেঁচে আছি এটুকু "উপকার" কি করতে দেবেননা ? বিক্রমের প্রতি শ্রদ্ধায় ইনাজের মাথা নিচু হয়ে গেল। বিপদে পড়লে বুঝি এমনিই হয়।

পনেরোদিন পরে সুস্থ সোয়েলী আর তাদের ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরলো ইনাজ। তারপর আরো ছমাস কেটে গেছে। ইনাজ তার সন্তানের অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক করেছে। বিক্রমের জন্যই ওর ছেলে পৃথিবীর আলো দেখতে পেরেছে। তাই ছেলের নাম দিয়েছে "বীর" আকবর আর এখন তাদের বাড়ীতে আসেনা। ইনাজও আসতে বলে না ওকে। বীরের অন্নপ্রাশনে বিক্রমকে বলার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে ইনাজ। কিন্তু, বিক্রম যে, কখন, কোথায়, কি অবস্থায় থাকে, বলাই মুশকিল।

অফিস থেকে ফেরার পথে ইনাজ নার্সিং হোমে গেল। ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। ডাক্তার অপারেশন রুমে। ডাক্তার আসতেই ইনাজ জিজ্ঞেস করলে, কার অপারেশন ? খুব চিন্তিত স্বরে ডাক্তার বলল, বিক্রমের। শরীরে একদম রক্ত নেই। হয়তো মারা যাবে। ইনাজ ডাক্তারের হাত চেপে ধরে বলল, বলুন কত রক্ত চাই ?

ইনাজ মনে মনে ভাবলো, বিক্রমের রক্ত আর সোয়েলীল রক্ত এক। কিন্তু সোয়েলী কি দেবে ওর শরীরের সেই মূল্যবান রক্ত ? অবশ্য তার বেশীর ভাগই বিক্রমের শরীর থেকে নেওয়া। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ীতে এস সোয়েলীকে বলল সব কথা। সোয়েলী বলল, আগে হলে অবশ্যই চেষ্টা করতাম। এখন ছেলেটার জন্য একটা অন্যরকম মায়া জন্মেছে। যদি কিছু হয়ে যায় ? বিক্রমের শরীরের রক্তের স্রোত আজ সোয়েলীর শরীরে বইছে। আর এই সোয়েলী বলল কেউ উপকার করলেই যে তার উপকার করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আশ্চর্য দেরী করলো না। খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটা ব্লাড ব্যাঙ্ক ঘুরে চার বোতল রক্ত সংগ্রহ করল বিক্রমের জন্য।

হাঁফাতে হাঁফাতে নার্সিং হোমে এল। দেখল বিক্রমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা।.....রক্তের বোতলগুলো হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। মাটি প্রাণপনে শুষে নিচ্ছিল সেই রক্ত। যেমন করে সোয়েলী বিক্রমের শরীর থেকে নিয়েছিল। এ মুহূর্তে ইনাজ ভাবলো। রক্ত শুন্য হয়ে সেও যদি বিক্রমের মতো এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারতো তাহলে খুব ভালো হতো।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাম্প্রদায়িকতার 'দর্পনে'

রফিকুল ইসলাম

মেয়েটি বলেছিল অন্ধকারে
না তাতে বিরত কোথায়
হাতের উলঙ্গ তরবারি লকলকে দেহটাকে বিবস্ত্র করল
বেরিয়ে এলো লালিত লজ্জা স্লানিত চোখ
খাবলে খাবলে খেতে লাগলো ক্ষিদে হীন হিংস্র জানুয়ার।
প্রানহীন সম্বর
স্তব্ধ আশা শেষ নিশ্বাস টুকু মিশে যায় অম্বরে,
মায়ের দেওয়া কাজলের মসৃনটান বিস্ফারিত চোখ,
আরো বড় হলো।
মাটির উপর রক্তের দাগ
গোলাপ লালিত লাল রক্ত,
আস্তে আস্তে কালো হয়
দর্শক মোরা ! একি মনুষ্যত্বের নব জয় ?

"জীবন ও মৃত্যু"

রাহগীর

জীবনের বহু রঙিন স্বপ্ন আছে।
মৃত্যুর হাতছানি ও আছে।
জীবনের সুখ আছে।
দুঃখ ও আছে।
লোভ-লালসা আছে।
নিয়ম প্রতিযোগীতা আছে।
ক্ষমতার দম্ভ আছে।
অমরত্ব আছে ?
বহু জীবনের প্রাপ্তি শুধু চোখের জল।
মৃত্যুর পাওনা ও শুধু চোখের জল।
সেই জীবনের আর মৃত্যুর ফারাকটা কোথায় ?
পৃথিবীর অপরুপ সৌন্দর্য্য -
বাঁচার প্রেরণা।
পৃথিবীর কুৎসিত রূপ -
মৃত্যুর প্রেরণা।
মৃত্যু জীবের জীবন সঙ্গী।
একেবারে অপরাজেয় নয়।
মানুষের সেবায় উৎসর্গিত বহু জীবন
চির অমর। চির নমস্য
কিন্তু ক'জন পারে ?

"নাতে রসুল"

রফিকুল ইসলাম (বাউসি)

নুর মোহাম্মদ, নুরে নবী,
নুরের পেলেন কায়া ।
মানব রুপে ভবে নবী
মানবতা পূর্ণ ছায়া ।
বিস্তৃত ললাট, কুঞ্চিত কেশ
দুধে আলতা দেহ
উচ্চ নাসিকা, সফেদ দন্ত
লম্বিত যুগল বাহু ।
ধৈর্যের পাহাড়, মধু বাখানি
নীতিতে নিষ্ঠাবান,
সত্যের প্রতীক হাঁকিছে সবারে,
ইসলামের আহবান ।
বিশ্ব বাজারে বন্দিত তুমি
নন্দিত হে মহিয়ান,
তব অসিলায়, ধ্বনিত সদায়
আসিল যে কোরআন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

না'ত শরীফ

রফিক মন্ডল (নরাশপুর, বর্ধমান)

দয়া করো হুজুর আমার, দয়াল নবী সারওয়ার।
তোমার দয়ার ভিখারী যে, এ অভাগা গুনাহগার ॥
তোমার দয়ার বিনে
হাশর - দিনে -
শাফাআত কে করিবে, গোনাহগার মোসিনে ২
তাই আমি কাঁদি দয়াল, দয়া করো দয়াদার ॥
তোমার দয়ার দিনে -
কঠিন সে মিজানে -
জামিনদার কে হইবে, বিচারক সনে ২
তাই আমি কাঁদি দয়াল, হয়ো মোর জামিনদার ॥
তোমার দয়ার বিনে - গোরের ইমতেহানে
সওয়াল-জওয়ার কেমনে দেব, কেরামান কাতেবিনে ২
তাই আমি কাঁদি দয়াল হয়ো মোর নেগাহদার ॥
নাদান রফিক বলে
মোরে নিও চরণ তলে
রেখো নাকো দূরে দয়াল গুনাহগার বলে ২
তোমার চরণ তরী পেলে পুলসেরাতে হবো পার ॥

মুক্তি

মাজরুল ইসলাম

গ্রীষ্মের তাড়া খেয়ে
বর্ষা আসে
রাত আসে
দিনের তাড়ায় ।
অন্যায় - অবিচার ছুটে যায়
শাস্তির কোলে
ন্যায়ের চাবুক খেয়ে ।
হতাশা নয় ; বন্ধু
এসো - মুক্তির গান
গেয়ে যাই

ঈদ

লক্ষী নারায়ন দত্ত

ঈদের পাবন পরশে,
আকাশ হাসিল হরষে ।
জ্বালায়ে প্রীতির দীপিকা
রচিনু ঈদের লিপিকা ॥
বিপ্র নিবেদনে -

ধোঁয়াশা

মাজরুল ইসলাম

তথকথিত প্রগতিশীল -
কাজে অনিয়মের মতিচুর ।
যুগ-সন্ধিক্ষনে, বিঘ্ন ঢাকতে মলিদার চাদর গায়ে ।
বিদ্যাপিঠের মোজাইক মেঝেতে শ্যাওলা,
ফুলের বদলে কাঁটা ।
পাটের সোনার আঁশে
শুঁয়াপোকার আনাগোনা ।
একহাতে অমৃতের পাত্র
অন্য হাতে বিষের ।
মায়ের শরীরে কুকুরের আঁচড়,
শিশুর হাত বিড়ালের মুখে ।
বোবা পড়ার ভাষা কি নেই ;
নিঃসেবা গন মানুষের ?....
নষ্ট পাঁজরার নীচে কান্না জমে অশ্রুতে ঘেন্না ।
অনিয়মের পাকাপোক্ত কারিকর,
বেমানান মুখে প্রগতির কথা ... ।
ধোঁয়াশা মোছার ভাষা কি নেই ;
নিঃসেবা গনমানুষের ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গজল

গওসে ওয়াহারী হযরত মাওলানা
মো: আলিমুদ্দিন মোজাদ্দেদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

পড় পড়াও দিবারাতি,
আল্লাহর এ কোরআন ।
বিচার দিনে খোদার কাছে,
পাইবে আরাম ।

যে তরকারি লবন ছাড়া,
মজা কি তার পাবি তোরা ।
যে জানে না কোরআন পড়া,
সে জন বুঝে না ঈমান ।

পাক কোরআনে বলিয়াছে,
কোরআন যাহার মনে আছে,
শয়তান যায় না তাহার কাছে,
তার বাঁচিবে ঈমান ।

খোদা যে মানুষের মাঝে,
আকাশে কোথায় বেড়াও খুঁজে ।
কোরআন পড় সকাল সাঁঝে,
কাঁদায়ে পরান ।

মনে মুখে কোরআন পড়,
কামেল পীরের, কদম ধর,
দিলে জানে জিকির কর
তবে মানিবে কোরআন ।

কবর হাশর পুল সেরাতে
থাকবে কোরআন সাথে সাথে
মিলে যাবে নবীর সাথে
নেকিতে ভার হবে মিজান ।

কোরআন মানে আয়াত পড়,
দিলে আল্লাহর জিকির কর,
তবে বেহেস্ত যাবার আশা কর,
বলেছেন নবী দোজাহান ।

খবরা-খবর

গ্রামের ছেলের পড়াশুনা

২০০৩ সালে মাধ্যমিকে মাদ্রাসা বোর্ডে প্রথম হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার ছেলে - আমির হোসেন।

আমির হোসেন ভগবানগোলা থানায় বেলিয়া শ্যামপুর গ্রামের সাধারণ ঘরের ছেলে । তার বাবা জয়নুদ্দীন সেখ রেলের গ্যাংম্যান । ছয় বোন চার ভাইয়ের মধ্যে ৬নং সন্তান, আমির ভায়েদের মধ্যে সকলের বড় । প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করেছিল সে। পরে হাওড়ার আল আমিন মিশনে সে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয় । এক সাক্ষাৎকারে সে জানিয়েছে ওখান কার টারমিনাল পরীক্ষার কখনও প্রথম কখনও বা সে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এসেছে ।

আল আমিন মিশনে নিয়মিত নামাজ রোজা করতে হয়, সেও এই নিয়ম মেনে চলতে অভ্যস্থ ।

গড় ৬-৭ ঘন্টা করে সে পড়াশুনা করত । তার ইচ্ছা জয়েন্ট পরীক্ষা দেবার । ডাক্তার হয়ে গ্রামে ফিরে আসা এবং নিজ গ্রাম এলাকার একটি হাসপাতাল স্থাপনের ইচ্ছা আছে তার । ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলতে ভালবাসে । ~~সিনেমা দেখতেও আগ্রহ আছে~~ । শরৎ চন্দ্র প্রিয় সাহিত্যিক ।

তসলিমা নাসরিনের লেখা ভাল লাগেনা কারণ তিনি ধর্মে আঘাত দিয়ে লেখেন । সাদ্দাম ভাল কি মন্দ বলতে চাইনা, তবে ইরাকের উপর অন্যায় আক্রমণ করা হয়েছে । বুশ ইহুদিদের উত্থান ঘটিয়ে ইসলামের উপর আঘাত হানছে এটা আমার পছন্দ নয় । এর বিরুদ্ধে সমস্ত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের একজোট হওয়া দরকার।

গল্পের বই পড়ে এবং খেলা ধূলার মধ্য দিয়ে অবসর সময় কেটে যায় । সাহিত্য চর্চায় সেরকম ইচ্ছা নাই । রাজনীতি করি না ।

মোট প্রাপ্ত নং ৭৯৭ বর্তমানে আল আমিনা মিশনে পাঠরত ।

প্রতিবেদক-মোঃ শামসুজ্জোহা ভগবানগোলা

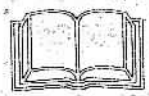

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মহাদ্দিসে আযম হিন্দ কনফারেন্স

গত ২৩, ২৪, ২৫, শে পোষ (৮, ৯, ১০ই জানুয়ারী'০৪) উত্তর দিনাজপুর শমসপুর সর্দার পাড়ায় তিন দিন ধরে বিরাট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় । মাদ্রাসার হেড মাওলানা নুরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে ও বিখ্যাত বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম গনের আলোচনায় মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায় ।

ওরস মোবারক

গত ১৪ই মাঘ ২৯শে জানুয়ারী প্রতি বৎসরের ন্যায় বীরভূম জেলার সিউড়ীর অনতি দূরে আলিমবাদ খানকাহ শরীফে পালিত হল পবিত্র ওরস মোবারক । পীরে তরিকত হযরত মাওলানা মোঃ খলিলুর রহমান মোজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হির স্মরণে এই ওরস মোবারক । বাল্য অবস্থা হতে সমস্ত জীবন তিনি দ্বীনের সেবক । তিনি গভীর জ্ঞানী ও তাত্ত্বিক পুরুষ । পন্ডিত ব্যক্তি হিসাবে শত্রু-মিত্র জাতী ধর্ম নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । তিনি জীবনে অমর দাতার অপূর্ব কাহিনী ১ম-২য় খন্ড, গওসে জামা, ধোকা ভঞ্জনে ধোকা প্রদান, ইসলামীয়া মামলার ফায়সালা, তাবলিগীদের ঘরোয়া বিরোধ, গওসে ওরাহায়ী, বাংলা মাকামাতে খায়ের, শেখ মোহাম্মদ নাজদী ও তাহার চেলাচামুন্ডা, রক্তে রাঙ্গা বালাকোট প্রসঙ্গে প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি ১৩৯৯ সনে (২৮/১/৯৩) ১৪ই মাঘ বেসাল করেন । তিনি তাঁর খানকাহ শরীফে এক দ্বীনী মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত করেন যা এখনও দ্বীনের খেদমত করতেছে । তাঁর বড় সাহেব জাদা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী মোজাদ্দেদী গদ্দিনাশীন ও সাজ্জদা নাসীন ওরস পরিচালনা করেন ।

ওরস মোবারক

গত ৪ঠা ফাল্গুন (১৭/২/০৪) তারিখ দরগাহ শরীফ আমগড়িয়া, বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয় পীরে ক্বামেল হযরত সুফী চৌধুরী মোঃ ইলিয়াস শাহ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর ওরস মোবারক। তাঁর বংশের দুলাল পীর ও মুর্শিদ সুফি চৌধুরী মোঃ হেলালুদ্দিন চিশতী (রাজা মিয়ার) পরিচালনায় ও বহু উলামায়ে কেরাম গনে আগমনে ও আলোচনায় ওরস মোবারক পালিত হয় । উলামায়ে কেরাম গনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শায়ফুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব, মুফতী মঈজুদ্দিন সাহেব, ক্বারী মাওলানা মোঃ আনসার আলী সাহেব প্রভৃতি । উপস্থিত সমস্ত মানুষকে খাবার দেওয়া হয় । শেষে ফাতিহা মিলাদ শরীফ পাঠ করে দোওয়া করা হয় ।

তাজদারে মাদিনা কনফারেন্স

জামেয়া গওসিয়া রেজবীয়া মোজাওয়াজা আরবী বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও উপাচার্য্য হজরাতুল আল্লাম শাহ্ সুফী মহঃ হাশিম রেজা নুরী সাহেবের নেতৃত্বে আরবী ২৯শে জিলহজ্ব ১৪২৪ হিজরী বাংলা ৮ই ফাল্গুন ১৪১৪ সাল ইংরেজী ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রোজ শনিবার ২০ তম ঐতিহাসিক তাজদারে মাদিনা কনফারেন্স ১৯তম দাস্তাহারে ফজিলত এবং ক্লাসের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধীকারি ছাত্রদের পুরস্কার বিতরন করা হয় মাদ্রাসার নিকটস্থ ব্রীজের নীচে । প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চার তরিকার পীরে কামেল আওলাদে আলা হাজরত, নওয়াশায়ে সরকার মুফতি আজম হিন্দ হজরতুল আল্লাম শাহ্ সুফী মুফতি মহঃ জামাল রেজা খান কাদেরী সাহেব (U.P.) আচার্য্য জামেয়া গওসিয়া রেজবীয়া মোজাওয়াজা অ্যারাবিক ইউনির্ভাসিটি (রঘুনাথগঞ্জ)

ইহা ছাড়া বঙ্গের খ্যাতনামা ওলামায়ে আহলে সুন্নাত উপস্থিত ছিলেন ।

পরিবেশনায় -
মোঃ শাফিকুল ইসলাম রেজবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আহলে সুন্নাত যুবকদের প্রতি

ডাঃ আসাদুজ্জামান আশরাফী

সমস্ত প্রশাংসা রাব্বুল আলামীণ আল্লাহ পাকের জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক দয়ার নবী মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালামের প্রতি ।

আহলে সুন্নাত ও জামায়াত বিশাল ও নির্ভরযোগ্য জামায়াত যাহা অন্যান্য জামায়াত অপেক্ষা বেশী মর্যাদা সম্পূর্ণ । এই ব্যাপারে সকলেই একমত । কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ সুন্নী জামায়াতের যুবক ভাইদের জন্য । তাহাদের ইসলামের প্রতি যেমন আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল তাহা না করিয়া তাহারা বহুদূরে সরিয়া যাইতেছে । কিন্তু ইতিহাস দেখিলে আমরা জানিতে পারি যুবকগণের উৎসাহ, উৎযোগ ও কর্মতৎপরতায় সমাজ উন্নতি লাভ করে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, কুসংস্কার দূর হয় সমাজ ধর্মে প্রাণ সঞ্চার করে ।

আজকাল আমাদের যুবক ভাইদের দেখি তাহারা আলেম, উলামা পীর ওলিদের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া থাকেন । কিন্তু আমরা যত শিক্ষিত হই বা ধনবান হই, অহংবোধ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা নেককার, পরহেজগার, সালেহীন তাহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া চরিত্র সংশোধন করিয়া লওয়া । আল্লাহ তায়ালার ফরমান–"হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং যারা সত্য পথের পথিক তাদের সঙ্গ লাভ কর ।"

আমরা তথা আমাদের যুবক ভাইয়েরা ইসলামের নিয়ম হুকুম পালন করিতে লজ্জা বোধ করি । কিন্তু আমি যুবক হই বৃদ্ধ হই, নর-নারী যে কেউ হই না কেন সকলকেই আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে । যে ধর্ম যে পথ যে আদর্শ দ্বীন-দুনিয়ায় আমাদের মুক্তি দিবে তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । যুবক ভাইয়েরা নামজের নিকট হইতে দূরে থাকিতেছেন, দাড়ি রাখিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অইসালামিক প্রথা গ্রহণ করিতেছেন । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে–আল্লাহর নিকট ধর্ম একমাত্র ইসলাম । ইহা হইতে দূরে সরিলে পতন নিজেরই হইবে । অতএব আসুন, সত্যকে ধারণ করুন । ইসলামের পতাকা উদ্ধে তুলে ধরুন । কেননা ইসলামের গৌরব একমাত্র যুবকেরাই আনিতে পারে । আজ পৃথিবীতে ইসলামের উপর বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ হইতেছে যুবকেরা যদি এগিয়ে না আসে তবে নিজের ক্ষতি নিজেই ডাকিয়া আনিবে, নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে ।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দৃঢ় বিশ্বাস আমরা যদি আহ্‌লে সুন্নাত ও জামায়াতের পতাকা তলে দাঁড়িয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করি, ইসলামকে ধারণ করি তবে ইনশায়াল্লাহ জয়যুক্ত হইব । আল্লাহ আমাদের ইসলামের পথে চলার তৌফিক প্রদান করুন পাক নবীল ওসিলায় ।

জ্ঞানের স্বরূপ

মোঃ আশরাফ হোসাইন

যে কোন তত্ব আলোচনার পূর্বে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন । প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ ও শর্ত সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তত্বালোচনার কোন অর্থ হয় না । মানুষকে আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন । ফলে মানুষকে বলা হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব । আদিতে মানুষ যখন পৃথিবীতে এসেছিল । এই জগতের পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর, আকাশ বন জঙ্গল ইত্যাদি দেখে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল । মানুষ নিজের সম্পর্কে ভাবতো যে, আমরা এই পৃথিবীতে আসার আগে কোথায় ছিলাম? মৃত্যুর পরে কোথায় যাব ? জগৎ সৃষ্টি করলেন কে ? কেন ? এই ধরণের নানান প্রশ্নের উত্তর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অনুসন্ধান করতে মানুষ সবসময় সচেষ্ট । এই যে মানুষের বিস্ময়, বিস্ময়ের প্রকৃত রহস্য উৎঘাটন করতে হলে আমাদের প্রয়োজন " জ্ঞানের" । এখন প্রশ্ন হল জ্ঞান কি ? এই প্রশ্ন খুবই জটিল ও বিশ্লেষণধর্মী । জ্ঞান কোন প্রত্যক্ষ গোচর বিষয় নয় যাকে অঙ্গুলি নির্দেশের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে । তবে একটু ভিন্নভাবে প্রশ্নটিকে, ঘুরিয়ে বলা হয়, আমাদের কখন কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে ? ব্যাকারণে আমরা বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের পরিচয় পাই । বিশেষ্য পদের দিক থেকে যা " জ্ঞান" পদবাচ্য, ক্রিয়াপদের দিক থেকে তাকে বলা হয় 'জানা' যে কোন ব্যক্তির জ্ঞান আছে বলতে বোঝায় 'যে জানে', কি জানে ? এর উত্তর হল বিষয়কে জানে' । তাহলে জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয়ের জ্ঞান , জ্ঞান মানেই কোন বক্তব্যের জ্ঞান । যেমন আমি জানিযে আজ সোমবার আমি জানি যে হজরত মহাম্মদ সাঃ নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন । বক্তব্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে । সেই অনুসারে বক্তব্যধর্মী জ্ঞানের সত্যতা বিথ্যাত্ব যাচাইযোগ্য, ইংরাজী Knowledge সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ হল যথার্থ জ্ঞান । কথাটি মিথ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত হয় না । একমাত্র সত্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত হয় । জ্ঞান বচনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলে জ্ঞান মাত্রই বাচনিক, বাক্যের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে । বাক্যের মাধ্যমে যে বক্তব্য প্রকাশ হয় তাই জ্ঞান । জানা শব্দ দ্বারা যদি আমরা জ্ঞান প্রকাশ করি তাহলে জ্ঞানের প্রকার হবে তিন ধরনের, প্রথমতঃ কর্মমূলক যেমন রশিদ নামাজ পড়তে জানে । এক্ষত্রে নামাজ পড়ার যে নিয়ম কানুন সেগুলি না জেনে তার পক্ষে নামাজ পড়া সম্ভব নয় । দ্বিতীয়তঃ পরিচিতি মূলক জ্ঞান । আমি মৌলানা আবুল কাসেম সাহেব সম্পর্কে জানি । এই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ তথ্য জ্ঞাপন করতে না পারলেও অন্ততঃ এটুকু জানি যে, ঐ ব্যাক্তির নাম আবুল কাসেম সাহেব । আমি জানি যে তিনি সাইদাপুরের বাসিন্দা, যে সাইদাপুর ইসলামিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । কিন্তু এই পরিচিতিমূলক জ্ঞান খুবই সিমীত জ্ঞান । তৃতীয় প্রকার জ্ঞান হল বাচনিক জ্ঞান । আমি জানি যে হজরত মহাম্মদ সাঃ নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন । এই ধরণের বাচনিক জ্ঞানই হল প্রকৃত জ্ঞান, এই জ্ঞানকে যথার্থ হতে হলে তিনটি শর্ত পালন করতে হয় । প্রথম শর্ত হল সত্যতা । অর্থাৎ হজরত মহাম্মদ (সাঃ) যে শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন, এই বাক্যটিকে সত্য হতে হবে । দ্বিতীয় শর্ত হল বিশ্বাস, হজরত মহাম্মদ (সাঃ) যে শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে । যদি বলা হয় হজরত মহাম্মদ (সাঃ) শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন বাক্যটি সত্য কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না । তাহলে সেই বক্তব্যে কোন জ্ঞান প্রকাশ হবে না । বাক্যটিকে সত্য হতে হবে এবং সত্যতায় বিশ্বাস করতে হবে । এই দুটি শর্ত পালন হলেই যে জ্ঞান হবে তা নয়, নিছক বিশ্বাস জ্ঞান নয় । বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তি সাক্ষ্য প্রমান ও তথ্যর প্রমান দিতে হবে । তালেই বাক্যের বক্তব্য জ্ঞানে রূপান্তরিত হবে ।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও আবার জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করা যেতে পারে । এই রূপ দৃষ্টি ভঙ্গিতে জ্ঞান হল বস্তু প্রকাশ । জ্ঞান হল বিষয়ের উপলব্ধি । প্রদীপ যেমন তার আলোর দসামনের সমস্ত বস্তুকে উজ্জ্বল করে তোলে, যেসরকম জ্ঞানও বস্তুর রূপ বস্তুর রূপ আমাদের কাছে প্রকাশ করে । জ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই ভাবে ভাগ করা হয়, যথার্থজ্ঞান ও অযথার্থজ্ঞান । আবার অযথার্থ জ্ঞানকে তিনভাগে ভাগ করা হয় । যেগুলি হল সংশয় (সন্দেহ) বিপর্যয় (ভ্রম) এবং তর্ক, সংশয় যথার্থ জ্ঞান নয়, এই কারণে যে, একই বস্তুতে দুটি বিপরীত গুণের সমাবেশে সংশয় জাগে, যেমন দুরে ওটা মানুষ না গাছ, যখন সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না তখনই সংশয় দেখা দেয় । সংশয়ের মধ্যে নিশ্চিয়তার অভাব থাকে । ভ্রমও যথার্থ জ্ঞান নয় । ভ্রমের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সঙ্গে বস্তুর প্রকৃতির মিল নেই, দড়ি দেখে সাপ মনে হতে পারে । কিন্তু দড়িতে সাপের অনুভূতি যথার্থ অনুভব নয় । সর্প প্রকারটি দড়িতে থাকেনা তর্ককেও যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না । তর্কে যুক্তির সাহায্যে কোন বিষয়কে সঠিক ভাবে প্রমান করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু সঠিক জ্ঞান লাভে তর্ক সহায়তা করে না ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যথার্থ জ্ঞান হল, সেই অনুভব যা বিষয়টিকে তদ ধর্মবিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করে । আমি যখন কোন দ্রব্য দেখছি এবং বুঝি যে দ্রব্যের দ্রব্যত্ব গুণটি দ্রব্যের মধ্যে বর্তমান, তখন আমার জ্ঞান হয় নিশ্চিত। এই যথার্থ জ্ঞান ছয়টি প্রমানের সাহায্যে লাভ করা যায় । প্রমান কথার অর্থ হল জ্ঞান লাভের পদ্ধতি ।

প্রথম প্রমান হল প্রত্যক্ষ ঃ

প্রত্যাশা বলতে আমরা বুঝি, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শ বা সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় । ইন্দ্রিয় বলতে প্রধানতঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়কে বোঝায়, যেমন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দিয় আছে । এই ইন্দ্রিয় গুলির সাহায্যে আমরা বাহ্য বিষয় সমূহের জ্ঞান লাভ করি । চক্ষুর দ্বারা বর্ণের জ্ঞান, কর্ণের দ্বারা শব্দের জ্ঞান, এবং নাসিকার দ্বারা গন্ধের জ্ঞান জিহ্বার দ্বারা বর্ণের জ্ঞান এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শের জ্ঞান লাভ করি । ইন্দ্রিয় বলতে আবার অন্তরিন্দ্রিয় ও বোঝায় । মন হল অন্তরীন্দ্রিয় । মনের দ্বারা আমরা সুখ, দুঃখ, উত্তেজনা, বিষন্নতা প্রভৃতি মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি ।

দ্বিতীয় প্রমাণ হল অনুমান,

অনুমান হল কোন জানা বিষয়ের উপর নির্ভরকরে, তার দ্বারা সমর্থিত হয়ে কোন অজানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা । পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে যদি বলা যায় পাহাড়ে আগুন আছে, তাহলে ঐ আগুনের জ্ঞানকে অনুমান লব্ধ জ্ঞান বলে অভিহিত করা হবে ।

তৃতীয় প্রমাণ শব্দ,

শব্দ হল আপ্ত পুরুষের বাক্য বা বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তির বচন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান । যেমন কোরআনের বাণী থেকে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞান হল শব্দ জ্ঞান ।

চতুর্থ প্রমাণ উপমান,

উপমান হল পূর্বে জানা আছে এমন কোন বিষয়ের সঙ্গে সুদৃশ্যের ভিত্তিতে অন্য কোন নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পদ্ধতি । উদাহরণ বলে যাবার আগে কোন এক ব্যক্তি একজন অরণ্যচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাঘ কি রকম ? অরণ্যচারী বললেন বাঘ বিড়ালের মত, কিন্তু আকারে বড় । এবার ব্যক্তিটি বণের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বিড়ালের আকারের একটি বড় প্রাণী দেখতে পেলেন, তখন তার অরণ্যচারীর কথা মনে পড়ল । তিনি এইভাবে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বাঘের জ্ঞান লাভ করলেন ।

পঞ্চম প্রমাণ হল অর্থাপত্তি,

অর্থাপত্তি হল কোন বিষয়কে অজানা কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা । যেমন সেই বিষয়কে জানা কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না । যেমন দিনের বেলায় রহিম মুড়ি খায় অথচ তার শরীর ক্রমশ সুপুষ্ট হচ্ছে । ধারণা করা হল যে, রহিম রাত্রে ভালো খাবার খায় যার ফলে তার শরীরের বৃদ্ধি ঘটছে ।

অনুপলব্ধি হল শেষ প্রমাণ, এই প্রমাণের সাহায্যে কোন বস্তুর অভারের অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে ।

জ্ঞান সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হল, এ থেকে বলা যায় যে, সৃষ্টি কর্তা মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে যে সৃষ্টি করেছেন, তার যে উদ্দেশ্য তা পালন করতে হবে । মিথ্যা জ্ঞান কখনই মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনা, সব সময় মানুষকে দুঃখ কষ্টের বন্ধনে যুক্ত করে । বর্তমানে মানুষ মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে, বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে । ফলে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষের উচিত মিথ্যা জ্ঞানকে পরিহার করে, সত্য জ্ঞানের আলোকে পথ চলে, শ্রষ্ঠার আসল উদ্দেশ্যকে রুপায়িত করা ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিম্নলিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) দারুল উলুম আলিমিয়া, পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভূম ।

২) সুলতানপুর মালীপুর মদ্রাসা, ভগবানগোলা , মুর্শিদাবাদ ।

৩) দারুল উলুম আশরাফিয়া, সর্দারপাড়া, সমসপুর, উত্তর দিনাজপুর ।

৪) ডাঃ আসাদুজ্জামান (বাচ্চু), সমসপুর বাজার, হিমতাবাদ, উঃ দিনাজপুর ।

৫) মুফতি বুক হাউস, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ।

৬) রেজা লাইব্রেরী, নজরুল পল্লী, নলহাটি, বীরভূম ।

৭) নুরী বুক ডিপো, গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ।

৮) কালিমী বুক ডিপো, সোনালী মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা ।

৯) ক্বারী আব্দুস সাত্তারের বিবাহ রেজিষ্ট্রি অফিস, জলঙ্গী ।

১০) সাঈদ বুক ডিপো, নেউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা ।

সুন্নীজগৎ পত্রিকা পড়ুন ও পড়ান

লেখ, পড়, শিখ মূর্খ থেকো না,
অন্ধত্ব দূর কর অন্ধ হয়ো না ।।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সুন্নীজগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

- ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা-"সুন্নী জগৎ" পত্রিকায় স্থান পাবে ।
- লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
- বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় ।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য--১২টাকা ।
- বাৎসরিক সডাক---৫০টাকা ।

লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
সম্পাদক 'সুন্নীজগৎ'
পোঃ নশিপুর বালাগাছি, ভগবানগোলা
মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৬৯

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

নিম্নলিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) মুফতী নঈমুদ্দিন রেজবী -- দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ ভগবানগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

২) মাদ্রাসা গাওসিয়া রেজবীয়া (এম. আরবী ইউনির্ভাসিটি) -- গাড়ীঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ।

৩) মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া -- (মোজওয়াজা আরবী ইউনির্ভাসিটি) সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ ।

৪) মাদ্রাসায়ে আশরাফিয়া রেজবীয়া -- নলহাটি, বীরভূম ।

৫) মাদ্রাসায়ে ফুরক্কানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া -- নশিপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ।

৬) মাদ্রাসায়ে এম. আর. দারুল ঈমান -- নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ ।

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী কর্তৃক নশীপুর বালাগাছি, মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত এবং "বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস" নশীপুর বালাগাছি, মুর্শিদাবাদ থেকে মুদ্রিত । সম্পাদক --মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী ।

www.YaNabi.in